৫৯ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী

৬ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৫৯ বর্ষ, ৪৭ সংখ্যা, ১০ আশ্বিন – ১৬ আশ্বিন, ১৪৩২ ঃ ২৭ সেপ্টেম্বর – ৩ অক্টোবর, ২০২৫

Kolkata : 59 year : Vol No.: 59, Issue No. 47, 27 September - 03 October, 2025

৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : দুর্নীতির অভিযোগে বন্ধ রয়েছে কেন্দ্রীয় অনুদান।

তবু আবাস যোজনার উপভোক্তা বাছাইয়ে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বিধিকেই মান্যতা দেবার সিদ্ধান্ত নিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ভবিষ্যতে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ এলে যাতে অসুবিধা না হয়।

রবিবার : অস্বাভাবিক শুল্ক বৃদ্ধির পর এবার আমেরিকায় কাজ

করতে যাওয়া বিদেশিদের এইচ-১ ভিসার ফি বাড়িয়ে করা হল বছরে ১ লক্ষ ডলার। সবথেকে বেশি প্রায় ৫ লক্ষ ভারতীয় এই মুহূর্তে আমেরিকায় কর্মরত। আতঙ্ক বাড়লো তাঁদের।

সোমবার : ভোরের রেডিওর মহিষাসুরমর্দিনী অনুষ্ঠানের সুর

তখনও কানে বাজছে। রেশ কাটেনি পিতৃতর্পনের। তার মধ্যে দুপুরে চারুমার্কেট থানার কাছে দেশপ্রাণ শাসমল রোডের উপরে এক জিমে চলল গুলি। প্রশ্নের মুখে নিরাপত্তা।

মঙ্গলবার : মরক্কো সফরে পিওকে দখল প্রসঙ্গ উস্কে দিলেন

ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। তাঁর কথায়, কোনো গোলা গুলির প্রয়োজন হবে না। পাক অধিকৃত কাশ্মীরের মানুষই একদিন ভারতের সঙ্গে আসার দাবী জানাবে। সে দাবী বাস্তবায়িত হবে খুব শীঘ্রই।

বুধবার : প্রবল বর্ষণে জলমগ্ন কলকাতায় বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়ে মৃত্যু

হল ৮ জনের। লাগোয়া বিষ্ণুপুর ও নরেন্দ্রপুরে একই কারণে মৃত্যু আরও দুজনের। এছাড়াও শহরের বহু জায়গায় মানুষ হয়রান পানীয় জল ও বিদ্যুতের অভাবে। শুরু হয়েছে দায় ঠেলাঠেলি।

বৃহস্পতিবার: লাদাখকে সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিল ভুক্ত করা

এবং পূর্ণ রাজ্যের দাবীতে লাদাখের রাস্তায় হিংসাত্মক রূপ নিল প্রতিবাদ। কেন্দ্রীয় সরকার একে সোনম ওয়াংচুর উস্কানি বললেও প্রাক্তন সেনাকর্তাদের মতে এখনই হস্তক্ষেপ করে একে নির্মূল করা দরকার।

শুক্রবার: একটি আপিল কেসে বাবা মায়ের ভরণপোষণের দায়িত্ব না

নিলে সম্পত্তি থেকে ছেলে মেয়েকে উৎখাত করা যাবে বলে মত সুপ্রীম কোর্টের। ২০০৭ সালে দেওয়া ক্ষমতা বলে প্রবীণ নাগরিকদের জন্য গঠিত ট্রাইবুনালই এই ব্যাপারে নির্দেশ দিতে পারে বলে জানালো শীর্ষ আদালত।

সবজান্তা খবরওয়ালা

শিক্ষা–স্বাস্থ্য জলের তলায়

রক্ষা পেল না ওয়ার্ল্ড হেরিটেজও

ওঙ্কার মিত্র

কলকাতাকে লন্ডন করার স্বপ্ন নিয়ে ক্ষমতায় এসেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। ক্ষমতার অলিন্দে তাঁর উপস্থিতি ১৫ বছর ছুঁই ছুঁই। কলকাতার ক্ষমতায় তাঁর দল রয়েছে আরও বেশি সময়। তবু গত সোম–মঙ্গলবারের রাত দেখিয়ে দিল ১৯৭৮, ১৯৮৬–র কলকাতা বহাল তবিয়তে বিরাজ করছে ২০২৫–এও। শিক্ষার পীঠস্থান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ স্ট্রিটের বইপাড়া থেকে স্বাস্থ্যের ভরসা স্থল এসএসকেএম, আর জি কর, কলকাতা মেডিকেল হাসপাতাল সবই জলের তলায় রইল কয়েকটা দিন। কলকাতার অভিভাবকদের বদান্যতায় দুর্দশার হাত থেকে বাদ গেল না ইউনেসকোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ তকমা পাওয়া কলকাতার দুর্গা পুজোও। থিম পুজোর নামে ব্যবসা ক্ষেত্র হয়ে ওঠা পুজো মণ্ডপগুলি রীতিমতো বিপর্যস্ত, জলে ভেসে গেল লক্ষ লক্ষ টাকা।

শুধু শিক্ষা, স্বাস্থ্য, হেরিটেজ নয়, উৎসবের কলকাতায় জমা জলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ৯ জন নাগরিক প্রাণ দিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন আজকেও কলকাতা কতটা ভয়ঙ্কর। আর যারা জলবন্দী হয়ে বাড়িতে, আবাসনে, ফ্ল্যাটে বেঁচে রইল তারা মরণাপন্ন হল পানীয় জল ও বিদ্যুতের অভাবে। কারণ, জলের লাইন দিনভর ডুবে রইল জলের তলায় আর সিইএসসি নিজেদের গাফিলতি ঢাকতে বন্ধ করে দিল বিদ্যুৎ সরবরাহ। ঝাঁ চকচকে নতুন শহর সল্টলেক, নিউটাউনে তো পুরকর্তা মরণের ভয়ে নিজেই বন্ধ করে অন্ধকারে ডুবিয়ে দিলেন জলে ভরা পথ।

কিন্তু এসব প্রশাসনিক গাফিলতি ও অদক্ষক্ষতার পাশাপাশি সব চেয়ে যেটা দুঃখের তা হল কলকাতাবাসীর এই বিপদের দিনে পাশে থাকলো না কেউ। রাজ্যের প্রধান মুখ্যমন্ত্রী বিপর্যয়ের সব দোষ চাপিয়ে দিলেন বাম আমল আর কেন্দ্রের ঘাড়ে। এরপর দুয়ের পাতায়

জনমনে প্রতিক্রিয়া

বিপর্যয় কি অন্য ইঙ্গিত দিচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবারের দেবীপক্ষের প্রথম রাতে বাঙালির মহা উৎসব দুর্গাপূজার সর্ববৃহৎ অঙ্গণ কলকাতায় বিপুল বৃষ্টিপাতের যে মানচিত্র ফুটে উঠল তা নিয়ে জনমানসে তৈরি হল মিশ্র প্রতিক্রিয়া।

কেউ কেউ একে নিছক নিম্নচাপের বৃষ্টি বলে মেনে নিলেও অনেকের ধারণা মাতৃ পূজার নামে যখন ভক্তি কমছে আর মূর্তি বিকৃতির চল বাড়ছে তখন এই বিপর্যয় আসলে কলকাতার প্রতি প্রকৃতির রোষ। নাহলে বিপর্যয়ের মানচিত্রে টার্গেট হয়ে উঠবে কেন বিশেষ করে থিমের পুজোগুলো। বেঁচে যাবে কেন গ্রামগঞ্জ যেখানে এখনও ভক্তিভরে পুজো পান শ্রীশ্রীচন্ডি বর্ণিত মহিষাসুরমর্দিনী রূপ। মণ্ডপ, আলো, শব্দের কেরামতি ছাপিয়ে যেখানে আজও ভক্তি সবার উপরে। পাশাপাশি প্রকৃত পুজোর মাহাত্ম্য হারিয়ে কলকাতার বেশ কিছু পুজো এখন এক বিগ বিজনেস ইভেন্ট। থিমের নামে যে যত মানুষ টানতে পারবে ততই বাড়বে ব্যবসা। রাস্তার ধার ভরে উঠবে হোর্ডিংএ, স্টল বসবে, উপার্জন বাড়বে পুজো কমিটির আর পুরসভার। গড়ে উঠবে কিছু অস্থায়ী অনুসারী ব্যবসা। মাঝখানে শুধু প্যান্ডেল হপিং, খানাপিনা, মৌজমস্তি, অষ্টমীর অঞ্জলি, সন্ধিপুজো। ব্যস উৎসব শেষ। এবার লাভ–ক্ষতির হিসেবনিকেশ শুরু।

অবশ্য সব ভালোর কিছু মন্দ থাকে। সেই ফর্মুলা মেনে এসব আনন্দের মাঝে কলকাতাবাসীদের বেশ কটাদিন জ্যাম–জট ভোগ করতেই হবে। এরপর দুয়ের পাতায়

রয়েই গেল জিএসটি বিভ্রান্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি : কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে ঘোষণা করেছিলেন, নবরাত্রির প্রথম দিন থেকে দেশজুড়ে জিএসটি কমছে, স্বস্তি আসছে সাধারণ মানুষের। কলকাতায় এসে বলেছিলেন উৎসবের কেনাকাটায় মন দিতে, রসগোল্লা খেতে। আবার প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীর দাবি নস্যাৎ করে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জিএসটি হ্রাসের কৃতিত্ব কেড়ে নেন কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে। বলেন, তাঁর প্রস্তাবের জন্যই নাকি কমেছে জিএসটি। অন্যদিকে, দেশ জুড়ে কর সুবিধার মহিমা প্রচারে খরচা হল কোটি কোটি সরকারি টাকা। জিএসটি হ্রাস হয়ে উঠল রাজনৈতিক ফায়দা কামাবার হাতিয়ার। সাধারণ মানুষের উচ্চাশা উঠলো তুঙ্গে।

অবশেষে সেই দিন এল, কিন্তু স্বস্তি এল কই। এতো প্রচারের ঢাক বাজানো সত্ত্বেও প্রায় এক সপ্তাহ পরও কাটলো না জিএসটি বিভ্রান্তি। দোকান বাজারে গেলে শুনতে হচ্ছে পুরানো দাম বদলানোর নির্দেশ এখনও আসেনি। কোম্পানিগুলি নাকি এখনও পুরানো দামের বদলে নতুন দামের তালিকা পাঠায়নি, কবে আসবে তাও জানেন না দোকানিরা। গুটি কয়েক কোম্পানী ছাড়া জিএসটি হার নিয়ে নির্বিকার রইল কর্পোরেট হাউসগুলো। ফলে প্রথম দিন থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কমার সুবিধা ছুঁতেই পারলো না সাধারণ মানুষকে। এমনকি কমলো না ওষুধের দামও, বরং ছড়িয়ে পড়লো বিভ্রান্তি।

বুকে কান্না চেপে উৎসবে শিল্পাঞ্চল

কল্যাণ রায় চৌধুরী : উত্তর ২৪ পরালার বারাকপুর মুলত জুট মিলাগুলোর জন্যেই শিল্পাঞ্চল হিসেবে পারচিতি লাভ করেছে। একসময় এই বারাকপুর শিল্পাঞ্চলকে ইংল্যান্ডের ম্যাঞ্চেস্টারের সঙ্গে তুলনা করা হত। সেই শিল্পাঞ্চলের জীবন জীবিকা আজ হতাশাক্লিষ্ট। যেখানে বাঙালির শ্রেষ্ট উৎসব এই শারদোৎসবকে রাজ্য জুড়ে উৎসব–মুখরিত করার জন্যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সমস্ত ক্লাব সংঘাটনগুলোকে এবছর এক লক্ষ দশ হাজার টাকা করে অনুদান দিচ্ছেন, সেখানে এই বিস্তীর্ণ শিল্পাঞ্চনের শ্রমিকদের জীবন জীবিকা যেভাবে অন্ধকারাচ্ছেন, তাতে সমগ্র শিল্যাঞ্জন যে এক বৈষম্যের শিকার। এ প্রসঙ্গে বেঙ্গল জুট মিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সম্পাদক অমল সেন বলেন, 'শিল্পাঞ্চলে বিশ্বকর্মা পুজো দিয়েই উৎসব মরশুমের সুচনা হয়। কারণ বিশ্বকর্মা পুজো একান্তভাবেই শ্রমিকদের নিজস্ব উৎসব। এদিন গোটা শিল্পাঞ্চল জুড়ে জনস্রোতের ঢল নামে। ইদানিং সেই দৃশ্য আর চোখে পড়েনা। বিটি রোড আর ঘোষপাড়া রোডের দুপাশ দিয়ে অসংখ্য বন্ধ বল কারখানা কঙ্কালের মত সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই বন্ধের তালিকায় রয়েছে ২০টিরও বেশি কটন মিল।

এরপর দুয়ের পাতায়

নদীপথে চোলাই ঢুকছে নোদাখালিতে

কুনাল মালিক : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত বজবজ ২ নম্বর ব্লকের বুড়ুল থেকে বিড়লাপুর পর্যন্ত হুগলি নদীপথে যে সমস্ত ঘাট আছে সেখানে হাওড়া জেলার শাঁখাভাঙা থেকে নৌকা করে চোলাই ঢুকছে। সূত্রের খবর প্রতিদিন ভোরবেলা থেকে সকাল ১১ টা পর্যন্ত হুগলি নদীপথের বিভিন্ন ঘাটে ঘাটে খুচরো ও পাইকারি দরে চোলাই বিকচ্ছে অবলীলাক্রমে। স্থানীয় মানুষজনরা জানাচ্ছেন যে, হাওড়া জেলার শাঁখাভাঙা থেকে নৌকা করে জনৈক অজয় এবং জনৈক জামাই ও আরেকজন অর্থাৎ ৩ জন মিলে এই চোলাই নিয়ে আসছে। ভোর ৫টা থেকেই বিভিন্ন ঘাটে ঘাটে যারা চোলাই কেনে তারা অপেক্ষা করতে থাকে। তারপর অনেকেই ফোনেও বিভিন্ন ঘাটে ডেকে নিচ্ছে চোলাই বিক্রেতাদের। পুজোর সময় এই প্রবণতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, এখানে পুলিশের কোন নজরদারি নেই। যার ফলে অবাধে বিক্রি হচ্ছে চোলাই। সাধারণ মানুষদের দাবি হুগলি নদীপথে এবং স্থলপথে পুলিশ সাদা পোশাকে নজরদারি চালালেই চোলাই বিক্রেতাদের ধরা সম্ভব হবে। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি বিলিতি মদের দাম বেড়ে যাওয়ায় অনেকেই এখন চোলাইয়ের প্রতি আসক্ত হচ্ছেন।

এরপর দুয়ের পাতায়

সকল পাঠক, বিক্রেতা ও বিজ্ঞাপন দাতাদের আলিপুর বার্তা জানায়

ছুটি

দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে আলিপুর বার্তা পত্রিকার সমস্ত বিভাগ বন্ধ থাকায় ৪ অক্টোবরের সংখ্যা প্রকাশিত হবে না। ১১ অক্টোবর থেকে যথারীতি প্রকাশিত হবে পত্রিকা।

— সম্পাদক

পঞ্চদশ বর্ষ ধরে তুমি নাই
হৃদয়ের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই

তরুণ ভূষণ গুহ

প্রকট : ১৭ নভেম্বর ১৯৩১
অপ্রকট : ৫ অক্টোবর ২০১০

নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতি
ও আলিপুর বার্তা পরিবার

অর্থনীতি

সেল অন রাইজ বাজার

সঞ্জয় দত্ত
শেয়ার বাজার বিশেষজ্ঞ ও মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর

গত সপ্তাহে আমরা লিখেছিলাম ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ সূচক নিফটি এর সম্ভাব্য রেঞ্জ ২৫৮০০ থেকে ২৫ হাজার পর্যন্ত। এখন এই লেখা যখন লিখছি অর্থাৎ বুধবার এই সূচক ২৫ হাজার ১০০ এর কাছাকাছি অর্থাৎ বাজার সম্পর্কে আমরা যা বলেছিলাম তা পুরোপুরি মিলে

গেছে। টেকনিক্যাল চার্ট অনুযায়ী এই সপ্তাহে বাজার যথেষ্ট দুর্বল বিশেষ করে যখনি বাজার উপরের দিকে যাচ্ছে তখনই উপর থেকে সেলিং আসছে। অর্থাৎ টেকনিক্যাল ভাষায় যাকে আমরা বলি 'সেল অন রাইজ মার্কেট'। এই সপ্তাহে বাজার উপরের দিকে ২৫,৫০০ এবং নিচে ২৪,৭০০ এই রেঞ্জের মধ্যে বিচরণ করার সম্ভাবনা। আমরা যদি বড় টাইম ফ্রেমে বাজারকে ধরার চেষ্টা করলে দেখা যাবে সূচকে সাপোর্ট রয়েছে ২৪,৪০০-এর কাছাকাছি। উপরের লেভেলটি ২৪,৮০০-এর কাছাকাছি এবং এতটা যদি বাজার না নামে তবে ২৪৯৩২ তবে ২৫,০০০ স্ট্রং সাইকোলজিকাল লেভেল যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এই সপ্তাহের জন্য। যদি কোন কারণে এটা ব্রেক করে তাহলে আরও ২০০ পয়েন্ট অর্থাৎ ২৪,৮০০ পর্যন্ত আসতে পারে তবে নিশ্চিতভাবে যে লেভেলগুলো বড় হয়েছে সেগুলোকে সমীহ করে। বাজারে ফান্ডামেন্টালি যে বিষয়গুলো রয়েছে এই লেখা এর সময় পর্যন্ত সেগুলো খুব একটা পরিবর্তন হয়নি এবং সবই আলোচনার স্তরে রয়েছে। জিএসটি এর নতুন নির্দেশ নামা কত দূর এফেক্টিভ হতে চলেছে তা বোঝার জন্য আমাদের একটা কোয়ার্টার অপেক্ষা করতে হবে। হলুদ ধাতু নতুন নতুন হাই তৈরি করে এক লাখ ১৪,০০০-এর কাছাকাছি এবং ডলার এর থেকে হলুদ ধাতুর মজুদ পরিমাণ এখন অনেক বেশি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাজারে যত অস্থিরতা বাড়বে এটা সেই নিয়মে আরো উপরের দিকেই যাবে। ভারতবর্ষ এখন উৎসব জ্বর এ আক্রান্ত। সবাইকে শুভ শারদীয়ার শুভেচ্ছা জানাই।

বিপর্যয় কি অন্য ইঙ্গিত দিচ্ছে

প্রথম পাতার পর

নিজের বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে আটকে বা ঘুরিয়ে দিলে কিছুই বলা যাবে না। বাড়ির মুখ বিজ্ঞাপনে ঢেকে গেলেও মুখ বুজে সহ্য করতে হবে। দৃশ্যদূষণ, শব্দদূষণের প্রশ্ন এখানে অবান্তর। একদিন হয়তো কেউ বলে উঠবেন, জানেন তো বাইরে জনজোয়ারের ব্যবসা চলছে। কদিন বাড়ি থেকে না বেরোলেই হয়।

কিন্তু এভাবে আর কতদিন! দুর্গতিনাশিনী মা সকলের জন্য মঙ্গলময়। পঞ্জিকা মতে দেবীর আগমন শুভ ফলদায়ক গজে হলেও অনেকের মতে আসার পথে ইঙ্গিত দিয়ে রাখলেন ভবিষ্যতের ঝড়ের। সেই ঝড়ে হয়ত সব অনাচার মুছে গিয়ে ফের প্রতিষ্ঠিত হবে অকাল বোধনের মহিমা। দেবীর আগমন শুভ হলেও দোলায় গমন সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছে। দোলায়াং মড়কং ভবেৎ, ফল মহামারী, ভূমিকম্প, খরা, অতিমৃত্যু, সমাজে বিশৃঙ্খলা। পঞ্জিকা মতে গমনের ফল যদি সত্যি বাস্তবায়িত হয় তবে মহাপুজোর পরেও রক্ষা পাওয়া কঠিন হবে। পরিত্রাণ পেতে আশ্রয় নিতে হবে সেই ভক্তিতেই।

রক্ষা পেল না ওয়ার্ল্ড হেরিটেজও

প্রথম পাতার পর

মৃত্যুর দায় চাপালেন সিইএসসির উপরে। কলকাতার মহানাগরিক ভরা গঙ্গা, ব্যাকফ্লো, এ বৃষ্টিপাত অচেনা বলে আত্মসমর্পন করলেন প্রকৃতির কাছে। অনুরোধ করলেন, কেউ আজ বাইরে বেরোবেন না। মেয়রই শেষ নয়, কম যান না তাঁর দোসরও। মহানগরের নিকাশির দায়িত্বে থাকা মেয়র পারিষদ জানিয়ে দিলেন অল্প সময়ে বেশি বৃষ্টি হলে জল জমা আটকানো যাবে না। তাঁর মতে শহর জুড়ে ছড়িয়ে থাকা খোলা বিদ্যুতে যাদের মৃত্যু হয়েছে তারা জেনে শুনে পথে নেমে আত্মহত্যা করেছেন।

এদের তো তবু মুখ দেখা গেল, সেচমন্ত্রী তো কোথায় যেন গায়েব হয়ে গেলেন দিনভর। দু-একটা মন্তব্য ছাড়া খুঁজে পাওয়া গেল না বিরোধীদেরও। এভাবেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া হতভাগ্য করদাতা নাগরিকদের দায় নিয়ে রাজনৈতিক বিবৃতি-পাল্টা বিবৃতি বুঝিয়ে দিল কলকাতাবাসীর ভাগ্য বাঁধা নিয়তির হাতে। তাই কয়েকদিন ধরে নিম্নচাপের পূর্বাভাস থাকলেও কলকাতা পুরসভা ও সরকারের কন্ট্রোল রুম জেগে উঠল ঘটনা ঘটে যাবার পর যন্ত্রনার জলছবি দেখা ও মৃত্যুর সংখ্যা গোনার জন্য।

এভাবেই মুখ্যমন্ত্রীর লন্ডনের স্বপ্ন মিলিয়ে গেল সময়ের গর্ভে। তাহলে কলকাতার উন্নয়নের জন্য পাওয়া কোটি কোটি টাকা কোথায় গেল? এত বছর ধরে কলকাতার নিকাশিকে ভারী বৃষ্টির উপযোগী করে তোলা গেল না কেন? গঙ্গার পলি ও পাড় আজও সাফ হল না কাদের গাফিলতিতে? কেন বুজে যাচ্ছে আর দখল হয়ে যাচ্ছে নিকাশী খালগুলো? সল্টলেক নিউটাউন তো নতুন শহর, তাহলে সেখানে এত জল জমে কেন? কেন একের পর এক জলাভূমি অবাধে চলে যাচ্ছে প্রমোটারদের কব্জায়? কেন বিদ্যুত ও কেবলের তার নিয়ে যথেচ্ছাচার চলছে কলকাতা জুড়ে? এসব প্রশ্ন নিয়ে পথে ঘাটে নেমে যাদের আন্দোলন, প্রতিবাদে ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা সেই বিরোধীরা টিভিতে গলা ফাটিয়েই খালাস। কাউকেই দেখা গেল না মানুষের কথা বলতে, পথে নামতে। তাঁদের কেউ কেউ পুজোর উদ্বোধন নিয়ে পাল্টা রাজনীতিতে ব্যস্ত। আর কেউ কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ফলে কলকাতাকে নিয়ে এত অরাজকতার মধ্যেও ভাষা পেল না মানুষের ক্ষোভ। একদিকে বেপরোয়া শাসক আর অন্যদিকে নেতিয়ে পড়া বিরোধী। দুয়ের মাঝে অসহায় বিপন্ন মানুষ।

উৎসবে শিল্পাঞ্চল

প্রথম পাতার পর

যার মধ্যে আছে উইসকো, হিমানি, চিটানগড় পেপার মিলস, ন্যাশনাল রাবার, হিন্দুস্থান লিভার সহ ২৪টি জুট মিলের অধিকাংশই বন্ধ। তবে এখন পাটের মরশুমের জন্য কয়েকটি জুট মিল খুললেও শ্রমিকদের কপালে ছিকে ছেঁড়েনি। কারন যে জুটমিলগুলো চালু আছে, সেখানে সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক হল নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। মোহিনী জুট মিলের জমি নিয়ে চলছে প্রোমোটারদের দড়ি টানাটানি। এক একটিতে দুই-তিন হাজার শ্রমিক কাজ করলেও কোনও স্থায়ী শ্রমিক নেই। এরা মূলতঃ কাজ করে স্বীকৃতিহীন, অধিকার বিহীন শ্রমিক হিসেবে। গোন্দল পাড়া জুট মিল প্রায় ছয় বছরের উপর বন্ধ। ২০১৭ সাল থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে প্রায় ৪০০ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। বহু জুট মিল মালিকরা লোকসানের অজুহাতে কারখানা বন্ধ করে প্রোমোটিং ব্যবসায় ঝুঁকে পড়ছেন।

উৎসবের আনন্দেও তাই ভাঁটা পড়েছে শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকদের জীবন-জীবিকাতে। রাজ্যের প্রায় আড়াই লক্ষ শ্রমিক ও চল্লিশ লক্ষ পাটচাষিদের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক। চটকল শ্রমিকদের বোনাসও যথেষ্ট কম। ২০১৪ সালে বোনাস যে সিলিং হয়েছে, সেই সিলিং এখনও বহাল। শুধু বাঙালি সংস্কৃতির ট্রাডিশন বজায় রেখে বুকে কান্না চেপে শারদোৎসবে শামিল শিল্পাঞ্চল।'

সিপি আই (এম)-এর উত্তর ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য এবং রাজ্য কমিটির সদস্য নেপালদেব ভট্টাচার্য বলেন, 'শিল্পাঞ্চল ধুঁকছে। শিল্পাঞ্চলের মেরুদন্ডই হল জুটমিল। প্রায় ২৫টি জুটমিল রয়েছে উত্তর ২৪ পরগণা জেলাতে। এখন পাটের মরশুম বলে কয়েকটা খোলা আছে। কিন্তু হটাৎ হটাৎ করে যে কোনও সময় তা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। কেন্দ্রিয় সরকার পাটজাত দ্রব্যের বরাত কমানোয় উৎপাদনও কমে যাবে। ফলে সমস্র জুট ইন্ডাস্ট্রির উপর এর এভার পড়বে। ফলে বারাকাপুর শিল্পাঞ্চলের কাছে এটা দুর্বিসহ।' বিজেপির বারাকপুর শিল্পাঞ্চল সাংগঠনিক জেলার নেতৃত্ব মানস দে বলেন, 'বারাকপুর শিল্পাঞ্চল শ্রমিকদের পরিস্থিতি ভাল নয়। শাসকদল শিল্পাঞ্চল প্রসঙ্গে যে উন্নয়নমূলক কথা বলে, তা শুধুই লোক দেখানো। আসলে শ্রমিকদের চোখের জল মোছাবার মত কেউ নেই।'

জেনে রাখা দরকার

ভারতীয় নৃত্যকলা

অসংখ্য নৃত্যধারার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় এই দেশে। অঞ্চল ভেদে যেমন নৃত্যধারায় বৈচিত্র্য রয়েছে তেমনই জনগোষ্ঠী ভেদেও নৃত্যধারার পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এক-একটি নৃত্যধারা এক-একটি অঞ্চলের বা জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বহন করে।

ভারতীয় নৃত্যধারাগুলিকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়- ধ্রুপদি নৃত্যকলা ও লোকনৃত্য। ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রে নৃত্যধারার যে সূত্র উল্লেখিত আছে তার সঙ্গে যে নৃত্যধারাগুলির সঙ্গতি রয়েছে সেগুলিকে ধ্রুপদি নৃত্যকলা বলা হয়। সম্প্রতি ভারতীয় সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি ৮ টি নৃত্যধারাকে ধ্রুপদি আখ্যা দিয়েছে। সেগুলি হল- ভরতনাট্যম, কথক, কথাকলি, কুচিপুড়ি, মণিপুরি, মোহিনীআট্রম, ওডিশি এবং সাত্রিয়া।

ধ্রুপদি ভারতীয় নৃত্যধারার শিকড় রয়েছে প্রাচীন হিন্দু সাঙ্গীতিক নাটক নাট্য'র মধ্যে। নাট্যর তত্ত্ব গ্রন্থিত রয়েছে ভরত মুনির নাট্য শাস্ত্র-এ। নাট্য শাস্ত্র অনুযায়ী, তিন ধরনের নৃত্যধারা হয়।

মন্দিরের মধ্যে, ধর্মীয় আচার মেনে যে নৃত্যধারা, তাকে বলা হয় আগামা নর্তনম। এটি আধ্যাত্মিক নৃত্যধারা। রাজ দরবারের নৃত্যধারা হল কর্ণাটকম, এটির সঙ্গে ধ্রুপদি সঙ্গীত বাজানো হয়। এই দুটি নৃত্যধারার বাইরে মন্দিরের বাইরের প্রাঙ্গণে, সাধারণ মানুষের জন্য যে নৃত্যধারা, তাকে বলা হয় দরবারি আট্রম।

নাট্য বলতে শুধু নৃত্য বোঝায় না, এর সঙ্গে সঙ্গীত ও অভিনয় জড়িয়ে থাকে। সবকটি ভারতীয় ধ্রুপদি নৃত্যধারায় এই তিনটি দেখা যায়। ভারতীয় ধ্রুপদি নৃত্যধারার আরেকটি বৈশিষ্ট্য মুদ্রা। হাতের বিভিন্ন ভঙ্গি এক ধরনের সাংকেতিক ভাষার কাজ করে। ৮টি ভারতীয় ধ্রুপদি নৃত্যধারার মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন দুটি হল ভরতনাট্যম ও ওডিশি। এই দুটি নৃত্যধারার উৎস আগামা নর্তনম। বাকি ৬ টি নৃত্যধারা তুলনায় আধুনিক দরবারি আট্রম। মোগল যুগে কথক নৃত্যধারাটি পায়সি-সহ বিভিন্ন নৃত্যধারায় প্রভাবিত হয়েছিল।

ভরতনাট্যম

এই নৃত্যধারার উৎস ভরত মুনির নাট্যশাস্ত্র। প্রাচীনকালে দাসি আট্রম নামে পরিচিত এই নৃত্যধারাটি দক্ষিণের বিভিন্ন মন্দিরে কর্ণাটকি সঙ্গীতের দেবদাসীরা পরিবেশন করতেন। বিভিন্ন মন্দিরে এই নৃত্যের বিভিন্ন ভঙ্গিমার ভাস্কর্য দেখা যায়। ষোড়শ উপচারের একটি নৃত্য ও গীত।

ভরতনাট্যমকে অগ্নি নৃত্য বলে মনে করা হয়। হিন্দু বিশ্বাস মতে মানুষের অন্তস্থিত অগ্নির রূপ প্রকাশিত হয় এই নৃত্যে। ভরতনাট্যম নৃত্যশিল্পী নাচের বিভিন্ন ছন্দে অগ্নিশিখার রূপ প্রকাশ করেন।

মধ্যযুগে স্থানীয় রাজারা রাজদরবারে এই নৃত্য পরিবেশনের ব্যবস্থা চালু করেন, প্রচলিত হয় এক নতুন নৃত্যপরিবেশক-রাজনর্তকী। দেবদাসীর ভক্তির জায়গা ধীরে ধীরে গ্রহণ করে রাজনর্তকীর আমোদ পরিবেশনের উপকরণ, পরিবর্তন ঘটে নৃত্যশৈলীর।

উনবিংশ শতাব্দীতে ভরতনাট্যমকে নতুন সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করেন তাঞ্জোর (বর্তমান থাঞ্জাভুর) চতুষ্টয়। ভরতনাট্যমের বর্তমান কাঠামোটির পিছনে রয়েছে এই চার ভাই- চিন্নাইয়া, পোন্নাইয়া, ভাদিভেলু ও শিবনন্দন। মারাঠি রাজা দ্বিতীয় সারাবোজির অনুগ্রহ পেয়েছিলেন তাঞ্জোর চতুষ্টয়। এই চার ভাইয়ের উত্তরসূরিরা ছিলেন প্রকৃত নাটভানার বা ভরতনাট্যম শিক্ষক। দক্ষিণ ভারতে হিন্দু রাজ্যগুলি একে একে ভেঙে পড়লে ভরতনাট্যম নৃত্যধারার অবনমন ঘটে।

ভরতনাট্যমকে আবার পুনরুজ্জীবিত করে তোলেন রুক্মিনী দেবী এবং ইকৃষ্ণ আইয়ার। রুক্মিনী দেবী কলাক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করেন ১৯৩৬ সালে। রুক্মিনী দেবী এক সময় এই নৃত্যধারার গঠন-পদ্ধতিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে দেন। সেগুলি হচ্ছে: আলারিপু জাতিস্মরম, শব্দম, বর্ণম, পদম, জাভালিস এবং সর্বশেষটি হচ্ছে তিলানা। ভরতনাট্যমের পুনরুজ্জীবনে রুক্মিনী দেবীই প্রথম কয়েকজন পুরুষকে দিয়ে ভরতনাট্যম নৃত্য পরিবেশন করান। তার আগে ভরতনাট্যম নৃত্য পরিবেশন করার অধিকার ছিল শুধু নারীর। পুরুষরা শুধুমাত্র নাটুভানার বা নৃত্য শিক্ষক হতে পারতেন। রুক্মিনী দেবীর সঙ্গে সঙ্গে আরও একজনের নাম অবশ্যই স্মরণীয়, তিনি হচ্ছেন বালা সরস্বতী। যদিও এই দুজনের মধ্যে কয়েকটি নৃত্যশৈলী নিয়ে প্রবল মতবিরোধ ছিল।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ১২০ অফিসার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া অফিসার, গ্রেড-বি (ডি.আর.) জেনারেল, অফিসার, গ্রেড-বি (ডি.আর.) ডি.ই.পি.আর.ও অফিসার, গ্রেড-বি (ডি.আর.)- (ডি.এস.আই.এম.) পদে ১২০ জন লোক নিচ্ছে। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য: অফিসার, গ্রেড-বি (ডি.আর.) (জেনারেল): মোট অন্তত ৬০% (তপশিলী ও প্রতিবন্ধী হলে ৫০%) নম্বর পেয়ে যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েট বা, মোট অন্তত ৫৫% (তপশিলী ও প্রতিবন্ধী হলে সাধারণভাবে পাশ) নম্বর পেয়ে যে কোনো শাখার পোস্ট-গ্র্যাজুয়েটরা আবেদন করতে পারেন। মূল মাইনে: ৫৫,২০০-৯৯,৭৫০ টাকা। শুরুতে ২ বছর প্রবেশন। শূন্যপদ : ৮৩টি (জেনাঃ ৩৫, ও.বি.সি. ১৯, তঃজাঃ ১৫, তঃউঃজাঃ ৬, ই.ডব্লু.এস. ৮)।

অফিসার, গ্রেড-বি (ডি.আর.) ডি.ই.পি.আর অর্থনীতি, কোয়ান্টিটেটিভ ইকনমিক্স, ম্যাথমেটিক্যাল ইকনমিক্স, ফিনান্সিয়াল ইকনমিক্স, বিজনেস ইকনমিক্স, অ্যাগ্রিকালচারাল ইকনমিক্স, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকনমিক্সের পোস্ট-গ্র্যাজুয়েটরা মোট অন্তত ৫৫% (তপশিলী ও প্রতিবন্ধী হলে ৫০%) নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন।

ইকনমিক্স বা, ফিনান্স স্পেশালাইজেশন হিসাবে নিয়ে এম.বি.এ. /পি.জি.ডি.এম. কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৫৫% (তপশিলী ও প্রতিবন্ধী হলে ৫০%) নম্বর পেয়ে থাকলেও যোগ্য। অর্থনীতির মাস্টার ডিগ্রি কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৫৫% (তপশিলী ও প্রতিবন্ধী হলে ৫০%) নম্বর পেয়ে থাকলেও যোগ্য।

গবেষণা বা, শিক্ষকতার কাজে অভিজ্ঞতা ও নামি জার্নাল প্রকাশনায় দক্ষতা থাকলে অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসাবে ধরা হবে। মাইনে ওপরের মতো। শূন্যপদ ১৭টি (জেনাঃ ৬, ও.বি.সি. ২ তঃজাঃ ৪, তঃউঃজাঃ ৪, ই.ডব্লু.এস. ১)।

অফিসার, গ্রেড-বি (ডি.আর.) ডি.এস.আই.এম. স্ট্যাটিস্টিক্স, ম্যাথমেটিক্যাল স্ট্যাটিস্টিক্স, ম্যাথমেটিক্যাল ইকনমিক্স, ইকোনমেট্রিক্স, স্ট্যাটিস্টিক্স অ্যান্ড ইনফর্মেটিক্স, অ্যাপ্লায়েড স্ট্যাটিস্টিক্স অ্যান্ড ইনফর্মেটিক্সের পোস্ট-গ্র্যাজুয়েটরা মোট অন্তত ৫৫% (তপশিলী ও প্রতিবন্ধী হলে ৫০%) নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন।

ডাটা সায়েন্স, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, মেশিন লার্নিং, বিগ ডাটা অ্যানালিটিক্সের মাস্টার ডিগ্রি কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৫৫% (তপশিলী ও প্রতিবন্ধী হলে ৫০%) নম্বর পেয়ে থাকলেও আবেদনের যোগ্য। মোট অন্তত ৬০% নম্বর পেয়ে স্ট্যাটিস্টিক্স, ম্যাথমেটিক্যাল স্ট্যাটিস্টিক্স, অ্যাপ্লায়েড স্ট্যাটিস্টিক্স, কোয়ান্টিটেটিভ ইকনমিক্স, ইকনোমেট্রিক্স, ইনফর্মেটিক্স, ডাটা সায়েন্স, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, মেশিন লার্নিং বা, বিগ ডাটা অ্যানালিটিক্সের ৪ বছরের ডিগ্রি কোর্স পাশরাও যোগ্য।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রি থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন। গবেষণা বা, শিক্ষকতার কাজে অভিজ্ঞতা ও নামি জার্নাল প্রকাশনায় দক্ষতা থাকলে অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসাবে ধরা হবে। মাইনে ওপরের মতো। শূন্যপদ: ২০টি (জেনাঃ ১০, ও.বি.সি. ৩, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ৪, ই.ডব্লু.এস. ১)।

ওপরের সব ক্ষেত্রে বয়স হতে হবে ১-৯-২০২৫-এর হিসাবে ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে, অর্থাৎ জন্ম-তারিখ হতে হবে ২-৯-১৯৯৫ থেকে ১-৯-২০০৪এর মধ্যে। ও.বি.সি. সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা ৩ বছর, তপশিলীরা ৫ বছর, প্রতিবন্ধীরা ১০ (ও.বি.সি. হলে ১৩, তপশিলী হলে ১৫) বছর বয়সে ছাড় পাবেন। যারা এম.ফিল. বা, ডক্টরেট করছেন, তারা যথাক্রমে ২ ও ৪ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক বা, আর্থিক প্রতিষ্ঠানে অফিসার হিসাবে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকলে সর্বোচ্চ ৩ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। সাধারণ প্রার্থীরা ৬ বার এই পরীক্ষা দিতে পারবেন। তপশিলী, ও.বি.সি., ই.ডবু.এস. ও প্রতিবন্ধীদের বেলায় বয়সের কোনো কড়াকড়ি নেই। মূল মাইনে ৭৮,৪৫০- ১,৪১,৬০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার সার্ভিসেস বোর্ড। সব পদের বেলায় প্রথমে অনলাইন পরীক্ষা হবে। প্রথম পর্যায়ের পরীক্ষা - হবে পূর্ব ভারতে এইসব কেন্দ্রে: কলকাতা, গ্রেটার কলকাতা, আসানসোল, শিলিগুড়ি, কল্যাণী, হুগলি।

অফিসার, গ্রেড-বি (ডি.আর.) জেনারেল পদের বেলায় প্রথম পর্যায়ের পরীক্ষা হবে ১৮ অক্টোবর। দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্রের পরীক্ষা হবে ৬ ডিসেম্বর।

ডি.ই.পি.আর. আর গ্রেড-বি (ডি.আর.) ডি.এস.আই.এম. পদের বেলায় প্রথম পর্যায়ের পরীক্ষা হবে ১৯ অক্টোবর। ডি.পি.ই.আর. ও ডি.এস.আই.এম. পদের বেলায় দ্বিতীয় পর্যায়ের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্রের পরীক্ষা হবে ৭ ডিসেম্বর। সব পর্যায়ের পরীক্ষার সিলেবাস ওয়েবসাইটে পাবেন। সফল হলে ইন্টারভিউ। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: www.rbi.org.in এজন্য বৈধ একটি ই-মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাসপোর্ট মাপের ফটো, সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ৮৫০ (তপশিলী ও

প্রতিবন্ধী হলে ১০০) টাকা ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ে জমা দেবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর আর ফটো ও সিগনেচার আপলোড করার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

নদীপথে চোলাই ঢুকছে নোদাখালিতে

প্রথম পাতার পর

এর ফলে যে কোন সময় মানুষজন পূর্বেও যেমন হয়েছে বিষাক্ত চোলাই মদ খেয়ে প্রাণের আশঙ্কা দেখা দিতে পারে। এখনই প্রশাসনকে তৎপর হতে হবে এ ব্যাপারে। বছর দুয়েক আগেও এভাবে চোলাই বিক্রি হত হুগলি নদীপথে। তখন আবগারি দপ্তর এবং স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন তৎপর হতে সেই চোলাই বিক্রি কিছুদিন বন্ধ ছিল। সঙ্গে সঙ্গে হাওড়া জেলার শাঁখাভাঙ্গায় যেখানে চোলাই উৎপাদন হয় সেখানের পুলিশ প্রশাসনকেও তৎপর হতে হবে।

OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER WEST BENGAL
21, N. 5. ROAD, KOLKATA-700001
Email ID: ceo-election-wb@nic.in

Show-Cause Notices to the Registered Unrecognized Political Parties (RUPP)

Show-Cause Notices have been issued to the following Registered Unrecognized Political Parties (RUPPs) as to why the parties shall not be delisted by the Election Commission of India for the reasons mentioned in the notices mentioned below. The Notices can also be availed on the website of the Chief Electoral Officer, West Bengal (https://ceowestbengal.nic.in/). The reply against the Notice shall be submitted with the Chief Electoral Officer, West Bengal by 08.10.2025. Hearing has also been fixed on this matter on 09.10.2025 at the Office of the Chief Electoral Officer, West Bengal, 21 N.S. Road, Kolkata- 700001 as per the schedule mentioned below. The hearing shall mandatorily be attended by the President/ General Secretary/ Head of the Party with identity documents. If no response is received from the party by the aforesaid dates, it shall be presumed that the party has nothing to say in the matter and the Commission may pass appropriate order without any further reference to the party.

Sl. No.	Name of the Party	Notice no. and date	Hearing Schedule
1.	Rashtriya Janadhikar Suraksha Party	No. 3449- Home (Elec) dated 19th September	On 09.10.2025 (Thursday) at 04.00 PM.
2.	Rashtriya Janasachetan Party (R.J.P.)	No. 3450-Home (Elec) dated 19th September	On 09.10.2025 (Thursday) at 04.30 PM.

By order
Chief Electoral Officer, West Bengal

সাপ্তাহিক রাশিফল

দেবব্রত শাস্ত্রী
যোগাযোগ : ৯০০৭৩১২৫৬৩

২৭ সেপ্টেম্বর – ০৩ অক্টোবর, ২০২৫

মেষ রাশি : এই সপ্তাহে মেষ রাশির জাতকরা শক্তি এবং উৎসাহে ভরপুর থাকবেন। কর্মক্ষেত্রে নতুন সুযোগ আসতে পারে এবং পুরনো কোনও প্রকল্প সম্পন্ন করার সময় এসেছে। আর্থিক বিষয়ে তাড়াহুড়ো করে বিনিয়োগ এড়িয়ে চলুন। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সত্য কথা বললে ভুল বোঝাবুঝি দূর হবে। স্বাস্থ্যের জন্য, আপনার রুটিনে ব্যায়াম এবং যোগব্যায়াম অন্তর্ভুক্ত করুন।

বৃষ রাশি : এই সপ্তাহে, বৃষ রাশির জাতকরা স্থিতিশীলতা এবং ভারসাম্য খুঁজে পাবেন। দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত কাজগুলি সম্পন্ন হতে পারে এবং আর্থিক লাভের ইঙ্গিত রয়েছে। পরিবারের সাথে সময় কাটান। অবিবাহিত ব্যক্তিরা ভালো সঙ্গী খুঁজে পেতে পারেন। স্বাস্থ্যের জন্য, আপনার খাদ্যাভ্যাসের দিকে মনোযোগ দিতে হবে।

মিথুন রাশি : এই সপ্তাহটি মিথুন রাশির জাতকদের জন্য নতুন ধারণা এবং সামাজিক সংযোগে পূর্ণ। কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব আসবে। লেখালেখি, মিডিয়া এবং যোগাযোগের সাথে জড়িতরা উপকৃত হবেন। বুদ্ধিমানের সাথে বিনিয়োগ করুন। আপনার প্রেমের জীবনে আকর্ষণ বৃদ্ধি পাবে, তবে আপনার আবেগ পরিষ্কার রাখুন। যোগব্যায়াম/ধ্যানের মাধ্যমে মানসিক চাপের ভারসাম্য বজায় রাখুন।

কর্কট রাশি : কর্কট রাশির জাতক জাতিকারা এই সপ্তাহে মানসিক এবং পারিবারিক বিষয়ে ব্যস্ত থাকবেন। কাজের চাপ এবং ব্যয় বাড়তে পারে। নতুন প্রকল্প শুরু করার সুযোগ পেতে পারেন। সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রত্যাশা বৃদ্ধি পাবে, তাই ধৈর্য ধরুন। স্বাস্থ্যের জন্য, হজম এবং ঘুমের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিন।

সিংহ রাশি : সিংহ রাশির জাতক জাতিকারা এই সপ্তাহে আত্মবিশ্বাস এবং নেতৃত্বের দক্ষতায় ভরপুর থাকবে। নতুন ক্যারিয়ারের সুযোগ এবং স্বীকৃতির সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায়িক সম্প্রসারণের সম্ভাবনা রয়েছে। প্রেম জীবন ভালো থাকবে, তবে অহংকার এড়িয়ে চলুন। স্বাস্থ্যের দিক থেকে, আপনার হৃদয় এবং রক্তচাপের দিকে মনোযোগ দিন।

কন্যা রাশি : এই সপ্তাহটি আপনার কাজ এবং জীবনযাত্রার উন্নতির জন্য ভালো হবে। আপনার চাকরি এবং ব্যবসায় উন্নতির সুযোগ তৈরি হবে। বিদেশ বা উচ্চশিক্ষার মতো ক্যারিয়ারের সুযোগ আসতে পারে। বুদ্ধিমানের সাথে বিনিয়োগ করুন। আপনার প্রেমের জীবনে যোগাযোগ বৃদ্ধি করুন। স্বাস্থ্যের জন্য, আপনার হজমশক্তি উন্নত করা এবং ফোনের স্ক্রিন টাইম কমানো উপকারী হবে।

তুলা রাশি : এই সপ্তাহটি তুলা রাশির জাতকদের জন্য অংশীদারিত্ব এবং ভারসাম্যের বিষয়। চাকরিজীবীদের জন্য স্থানান্তর, পদোন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। দলগত কাজ লাভজনক হবে। ছোট আয়ের সুযোগ তৈরি হবে। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ধৈর্য এবং বোঝাপড়া অপরিহার্য। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

বৃশ্চিক রাশি : বৃশ্চিক রাশির জাতক জাতিকারা এই সপ্তাহে তাদের কঠোর পরিশ্রমের পূর্ণ ফল পাবেন। চাকরিজীবীদের জন্য স্থানান্তর, পদোন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক কাজে আগ্রহী হবেন। ব্যয় বৃদ্ধি পেতে পারে, তাই ভারসাম্য বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ। আপনি পরিবারে সম্মান এবং সমর্থনও পাবেন।

ধনু রাশি : ধনু রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি ভ্রমণ, শিক্ষা এবং নতুন জ্ঞানে পরিপূর্ণ। বিদেশ বা উচ্চশিক্ষার মতো ক্যারিয়ারের সুযোগ আসতে পারে। প্রেমের সম্পর্কে নতুন অভিজ্ঞতার উদ্ভব হবে। প্রেমময় জীবন উত্তেজনায় ভরপুর থাকবে, তবে অতিরিক্ত স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা দ্বন্দ্বের দিকে নিয়ে যেতে পারে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে, আপনার পা এবং হজমের দিকে মনোযোগ দিন।

মকর রাশি : এই সপ্তাহটি মকর রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য শৃঙ্খলা এবং দায়িত্বের মাধ্যমে ক্যারিয়ারের উন্নতির জন্য। পদোন্নতি বা নতুন কোনও ভূমিকা সম্ভব, তবে আপনার কাজের চাপ বৃদ্ধি পাবে। পারিবারিক সহায়তা পাওয়া যাবে, তাই সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখুন। আপনার হাড় এবং পেশীগুলির যত্ন নিন।

কুম্ভ রাশি : এই সপ্তাহটি কুম্ভ রাশির জাতকদের জন্য নতুন চিন্তাভাবনা এবং সামাজিক যোগাযোগে পূর্ণ। ক্যারিয়ারের নতুনত্ব এবং ফ্রিল্যান্স কাজ সুবিধা বয়ে আনবে। প্রেমের সম্পর্কে নতুন অভিজ্ঞতার উদ্ভব হবে। মানসিক দূরত্ব এড়িয়ে চলুন। স্বাস্থ্যের জন্য, আবহাওয়া পরিবর্তনের বিষয়ে সতর্ক থাকুন। স্বাস্থ্যের যত্ন নিন ফোনের স্ক্রিন টাইম কমালে উপকার হবে।

মীন রাশি : মীন রাশির জাতক জাতিকারা এই সপ্তাহে সংবেদনশীলতা এবং আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ থাকবেন। সৃজনশীল প্রচেষ্টায় সাফল্য আসবে। আপনার প্রেম জীবন আরও গভীর হবে। বিদেশ বা উচ্চশিক্ষার মতো ক্যারিয়ারের সুযোগ আসতে পারে। অ্যালার্জি এবং শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা এড়িয়ে চলুন। ধ্যান আপনার মনকে শান্ত করবে।

শব্দবার্তা ৩৬২

১	■	■	২		৩		
	■	■		■		■	■
৪				■		■	■
	■	■	■	■	৫		৬
৭		৮	■	■	■	■	
■	■		■	৯			
■	■		■		■	■	
১০					■	■	

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

২। শারদোৎসবের এক তিথি ৪। প্রয়োজন ৫। বিষ্ণু ৭ পাখি ৯। বায়না, অসংযত অনুরোধ ১০ হুঁশিয়ারি।

উপর–নীচ

১। মনের প্রবৃত্তি বা প্রবণতা দমন ২। দুর্গা ৩। গভর্ণমেন্ট ৬। লাল আলু ৮। ব্যবসা ৯। যত্ন, খাতির।

সমাধান : ৩৬১

পাশাপাশি : ১। সংবিধান ৪। জল্লাদ ৬। ইতু ৮। লহর ৯। কুবিধা ১১। তাক ১৩। মঞ্জুর ১৫। গরহাজির

উপর–নীচ : ১। সরাই ২। বিবি ৩। নজর ৫। দণ্ডবিধাতা ৭। তুলকালাম ১০। উরগ ১২। কহ্লার ১৪। ডাহা

জেলায় জেলায়

বেহাল রাস্তায় নাজেহাল ঝড়খালি

নিজস্ব প্রতিনিধি : পুজোর মুখে বেহাল রাস্তায় নাজেহাল সুন্দরবনের ঝড়খালির মানুষ। সুন্দরবনের অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র বাসন্তী ব্লকের ঝড়খালি। প্রতিবছর হাজার হাজার পর্যটক বেড়াতে আসেন এখানে। ঝড়খালিকে পর্যটকদের কাছ আকর্ষণীয় করে তুলতে নানাভাবে চেষ্টা চালাচ্ছে রাজ্য সরকার। এখানেই তৈরি হয়েছে সুন্দরবন ওয়াইল্ড অ্যানিমেল পার্ক। অথচ, ঝড়খালির হেড়োভাঙা বিদ্যাসাগর বিদ্যামন্দির স্কুল মোড় থেকে ঝড়খালি কোস্টাল থানা হয়ে জেটিঘাট পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ৪ কিলোমিটার রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। পিচের রাস্তায় তৈরি হয়েছে বড় বড় গর্ত। সেখান দিয়ে যাওয়া আসা করতে হিমশিম খাচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পর্যটনের ভরা মরশুম শুরু হওয়ার আগে রাস্তায় এই শোচনীয় অবস্থার জন্য উদ্বিগ্ন হোটেল মালিক এবং যাঁরা এর মাধ্যমেই জীবিকা নির্বাহ করেন। হোটেল কর্মী, রাঁধুনি, পরিবহণকর্মী মিলিয়ে কয়েক হাজার মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পর্যটন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। রাস্তার অবস্থা দেখে তারা প্রত্যেকেই চিন্তিত। তাদের অনেকেরই আশঙ্কা, রাস্তা খারাপ থাকলে পর্যটকরা ঝড়খালিতে আসতে চাইবেন না। তাতে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। স্থানীয় এক হোটেল মালিক বলেন, 'সুন্দবনের পর্যটন দাঁড়িয়ে রয়েছে ঝড়খালির উপরে। কিন্তু রাস্তা যদি ভালো না হয়,কেউ এখানে আসতে চাইবে না। প্রশাসনের বিষয়টা দেখা উচিত। কারণ, সুন্দরবনের বহু মানুষ পর্যটনের উপরে নির্ভরশীল। স্থানীয় টোটো চালক তপন সর্দার বলেন, 'দেশ–বিদেশ থেকে পর্যটকরা ঝড়খালিতে ঘুরতে আসেন। কিন্তু বিগত কয়েক বছর ধরেই রাস্তাটি মেরামত হয়নি। এবার বর্ষায় রাস্তাটা এতটাই খারাপ হয়ে গিয়েছে, পর্যটক

পর্যটন সংস্থার কর্তারা। স্থানীয়দের অভিযোগ, রাস্তায় গর্ত হয়ে থাকায় বৃষ্টি হলেই তাতে জল জমে যায়। তার উপর দিয়ে যেতে গিয়ে মাঝে মধ্যেই দুর্ঘটনা ঘটছে। গর্তে পড়ে গিয়ে অনেক সময় সাইকেল উল্টে জখম হচ্ছে স্কুলের পড়ুয়ারা। যানবাহনেরও ক্ষতি হচ্ছে। তাই অবিলম্বে রাস্তা সারাইয়ের দাবি জানিয়েছেন এলাকার মানুষ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুধু ঝড়খালিতেই মোট ৩৫টি হোটেল, রিসর্ট, হোম স্টে রয়েছে। পর্যটকদের জন্য অনেক খাবার হোটেল ও রেস্তোরাঁ ও তৈরি হয়েছে। নদীপথে পর্যটকদের ঘোরানোর জন্য ৪০ টির মতো জলযান রয়েছে। সব মিলিয়ে মোট ২৭ জন বন দপ্তরের অনুমোদিত নেচার গাইড রয়েছেন। এখানে আসতে ভয় পাবেন। তাতে আমার মতো অনেকের রুটি–রুজিতে টান পড়বে। ঝড়খালিতে ঘুরতে আসা দীপালি রায় নামের এক পর্যটক বলেন, 'ঝড়খালির পর্যটন কেন্দ্রের এতো নাম ডাক তাই আমরা কলকাতা থেকে এসেছি। যদি জানতাম এখানকার রাস্তাটির অবস্থা খারাপ, তাহলে আসতাম না।' ঝড়খালি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান দিলীপ মণ্ডল বলেন, 'শুনেছিলাম রাস্তা সারাইয়ের কাজ হবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনও অজ্ঞাত কারণে কাজটা শুরু হয়নি।' বাসন্তীর বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল বলেন, 'দ্রুত এই রাস্তার কাজ শুরু হবে। এ বিষয়ে বিধানসভার অধিবেশনে লিখিত ভাবে জানিয়েছি। পূর্ত ও সড়ক দপ্তরের সঙ্গেও আমার কথা হয়েছে।'

ব্যবসায়ীর নামে জিএসটি নম্বরে কোটি টাকার লেনদেন

অরিজিৎ মণ্ডল, ফলতা : নিজের নামে আগে থেকেই জিএসটি রেজিস্ট্রেশন! সেই জিএসটি নম্বর দিয়ে কয়েক কোটি টাকার লেনদেন! এমন খবর পেয়ে স্তম্ভিত ফলতা থানার গোপালপুরের মুদি ব্যবসায়ী বাবুলাল মোল্লা। শুধু তাই নয়, ওই রেজিস্ট্রেশন থেকে কয়েক

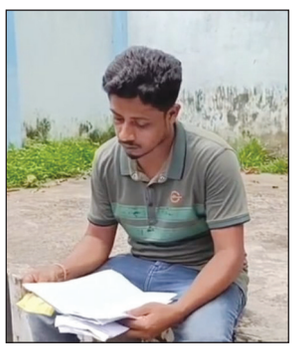

লক্ষ টাকার ট্যাক্স বকেয়া দেখাচ্ছে বলেও অভিযোগ। ঘটনায় পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়ে বাবুলাল ইতিমধ্যেই ফলতা থানা ও বেহালা জিএসটি অফিসে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। বাবুলাল জানান, 'জিএসটি দপ্তরের কর্মকর্তারা সম্প্রতি তার বাড়িতে গিয়ে জানান, তাঁর নামে থাকা জিএসটি থেকে বিপুল অঙ্কের লেনদেন হয়েছে। তাঁকে অফিসে হাজির হতে নির্দেশও দেন। পরে সাইবার ক্যাফের মাধ্যমে বাবুলাল জানতে পারেন, তার করা নতুন জিএসটি রেজিস্ট্রেশনের আবেদন বাতিল হয়েছে, কারণ আগেই তার নামে একটি জিএসটি নম্বর খোলা রয়েছে। অভিযোগে তিনি দাবি করেন, তিনি জীবনে কখনও জিএসটির জন্য আবেদন করেননি। কিন্তু চলতি বছরের মার্চ মাসে তাঁর নামে রেজিস্ট্রেশন দেখাচ্ছে। তার আসল নথি থাকলেও ওই জাল রেজিস্ট্রেশনে ব্যবহার করা হয়েছে অন্য মোবাইল নম্বর ও ব্যাংক অ্যাকাউন্ট। তাঁর প্রশ্ন, ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়া থাকা সত্ত্বেও কীভাবে এমন নকল রেজিস্ট্রেশন সম্ভব? তিনি সন্দেহ করছেন, সম্প্রতি লোন পাওয়ার আশায় এক ব্যক্তিকে জমা দেওয়া নথিই হয়তো অপব্যবহার করা হয়েছে।

ভেঙে পড়ছে স্কুলের চাঙর

প্রাণ হাতে চলছে পঠনপাঠন

উত্তম কর্মকার, কুলপি : স্কুলের বেহালদশা, যেখানে সেখানে খসে পড়ছে ইট–বালি–সিমেন্টের গাঁথনি আর তার মধ্যেই প্রাণ হাতে করে নিয়ে নিত্যদিন এইভাবেই ছাত্র–ছাত্রীদের পড়াচ্ছেন শিক্ষকেরা। ছবিটা কুলপি বিধানসভার রামকৃষ্ণপুর অঞ্চলের রাজারামঘাট অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। সুন্দরবনের কুলপির এলাকার এই অঞ্চলের এলাকার পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের কথা মাথায় রেখে ১৯৮২ সালে এই স্কুল স্থাপন করা হয়। স্কুল শুরুর প্রথমে প্রায় ১০০ থেকে ২০০ জন ছাত্রছাত্রী এই স্কুলেই পড়াশোনা করতো। কিন্তু স্কুলের বেহাল দশা ও শিক্ষকের অভাবে আসতে আসতে কমতে থাকে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা। বর্তমানে এই স্কুলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা মেরে কেটে ৪০ থেকে ৫০ জন। স্কুলের একাধিক জায়গায় ধরেছে ফাটল, যে কোন মুহূর্তে ছাদ ভেঙে ঘটতে পারে বড়োসড়ো কোন দুর্ঘটনা

পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে। আগে তিনজন শিক্ষক এই স্কুলে পড়ালেও পরবর্তী সময়ে ১ শিক্ষকের বদলি হয়ে যাওয়ায় বর্তমানে শিক্ষকের সংখ্যা ২ জন। ফলে এলাকার ছাত্রছাত্রীরা স্কুল ছেড়ে অন্য স্কুল মুখী হচ্ছে।

ওই স্কুলেরই এক অভিভাবক সুজাতা দাসের অভিযোগ, স্কুলের একদিকে বেহাল দশা অন্যদিকে আগাছায়ায় ভর্তি হয়ে গেছে মাঠ কাদা পেরিয়ে স্কুলের ছাত্র–ছাত্রীদের স্কুলে আসতে হয়। এমনকি শিক্ষকের সংখ্যাও কম বিষয়টি নিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে এর আগেও একাধিকবার জানানো হয়েছে। কিন্তু এইভাবে চলতে থাকলে আর ছাত্রছাত্রীদের পাঠানো যাবে না বলে স্কুলে দাবি করেন তিনি।

স্কুলের অবস্থার কথা স্বীকার করে শিক্ষক পরিতোষ হালদার বলেন, স্কুলের বেহাল দশা নিয়ে একাধিকবার জানানো হয়েছে ব্লক প্রশাসনের কাছে। সরকারি আধিকারিকরা স্কুলও পরিদর্শন করে গেছে। কিন্তু কাজ হয়নি। অভিভাবকেরা ভয় পাচ্ছে যে কোন মুহূর্তে স্কুলের একাংশ ভেঙে পড়ে ছাত্রছাত্রীদের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তবে এর মধ্যেই প্রাণ হাতে করে নিয়ে পড়াশোনা করাতে হচ্ছে আমাদের।

অন্যদিকে, বিষয়টি নিয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান অজিত কুমার নায়েক জানায়, এখনো পর্যন্ত এমন কোন অভিযোগ তার কাছে এসে জমা পড়েনি। তবে তিনি খোঁজ নিচ্ছেন যত শীঘ্রই সম্ভব ওই স্কুলটি মেরামত করা যায় তার ব্যবস্থা করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

ঋতু ভকত স্কুলের মুকুটে জয়ের পালক

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের ঋতু ভকত উচ্চমাধ্যমিক হাইস্কুলের মুকুটে যুক্ত হল জয়ের পালক। সম্প্রতি 'ইমামি ফাউন্ডেশন' এর বিচারে রাজ্যের মধ্য 'বেষ্ট ইমার্জিং স্কুল অ্যাওয়ার্ড' শিরোপা অর্জন করে সুন্দরবনের এই স্কুল। কলকাতায় ইমামি ফাউন্ডেশন এর সেন্টার অফ এক্সিলেন্স–এ এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে এই পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন ইমামি গ্রুপের অন্যতম কর্ণধার সুশীল গোয়েংকা সহ বিশিষ্ট অতিথিরা। এই পুরস্কার আগামীদিনে আমাদের আরও ভালো কাজের অনুপ্রেরণা জোগাবে। এই পুরস্কারের মূল ভাগীদার বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক, শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী, ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক এবং বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি। এমনটাই মত ব্যক্ত করেছেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক অম্বরীশ কুমার দত্ত।

ইউরো বেকারির উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি : পিছিয়ে পড়া মহিলাদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে সবুজ সঙ্ঘ সংস্থার উদ্যোগে সুন্দরবনের সাগর দ্বীপে ২২ সেপ্টেম্বর উদ্বোধন হল সাগর ইউরো বেকারি। উদ্বোধন করেন সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা এবং মথুরাপুরের সাংসদ বাপি হালদার। সবুজ সঙ্ঘ সংস্থার মূল লক্ষ্য হল সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অসহায় এবং পিছিয়ে পড়া মহিলাদের রোজগারের ব্যবস্থা করা। প্রথম ধাপে প্রায় ৫০ জন মহিলা এই বেকারিতে কাজ শুরু করেছেন।

কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি এটি সুন্দরবনের নারীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। সাগর ইউরো বেকারির মাধ্যমে উৎপাদিত সামগ্রী স্থানীয় বাজারে বিক্রি করা হবে, যা শুধু আর্থিক সাফল্যই আনবে না, বরং এই অঞ্চলের মহিলাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসও বাড়িয়ে তুলবে।

ম্যানগ্রোভ রক্ষার্থে আর্থিক অনুদান

সুভাষ চন্দ্র দাশ : সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ রক্ষা এবং চোরাশিকারি আটকাতে নতুন করে দুটি স্পীড বোটের করেন রাজ্যের বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা। সজনেখালী রেঞ্জ অফিসে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বন্যপ্রাণী ও ম্যানগ্রোভ রক্ষায় যারা সহযোগিতা করেন তাদের এবং ২৬টি বনরক্ষা কমিটির হাতে আর্থিক সাহায্য তুলে ৭ লক্ষ ৩ হাজার ৮৩৬ টাকা করে প্রত্যেকটি বন সুরক্ষা কমিটিকে প্রদান করা হয়েছে। এই টাকা দিয়ে মূলত এলাকার উন্নয়নমূলক কাজকর্ম করা হবে।

সুন্দরবনে তৃতীয় পাখি ফেস্টিভ্যালেরও এদিন পরিসংখ্যান

প্রকাশ করা হয়। সুন্দরবনে প্রতিবছর পাখি উৎসব বা বার্ড ফেস্টিভাল করা হয়। সুন্দরবনে শেষ পাখি উৎসবে ৩১৪২ টা পাখির অস্তিত্ব চোখে পড়েছে। এই নিয়ে একটি ছবিও প্রকাশ করা হয়েছে অনুষ্ঠান থেকে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্য বনপাল দেবল রায়, সন্দীপ সুন্দিরিয়াল, নীলাঞ্জন মল্লিক, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার উপাধ্যক্ষ অনিমেশ মণ্ডল সহ অন্যান্য আধিকারিকরা।

দুর্গাবস্ত্রদান : দেবীপক্ষে নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে বাঁকুড়া সদরের উড়িয়ামা এবং ছাতনার বাগডিহার দুর্গাদের হাতে তুলে দেওয়া হল নতুন বস্ত্র। উপস্থিত ছিলেন অসিত মণ্ডল, ঝর্ণা মণ্ডল, সুকান্ত কর্মকার, কবিতা তেঘরিয়া গোস্বামী এবং দীনবন্ধু রায়।

সামাজিক সংকল্প

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২১ সেপ্টেম্বর সারাদিন হুগলীর বলাগড়ের গুপ্তিপাড়া সমব্যথী ফাউন্ডেশন–এর উদ্যোগেপ্রায় ৩০০ জন আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা মানুষদের মুখে শারদ উৎসবের প্রাক্কালে দুপুরে আহার ও তারপর তাদের হাতে

নববস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। নতুন বস্ত্র ও ভোজন করে তারা অত্যন্ত খুশি। এছাড়া এদিন সকালে রক্তদান কর্মসূচি হয়। প্রায় ৬০ জন রক্তদাতা রক্তদান করেন। ফাউন্ডেশন এর পক্ষে তাপস রায় জানান, 'বিগত ৫ বছর ধরে আমরা নিজেদের মধ্যে সংগৃহীত অর্থের মাধ্যমে এই ধরনের অনুষ্ঠান করে আসছি। আগামীদিনে আরও বেশ কিছু সামাজিক কাজ করার ইচ্ছা আছে। একটি দিনের জন্যও এই মানুষগুলোর মুখে হাসি দেখতে পেয়ে আমরা আনন্দিত।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২৪ ৫৮ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৯ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

আদালতের নির্দ্দেশে বাঁধ কেটে ভেড়ী তৈরী হচ্ছে

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

দক্ষিণ ২৪ পরগণার ক্যানিং খানার সারেঙ্গাবাদ অঞ্চলের জীবনতলা ও নাতড়া মৌজার ২৭০০ বিঘা ধানিজমি গত ১৯৭০ সাল থেকে পাঁচশ চাষী পরিবার চাষ করে আসছিল। সম্প্রতি আদালত ঐ ২৭০০ বিঘা জমির বাঁধ কেটে ফিসারী করার নির্দেশ দেওয়াতে ৫০০ চাষী পরিবার পথে বসেছেন। সংবাদে প্রকাশ, ১৯৭০ সালের আগে ঐ জমি ছিল নোনা ফিসারী। ফিসারীর মালিক শ্রী মন্মথ নাথ কয়াল। দক্ষিণ ২৪ পরগণার কৃষক নেতা শ্রী জামসেদ আলির নেতৃত্বে ক্যানিং এর কৃষকেরা ঐ জমি দখল করে এবং ধানচাষ সুরু করে। পরবর্তী কালে ভূমি অধিগ্রহণ আইন অনুসারে ঐ ২৭০০ বিঘা জমি খাস হয়ে যাবার উপক্রম হয়। কারণ প্রচলিত সরকারী আইন অনুসারে এক ব্যক্তির নামে এত জমি থাকতে পারেনা। জানাগেল, জমির মালিক শ্রী কয়াল ১৩৩ ধারা অনুসারে কৃষক কংগ্রেস নেতার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। তিনি দাবী করেন ঐ ২৭০০ বিঘা জমিতে তাঁর ট্যাঙ্ক ফিসারী ছিল। সম্প্রতি আদালত ইংজাংশন জারী করে চাষীদের চাষ করতে নিষেধ করেছেন। সম্পূর্ণ এলাকার বাঁধ কেটে ফিসারী করার নির্দেশ মন্মথ কয়ালকে দেওয়াতে চাষীরা পথে বসেছেন।

৯ম বর্ষ, ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫, শনিবার, ৪১ সংখ্যা

উপকূল পরিষ্কার অভিযান

সৌরভ নস্কর : আন্তর্জাতিক উপকূল পরিছন্নতা দিবস ২০২৫ উপলক্ষ্যে ২০ সেপ্টেম্বর গঙ্গাসাগরে বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেচার ক্লাবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় এই কর্মসূচি। এতে সহযোগিতা করে রোটারি ক্লাব অফ ক্যালকাটা যাদবপুর ও হাওড়া বিজ্ঞান চেতনা সমন্বয়। পুরো কর্মসূচি আয়োজনে যুক্ত ছিল জাতীয় উপকূল গবেষণা কেন্দ্র যা ভারত সরকারের ভূ–বিজ্ঞান মন্ত্রণালয়ের অধীন। উপকূলীয় পরিবেশ রক্ষায় সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্লাস্টিক বর্জ্য নিয়ন্ত্রণের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়াই এই অভিযানের মূল লক্ষ্য। স্থানীয় মানুষ, গবেষক, স্বেচ্ছাসেবক ও শিক্ষার্থীরা একসাথে অংশ নেন উপকূল পরিষ্কার অভিযানে। আয়োজকরা জানান, ক্রমবর্ধমান দূষণের হাত থেকে সমুদ্র ও উপকূলকে রক্ষা করা এখন সময়ের দাবি। পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন উপকূলই সুস্থ জীববৈচিত্র্যের নিশ্চয়তা—এই বার্তাই পৌঁছে দেওয়া হয় অংশগ্রহণকারীদের মাধ্যমে। অনুষ্ঠানের স্লোগান ছিল— "পরিষ্কার উপকূল, সুস্থ থাকবে জীবকূল।"

মহালয়ার সন্ধ্যায় গঙ্গা আরতি

সুব্রত মণ্ডল, গুপ্তিপাড়া: পিতৃপক্ষের অবসান মাতৃপক্ষের সূচনায় হুগলীর বলাগড়ের গুপ্তিপাড়ায় বিগত বছরগুলির মত এবারও সূর্যাস্তের সন্ধ্যা লগ্নে অনুষ্ঠিত হল গঙ্গা আরতি ও পূজা। এই উপলক্ষে প্রচুর মানুষের ভিড় হয়। উদ্যোক্তাদের পক্ষে গুপ্তিপাড়া ১ নম্বর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস এর সভাপতি ও ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত উপপ্রধান অরুন দেবনাথ জানান, 'মূলত পবিত্র গঙ্গা নদীকে পরিষ্কার ও নির্মল রাখার বার্তা তারা দিতে চান তাই এতদঞ্চলের মানুষের কাছে বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য আজকের এই অনুষ্ঠান আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ এসটি–এসসি–ওবিসি নিগমের চেয়ারম্যান ও হুগলী জেলা পরিষদ সদস্য এবং কর্মাধ্যক্ষ অসীম মাঝি। বলাগড় পঞ্চায়েত সমিতির সভানেত্রী শিখা মণ্ডল পরামানিক, জেলা পরিষদ সদস্য সদস্যা পূজা ধর কর্মকার সহ এমএলএ বলাগড় মনোরঞ্জন ব্যাপারী সহ বহু বিশিষ্ট মানুষ।

বৃদ্ধ–বৃদ্ধাদের পাশে মানবতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি মানবতা সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি–এর পক্ষ থেকে জন্মভূমি বৃদ্ধাশ্রমের অসহায় বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের নতুন বস্ত্র, পুষ্টিকর খাদ্য বিতরণ করতে গিয়ে সেই মায়েদের চোখের জল, আর্তি মনকে ব্যথিত করেছে। যদিও এখানে

বৃদ্ধ–বৃদ্ধাদের সাথে কিছু অনাথ শিশুও থাকে। গরমের মধ্যে পর্যাপ্ত হাওয়া নেই, আলো নেই, বিছানা নেই। রোদে জলে ভিজে কাঁদে অবিরত দিন রাত। আমাদের সকলকে পেয়ে জড়িয়ে ধরে তারা পরিবারকে খুঁজছিলেন। আজ মানবতা এর পক্ষ থেকে তাদেরকে নতুন জামাকাপড় ও কিছু পুষ্টিকর খাবার দেওয়া হয়। কাঁপা কাঁপা হাতে আশীর্বাদ করতে গিয়ে চোখের জল বাগ মানেনি। তখন মনে হয় নিজে যে জামাটা পরে আছি, সেটাও যদি দিতে পারতাম। কথা দিয়ে এসেছি আমরা আবারও আসবো তোমাদের কাছে। আর সেকারণেই সকল শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছে সবিনয় আবেদন, আপনারা সকলেই সাহায্য করুন। এমন সন্তান যেন না দেখতে হয়, যে তারই স্রষ্টাকে ঘরছাড়া করে। থাকুক না মা– বাবা পরিবারের সাথে। অভাব থাক, তবু তিনমাথা এক হয়ে কড়ি বরগা হয়ে ঘরের ভিত শক্ত করুক। বড় বেদনার হয়ে ওঠে যখন মা তার সন্তানকে খুঁজে ও পায় না অথচ সন্তান তখন আনন্দলহরীতে।

বিবেক নিকেতনে 'সহেলীর ভালো–বাসা'

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২১ সেপ্টেম্বর মহালয়ার পুণ্যলগ্নে সামালীর বিবেক নিকেতনে 'সহেলীর ভালোবাসা' নামে একটি পশুদের জন্য ভবন নির্মাণ হল। এই মানবিক উদ্যোগটি বাস্তবে রূপ দিলেন প্রবীর ভট্টাচার্য্য, কাজল ভট্টাচার্য্য এবং করণ রাওয়াল। প্রবীরবাবুর একমাত্র মেয়ে ছিলেন সহেলী ভট্টাচার্য্য। তিনি পোষ্যদের অত্যন্ত স্নেহ করতেন। দুস্থ মানুষদের জন্যও তিনি স্বহৃদয় ছিলেন। মেধাবী এই সহেলি ভট্টাচার্য্যের জন্ম হয়েছিল ১৯৯২ সালে। বিয়ের কিছুদিন পরই সহেলী দেবী দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে ২০২২ সালের ১৬ এপ্রিল পরলোক গমন করেন। ভট্টাচার্য্য দম্পতি একমাত্র মেয়েকে হারিয়ে শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। যেহেতু তার মেয়ে কুকুরদের অত্যন্ত স্নেহ করতেন, তাই মেয়ের স্মৃতিকে উজ্জ্বল রাখতে যে সমস্ত সারমেয়রা নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতিতে শুশ্রূষা বা সেবা পায় তাদের নিশ্চিন্তে থাকার জন্য একটি দ্বিতল ভবন বানিয়ে দিলেন। নাম দিলেন 'সহেলীর ভালো–বাসা'। মোট ৯টি ঘর করা হয়েছে। এক একটি ঘর সহেলীর একেকটি সারমেয়র নামে নাম

দেওয়া হয়েছে। একটি ঘরে কোন নাম নেই।

এদিন ভবনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রবীরবাবু অশ্রুসিক্ত ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলেন, 'একটি ঘরে কোন নাম আমি দিইনি এবং ছবিও দেওয়া হয়নি। নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির কাছে অনুরোধ আমার মৃত্যুর পর আমার একটা ছবি যেন ওই ঘরটিতে লাগিয়ে

দেওয়া হয়। তাতেই আমার আত্মা শান্তি পাবে কারণ আমি মনে করব আমার মেয়ে এবং তার সন্তানদের সঙ্গে আমিও এখানে থেকে গেলাম।' 'সহেলীর ভালো–বাসা' একটি মানবিক উদ্যোগ। এই উদ্যোগের জন্য নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতি প্রবীর ভট্টাচার্য্য এবং তার পরিবারবর্গকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে।

ভবনটির উদ্বোধন করেন চিকিৎসক অমিতাভ ভট্টাচার্য্য। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার (কেএমসি) আশুতোষ ঘোষ, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চিত্রপরিচালক কৌশিক সেন, এবং সহেলীর প্রাথমিক শিক্ষক উৎপল মণ্ডল। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতি সাধারণ সম্পাদক প্রণব ভূষণ গুহ। উপস্থিত ছিলেন সমিতির সভাপতি কল্লোল গুহ ঠাকুরতা। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন আলিপুর বার্তার সহ–সম্পাদক কুনাল মালিক।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৯ বর্ষ, ৪৭ সংখ্যা, ২৭ সেপ্টেম্বর – ০৩ অক্টোবর, ২০২৫

ভিআইপি বিড়ম্বনা

গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বোঝাতে ভিআইপি শব্দটি প্রবেশ করেছে বাংলা কথ্য ভাষায়। অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বোঝাতে আবার ভিভিআইপি শব্দ ব্যবহারের প্রচলন বঙ্গ সমাজে তিন দশকের বেশি পুরনো। গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির মাপকাঠি এবং সংজ্ঞা ক্ষেত্রবিশেষে আলাদা আলাদা হলেও সাধারণের সম্ভ্রম আদায়ের অন্যতম চাবিকাঠি ভিআইপি তকমা জোগাড়। সাম্প্রতিক কালের বড় পূজা কমিটিগুলি এগুলি বিলক্ষণ বুঝে গেছে এবং সেই ফাঁদে দর্শনার্থীদের ফেলে থাকে। পুজোর আগেই নানা ভিআইপি পাস তারা বিলি করে ক্লাব সদস্য ও সাধারণের মধ্যে। একদিকে সাধারণ দর্শকদের মধ্যে বিভাজন রেখা অন্যদিকে প্রচারকে বাজার জাত করা সহজ হয়ে ওঠে। আগে পূজা মন্ডপের উদ্বোধনে দেখা যেত মঠ মন্দিরের সাধু–সন্ত কিংবা স্থানীয় জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিদের। অর্থবান পূজা কমিটিগুলি মুম্বাই থেকে উড়িয়ে নিয়ে আসত চলচ্চিত্রের নায়ক নায়িকাদের। মন্ডপে মন্ডপে ভেঙে পড়তো তাদের ফ্যান ফলোয়ারদের ভিড়।

থিম পুজোর রমরমা শুরু হতেই মার্কেটিংয়ের ভাবনায় এসেছে ডজন ডজন পুরস্কার, পিকনিক পিকনিক আবহে খাওয়া দাওয়া আর রাজনৈতিক নেতা নেত্রীদের নিয়ন্ত্রনে জনসংযোগের উৎসবমুখর মেলা। সে সব দিনের চারদিনের পুজো প্রসারিত হয়েছে প্রায় ১০ দিনে। মহাপুজোর এই মহাসম্প্রসারণে সরকারি চাঁদার অংক বেড়েছে অনেক। যদিও কোনো ক্লাব সাধারণ মানুষের উপর থেকে চাঁদার হার কমিয়েছে বলে জানা যায় না বরং উল্টো খবরটা আসে বেশি। এই পূজা অর্থনীতির অনেক সুফল থাকলেও প্রত্যক্ষভাবে ভিআইপি বিড়ম্বনায় সাধারণের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে যায় প্রাক পুজোর উদ্বোধনী পর্যায়ে। বিশেষ করে রাজ্য রাজধানী কলকাতা শহরে ভিআইপি পুজো আর ভিআইপিদের পুজো উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে যান চলাচল বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে কিছুদিন। ট্রাফিকের অতি সক্রিয়তায় সাধারণ মানুষ নাজেহাল হয়। উত্তর কলকাতার ফাটাকেষ্ট কিংবা বেহালার শংকর পাইকের সেই কালীপুজোর উদ্বোধনের সময় ভিআইপি নিরাপত্তায় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রিত হত। বর্তমানে ভিআইপি পুজোর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় রাস্তাঘাট ঘণ্টার পর ঘণ্টা অবরুদ্ধ হলেও রাজনৈতিক ভিআইপিরা এসব নিয়ে সামান্যতম মাথা ঘামান না। তাদের কাছে যত ভিড় তত সমর্থন–এই ভাবনা প্রাধান্য পায় প্রায় সর্বক্ষেত্রে। পুজোর সময় সাধারণত উদ্বোধন করা পূজা মন্ডপগুলিতে ভিড় হয় বেশি। মা দুর্গাই তখন সপরিবারে ভিপিআইপি। তাঁর দর্শনের জন্যই সারারাত জাগা, মাইলের পর মাইল পথ হাঁটা আর জেলায় জেলায় উপচে পড়া মণ্ডপে মন্ডপে ভিড়। এবারের নিম্নচাপের ভয়ংকর অভিজ্ঞতা কলকাতাবাসী দেবীপক্ষে মর্মে মর্মে অনুভব করেছে। ভার্চুয়াল পুজো মন্ডপ উদ্বোধনের সহজ পথ কিংবা সম্প্রতিক অতীতের উদ্বোধনী পবিত্রতা যদি ফিরিয়ে আনা যায় তবেই পথে–ঘাটে সাধারণ মানুষকে ভিআইপি আতঙ্কে কাটাতে হবে না। রাজনৈতিক দল, নেতা–নেত্রীরা আর পূজা উদ্যোক্তারা যত তাড়াতাড়ি বাস্তব অনুধাবন করবেন ততই সাধারণ মানুষের মঙ্গল।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

‘স্থিতি প্রকরণ’

বশিষ্ঠ বললেন, হে রাম ! মলিনমন কখনও শুদ্ধমনের সাথে মিলিত হতে পারে না। বিশুদ্ধমন সমতায় স্থির থাকে, তাই বিশুদ্ধমনের সজ্জন ভেদজ্ঞান রাখেন না। কিন্তু অশুদ্ধতার কারণে যে মনে ভেদজ্ঞান ও শত্রু–মিত্র বোধে সংপৃক্ত, সেই মন সমধর্মী ছাড়া অন্য মনে মিলিত হতে পারে না। সেই সেই মনে তত্ত্বজ্ঞান লভ্য হয় না, একমাত্র বিশুদ্ধ মনেই সমতা ও তত্ত্বজ্ঞান আশ্রিত হয়। বশিষ্ঠ বললেন, হে রাঘব! সপ্রকাশ চিন্ময় আত্মা যে আকৃতি কল্পনা করেন, তার দ্বারা প্রতি জীবেই কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল জগৎ বা দেহ উৎপন্ন হয়। সুষুপ্তি থেকে জাগরিত পুরুষে দ্বৈত ব্যবহারে প্রবৃত্তি হয়, সেই দ্বৈতপ্রবৃত্তি আসলে চিন্ময় আত্মার প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তিসম্পন্ন জীব সকল চিন্ময় আত্মার সাথে একরূপতা লাভ ক"রে আত্মার জ্যোতিঃতে পদার্থসমূহ দর্শন করে। আত্মার একত্ব স্বতঃসিদ্ধ, তাই তাঁর কল্পিত জগৎ পরস্পর মিলিত হয়ে সত্যরূপে প্রতীত হয়। এইভাবে অসংখ্য চিৎ পরমাণুর প্রতি পরমাণুতে আবার অসংখ্য জগত স্ফুরিত হয়। এই হল ব্রহ্মের মায়া–কানন। এই জগৎসমূহ মিলিত হয়ে নিবিড় ভাব ধারণ করে। ঐ জগৎমাঝে যে প্রাণী যে যে কল্পনা–বাসনা–সম্বন্ধ পোষণ করে, সেই প্রাণী সেই সেই ভাবেই তা দর্শন করে, অন্য কোন ভাব তার কাছে প্রতিভাত হয় না। এক মন অন্য মনের মনোময় রাজ্য দর্শন করতে পারে না। মনের অক্ষমতায় এই অপারগতা নির্দিষ্ট হয়। এই কারণে ভেদ সৃষ্ট হয়। যে কোন সৃষ্টিই মনোময়, তা আমি তোমায় বহুবার বলেছি। তার মধ্যে একই ধরণের বহু বাসনা ফলবতী হওয়ার সম্ভাবনায় পরস্পর মিলিত হলে স্থূলদেহ উৎপন্ন হয়। স্থূলদেহ ব্যাধির আকর। বাসনার বিস্মৃতি ঘটলে সমূহ ব্যাধির সাথে দেহেরও বিদায় ঘটে। চিৎশক্তি দেহ আকারে বিবর্তিত হয়ে মরণশীল সংসারভোগী হয়, তখন চিৎশক্তি আত্মবিস্মৃত হয়ে অবস্থান করে। আবার বিবেকজ্ঞানের উন্মেষে আত্মস্মৃতির আবরণ বিদূরিত হয়ে স্বস্থ হয়। তখন দেহভাবও আর থাকে না। সংসারমুগ্ধ জীব কল্পনা বশেই প্রবৃত্তিসম্পন্ন হয়ে সংসারে বদ্ধ হয়। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান অনুশীলন করতে করতে একসময়ে সুষুপ্তি অতিক্রম ক"রে তুরীয় বোধে উত্তীর্ণ হলে জীবভাব পরিত্যক্ত হয়। শ্রুতি বলেন, সুষুপ্তিতে জ্ঞানী–অজ্ঞ উভয়েই নির্বিষয় হওয়ায় আনন্দ লাভ করে, কিন্তু অজ্ঞজনের সেই আনন্দলাভ আত্মবোধহীন হওয়ায় জাগ্রত হয়ে আবার জীবভাবে নিমগ্নতা হয়। কখন কখনও এমন হয় যে, সুষুপ্তিকালে, আত্মার সর্বগামিতার কারণে একে অন্যের মনোময় রাজ্যে প্রবেশ করে। এক জগতের মধ্যে আবার আরও একটি জগৎ, তার মধ্যে আরও একটি জগৎ, এই ভাবে অসংখ্য জগতের মধ্যে কলাগাছের পরতে পরতে ত্বকের মত আরও অনেক অনেক জগৎ থাকে।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

তু তু ম্যায় ম্যায় : লাগু সেটিং ফেডারেল সিস্টেম!

সুবীর পাল

ভারতীয় সংবিধানে বহুল উদ্ধৃত ফেডারেল সিস্টেমের অন্যতম প্রাণ ভোমরা হলো কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সুসংহত সমন্বয়।একযোগে উন্নয়ণের লক্ষ্যে। আমাদের সংবিধানের মূল ভিত্তিটাই একটা সুপ্রতিষ্ঠিত ফেডারাল কাঠামোর উপর নিপুণ ভাবে স্থাপিত হয়ে রয়েছে একেবারে প্রথম থেকেই। কেন্দ্রীয় স্তরে একচ্ছত্র ক্ষমতায়ণের কুক্ষিগত অবস্থান থেকে অনেকটাই সরে এসে তা ক্রমেই বিকেন্দ্রীকরণ ঘটেছে রাজ্যগুলোর একটা নির্দিষ্ট পরিসীমার পরিমণ্ডলে। যার ফলে কেন্দ্র ও রাজ্যের সম্পর্ক আমাদের মতো প্রজাতান্ত্রিক দেশে সার্থক গণতান্ত্রিক মডেল হয়ে উঠেছে বিশ্বের দরবারে। তাই তো আমরা আজও সগর্বে বলতে পারি, বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান। ফেডারেল স্ট্রাকচার হল সর্বজন বিদিত ইংরেজি তকমা। যার চলতি বাংলা হল, যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো।

ভীমরাও রামজী আম্বেদকরের নেতৃত্বে রচিত ভারতীয় সংবিধান ১৯৫০ সালের ২৪ জানুয়ারি সর্বপ্রথম দেশের সংসদে গৃহীত হয়েছিল। সেই বছরের ২৬ জানুয়ারি প্রজাতান্ত্রিক দিবস পালনের মধ্যে দিয়ে সেই সংবিধান জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয় মহা সমারোহে। সেই সংবিধানের একাদশ পরিচ্ছেদে সুনির্দিষ্ট ভাবে বলা হয়েছে কেন্দ্র ও রাজ্য সম্পর্কের আইনসভা ও প্রশাসনিক অধ্যায়ের বিভিন্ন খুঁটিনাটি। অন্যদিকে এর দ্বাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত রয়েছে বিস্তারিত আর্থিক বিষয়ক নানাবিধ বিধান। সংবিধানের ২৫৪–২৫৫ অনুচ্ছেদে সরাসরি বলা হয়েছে, কেন্দ্রের জন্য সংসদ ও রাজ্যসভা আর রাজ্যের বিধানসভায় আইন প্রণয়নের পবিত্র ক্ষেত্রস্থল হিসেবে মান্যতা পাবে সংশ্লিষ্ট আওতায় আইন রচনার জন্য। এছাড়া ২৫৬–২৬৩ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত হয়েছে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে কিছু কিছু বিষয়ে পৃথক হয়েও প্রশাসনিক সমন্বয়ের একত্রিত বার্তা। আবার আর্থিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সংবিধানের ২৬৪–২৯৩ অনুচ্ছেদে প্রকাশ পেয়েছে দ্বিস্তরীয় অবস্থানের নিবিড় অজস্র তহবিলের দিক দিশা। ২০১৬ সালে সংবিধানের ১০৬ তম সংশোধনী রূপায়িত হয়। সেই সংশোধনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। সেখানে পণ্য ও পরিষেবা কর নিয়ন্ত্রণের পরিসরে সংসদ ও বিভিন্ন বিধানসভা নিজস্ব সুবিধার্থে পৃথক পৃথক ভাবে আইন প্রণয়ন করতে পারবে।

ইতিহাসের পাতা ওল্টালে এই রাজ্যের বিধানচন্দ্র রায়ের মুখ্যমন্ত্রীর আমল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ তাঁর আমলে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে নানা ক্ষেত্রে সংঘাত থাকলেও পশ্চিমবঙ্গের উন্নতির প্রশ্নে দেশের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে এই চিকিৎসক রাজ্য নেতার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ছিল অনেকটাই হরিহর আত্মার মতো। ফলে সেই সময়ের মাপকাঠিতে রাজ্যে এসেছিল ভারি শিল্প ও নগরায়নের অভাবনীয় জোয়ার। কিন্তু কেন্দ্র এবং রাজ্যের বাসরঘরে প্রথম পাকাপাকি ভাবে বৈরীতার শীলমোহর পড়ে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর আমলে। আদতে কেন্দ্রের দোষ স্লোগান তিনি হয়তো তুলে আত্মতুষ্টিতে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন ঠিকই, রাজ্যের শিল্প কিন্তু তখন জঙ্গি আন্দোলনের জেরে বিএফআইআর"এর লালবাতি দেখতেই মশগুল হয়ে উঠেছিল। পরবর্তীতে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য শ্রমিক সংগঠনের জঙ্গি আন্দোলনের পায়ে শিকল পরিয়ে কেন্দ্রের অধীশ্বর মনমোহন সিংয়ের সঙ্গে সখ্যতা বাড়াতে উন্মুখ হয়েছিলেন ঠিকই। বিনিময়ে রাজ্য ভেট পেয়েছিল মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের বেশ কিছু পুঁজি নিবেশ। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কেন্দ্রীয় প্রকল্প লাগুতেও দিল্লি ধীরে ধীরে উদার হতে শুরু করে। কিন্তু কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের ভ্রাতুষ্পুত্রের ভাগ্যে লেখা রয়েছে বিধি বাম। আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের নিজেরই বাম দল বুদ্ধদেববাবুর এই দ্বিপাক্ষিক সুসম্পর্কে তলায় তলায় মেনে নিতে পারেনি পার্টির আইডিওলজির কারণে। আসলে এযাবৎ বাম জমানার শেষতম মুখ্যমন্ত্রী কোনও কালেই দলীয় শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে যাননি বহু মতফারাক থাকলেও।

এরপরই প্রায় দেড় দশকের কাছাকাছি রাজ্যে প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখনও রাজ্যের দন্ডমুন্ডের কর্তা হয়ে বিরাজমান রয়েছেন। ফেডারেল স্ট্রাকচার বিপন্নতার যে বীজ জ্যোতি বসু প্রথম পরিপূর্ণ ভাবে রোপণ করেছিলেন তার কফিনে শেষতম চূড়ান্ত পেরেকটি পুঁতে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জ্যোতিবাবুর মুখের কথা কেন্দ্রের দোষ অনেকটা ক্যাচ লুফে নেওয়ার মতো করে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর মুখে একটাই ডায়ালগ বাংলার অস্মিতাকে কাঁপিয়ে বেড়াচ্ছে। তা হলো, গুজরাটি চক্রান্ত। কেন্দ্রের তরফে বিভিন্ন গঠনমূলক ইস্যুতে রাজ্যকে আলোচনায় অংশ নিতে আমন্ত্রণ জানালেও নবান্ন যেন সেই ঘাড় কাৎ নীতি সমানে চালিয়ে যাচ্ছে নীল সাদা ছোপের একক ব্যক্তিগত ইচ্ছার বশবর্তীতে।

ফলে রাজ্যের অপ্রাপ্তির তালিকা যেন ক্রমে বেড়েই চলেছে। খাতায় কলমে তথ্যের জাগলারিতে রাজ্যে উন্নয়ণের সুনামি ঘটলেও রাজ্যে শিল্পজাত বিনিয়োগ এখন তো রেকর্ড তলানিতে এসে ঠেকেছে। একশো দিনের কাজের অর্থ বরাদ্দ বন্ধ। গরীবদের জন্য কেন্দ্রীয় আবাস প্রকল্প থেকে শুরু করে রাস্তা নির্মাণ সহ প্রায় সবকটি দিল্লির তরফের তহবিলে যেন বৈশাখের তীব্র খড়া সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি রাজ্যের মূল কোষাগারে অর্থ ভান্ডারের ক্ষয়িষ্ণু চেহারাটা যেন সোমালিয়ার দুর্ভিক্ষকে বারংবার প্রাসঙ্গিক করে তোলে। আক্ষরিক অর্থেই বর্তমান বাংলায় উন্নয়ন হলো রাজার দুয়োরানির মতো অসম্ভব রকমের উপেক্ষিত। বহু রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা আজ ঠারেঠরে বলে থাকেন, আজকের বাংলা যে করুণ অবস্থার সাক্ষ্য হয়ে উঠেছে, তা আগে কখনই এমন নেতিবাচক পন্থায় পরিলক্ষিত হয়নি। এমনকি তাঁরা একাধিক স্যোশাল মিডিয়ায় হামেশাই সোচ্চার হোন এই মন্তব্য করে যে, পার্শ্ববর্তী রাজ্য বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, আসাম, ত্রিপুরার মতো মেজোভাই সেজোভাই প্রদেশগুলোও কেন্দ্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে আজকাল নিজেদের আখের গুছিয়ে নিতে সম্প্রতি সদা ব্যস্ত। অথচ পূর্ব ভারতের একদা প্রধান করিডর পশ্চিমবঙ্গ এখন যেন নিজেই নিজের স্বার্থ সুরক্ষা করতে ভুলে গেছে স্রেফ রাজনৈতিক ইগোর ব্যক্তি কারণে।

তবুও রাজ্যের অনুন্নয়ের এই ক্রমশঃ অধঃপতনের যুগেও কেন্দ্র ও রাজ্যের সম্পর্কে এক নতুনতর অভিনব পালক পশ্চিমবঙ্গের মুকুটে সম্প্রতি শোভিত হয়েছে রাখঢাক ঘুড়ঘুড় না করেই। তা কেমন? আরে বাবা ক্রমশঃ প্রকাশ্য। সেটি হলো সেটিং। প্রচারের সৌজন্যে অবশ্যই চৌত্রিশ বর্ষীয় বঙ্গ কালসাপ সিপিএম। অবশ্য অধুনা সিংহভাগ রাজ্যবাসীও এই নয়া সেটিং তত্ত্বকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে এখনই নারাজ। তাঁদের মতে, যা রটে তা কিছুটা তো বটে। তা কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের এমনতর জনমোহিনী বং সম্পর্কে সেটিং হলো এমন এক উদ্ভাবনীয় হাতে হাত মিলি মিলি মিলমিশ, যার ভিত্তি হলো, একপক্ষ বিরোধিতার নেতৃত্বে থেকেও ইন্ডি জোটের পিন্ডি চটকাবে আর সংসদে দরকারে ওয়াকআউট করবে। অন্যপক্ষ বিনিময়ে রাজ্যের যাবতীয় দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিভিন্ন এজেন্সি দিয়ে তদন্ত করালেও মাথার চুলটি কিন্তু ধারাবাহিক ভাবে আদৌ ছোঁবে না। তাতে জনগণ তোরা যে যা বলিস ভাই, নবান্নের সেটিং সমঝোতা চাই। উফ্ কি সেটিং সম্পর্ক বলো তো বস্। একেবারে গুলগুল্লা গুলগুলগুল্লা হাম খুশ তুম খুশ মার্কায়। আহা এ যেন অবাক করা এআই যুগের আল্ট্রা ট্রেন্ডি বঙ্গীয় ফেডারেল আন্ডারস্ট্যান্ডিং। তবে কিন্তু সবশেষে একটা প্রশ্ন ছিল। বান্দার বেয়াদপি মাফ করবেন ভুল প্রশ্ন করলে। আচ্ছা এই সেটিং ফেডারেল সম্পর্ক গণতন্ত্রকামী রাজবাসীর কোন উন্নয়ণের কাজে আসছে?

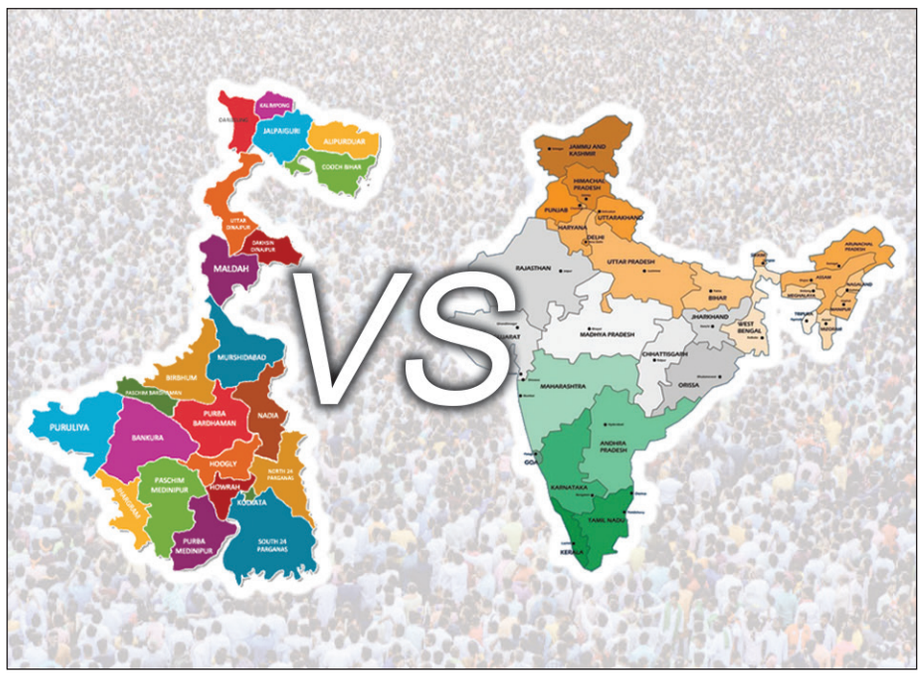

টাইফুন রাগাসা

নিজস্ব প্রতিনিধি: এ বছরের সবচেয়ে শক্তিশালী ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় ‘রাগাসা’ ২৪ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ চীনের কয়েক কোটি মানুষের দিকে ধেয়ে আসছে। এর আগে তাইওয়ানে অন্তত ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং বহু মানুষ নিখোঁজ রয়েছেন। ঘূর্ণিঝড়টি হংকংয়েও ভয়াবহ ঝড়ো হাওয়া ও প্রবল বৃষ্টি নিয়ে আঘাত হানে।

তাইওয়ানের পূর্বাঞ্চলের হুয়ালিয়েন কাউন্টিতে প্রায় ১২৯ জন নিখোঁজ রয়েছেন। সেখানে একটি বাঁধ উপচে পড়ে হঠাৎ জলরাশি একটি শহর প্লাবিত করে, জানিয়েছে তাইওয়ান ফায়ার ডিপার্টমেন্ট। সোমবার থেকে রাগাসার প্রভাবে দেশজুড়ে বৃষ্টি শুরু হয়। গুয়াংফু নামের পর্যটন শহরের অনেক বাসিন্দা অভিযোগ করেছেন, যথাসময়ে সতর্কবার্তা দেওয়া হয়নি।

এদিকে হংকংয়ের উপকূলে বিশাল ঢেউ আছড়ে পড়ে রাস্তাঘাট ও কিছু আবাসিক এলাকা প্লাবিত করে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, সাউথ হংকংয়ের ফুলারটন হোটেলের কাঁচের দরজা ভেঙে ভেতরে জল ঢুকে পড়ে।

চীনের সামুদ্রিক কর্তৃপক্ষ এ বছর প্রথমবারের মতো সর্বোচ্চ লাল সতর্কতা জারি করেছে। গুয়াংডং প্রদেশে ঢেউয়ের উচ্চতা ২.৮ মিটার পর্যন্ত হতে পারে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

রাগাসা গত সপ্তাহে পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে সৃষ্টি হয়। উষ্ণ সমুদ্র ও অনুকূল বায়ুমণ্ডলীয় অবস্থার কারণে এটি দ্রুত শক্তি সঞ্চয় করে সোমবার ক্যাটাগরি–৫ সুপার টাইফুনে রূপ নেয়, বাতাসের গতি ঘণ্টায় ২৬০ কিমি ছাড়িয়ে যায়। বর্তমানে এটি দুর্বল হয়ে ক্যাটাগরি–৩ ঘূর্ণিঝড়ে নেমে এলেও গাছ ভেঙে ফেলা, বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙে দেওয়া এবং ভবন ক্ষতিগ্রস্ত করার মতো ক্ষমতা রয়েছে।

চীনের জরুরি ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় গুয়াংডং প্রদেশে লাখো ত্রাণসামগ্রী পাঠিয়েছে এবং ৭.৭ লক্ষাধিক মানুষকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। গুয়াংঝু, শেনঝেন, ফোশান ও দোংগুয়ানসহ প্রায় ৫ কোটি মানুষের শহরগুলো সরাসরি ঝড়ের পথে রয়েছে।

শেনঝেনের এক বাসিন্দা লিয়াং বলেন, ‘আমরা উঁচু তলায় থাকি, তাই অতটা বিপদ ছিল না। বাচ্চাদের নিয়ে বেরিয়ে বৃষ্টি আর হাওয়ার অভিজ্ঞতা নিতে এসেছি।’ তবে পুলিশের তৎপরতায় ঝড় দেখার জন্য ভিড় করা বহু মানুষকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

হংকংয়ে অন্তত ৫০ জন আহত হয়েছেন এবং প্রায় ৭৯১ জন অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিয়েছেন। শহরজুড়ে ঝড়ের তাণ্ডবের কারণে সরকার ৫০টি আশ্রয়কেন্দ্র খুলেছে। মঙ্গলবার হংকংয়ের সমুদ্রতটে মা ও তার ৫ বছরের সন্তান ঝড় দেখার সময় সমুদ্রে ভেসে যান, বর্তমানে তারা আইসিইউতে চিকিৎসাধীন।

মাকাউতে ক্যাসিনোগুলো জুয়ার আসর বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছে। অনেক হোটেলে অতিথিদের ঘর থেকে বের হতে দেওয়া হয়নি। একাধিক ভিডিওতে দেখা গেছে, ঝড়ের ক্ষতি এড়াতে হোটেলের দরজা–জানালা সিল করে দেওয়া হয়েছে।

চীনের সামুদ্রিক কর্তৃপক্ষ সতর্ক করেছে, শেনঝেনসহ নিম্নভূমি এলাকায় মারাত্মক বন্যার ঝুঁকি রয়েছে। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত এই সতর্কতা বলবৎ থাকবে।

ট্রাম্প থামালেন পশ্চিম তীর

বিশেষ প্রতিনিধি: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন যে ইসরায়েলকে পশ্চিম তীর দখল করতে দেওয়া হবে না। নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ফাঁকে আরব নেতাদের সঙ্গে বৈঠকের পর তিনি বলেন, ‘যথেষ্ট হয়েছে, এবার থামার সময়।’ ফ্রান্স, ব্রিটেন, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও পর্তুগাল সম্প্রতি ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিয়েছে দুইরাষ্ট্র সমাধানের সম্ভাবনা টিকিয়ে রাখতে। ইসরায়েল এ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছে। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু এই বিষয়ে দেশে ফিরে মন্তব্য করবেন বলে জানিয়েছেন। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের পর থেকে পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি বসতি ক্রমশ বেড়েছে, যা ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র গঠনের জমিকে খণ্ডিত করছে। আগস্টে বিতর্কিত ই–১ প্রকল্প অনুমোদন পেয়েছে, যা পশ্চিম তীরকে পূর্ব জেরুজালেম থেকে বিচ্ছিন্ন করবে। প্রায় ৭ লাখ ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারী এখন পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুজালেমে বসবাস করছে, যেখানে ২৭ লাখ ফিলিস্তিনি রয়েছে। আন্তর্জাতিকভাবে এসব বসতিকে অবৈধ ধরা হলেও ইসরায়েল ঐতিহাসিক ও নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে তা অস্বীকার করছে।

এদিকে গাজায় প্রায় ২ বছর ধরে চলা যুদ্ধ থামাতে যুক্তরাষ্ট্র ২১ দফার শান্তি পরিকল্পনা উপস্থাপন করেছে। ট্রাম্প বলেন, ‘জিম্মিদের মুক্তি ও শান্তি আনার বিষয়ে আলোচনা চলছে। সংঘাতে ইতিমধ্যে ৬৫ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে, গাজার কিছু অংশ দুর্ভিক্ষে ভুগছে এবং আন্তর্জাতিক সাহায্য পাঠানোর চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।’

সাংবাদিকের রোজনামচা

শ্রীতীরন্দাজ

মন্ত্রীত্বে রোবট

জোটবদ্ধ মানব সভ্যতার অঙ্গ হয়ে উঠেছে শাসনব্যবস্থা। আর শাসন ক্ষমতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এসেছে দুর্নীতি ও স্বজন পোষণ। বিজ্ঞান সভ্যতাকে যত চকচকে করেছে তত চতুর হয়েছে ভ্রষ্টাচার। মানুষ নিজেই হারিয়ে ফেলেছে তাকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা। তাই আলবেনিয়ায় দুর্নীতি রোধক মন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন এক রোবট মন্ত্রী। যাঁর নাম দিয়েল্লা। সমস্ত টেন্ডার পাশ করে ওয়ার্ক অর্ডার দেবেন মন্ত্রী দিয়েল্লাই। চলবে না কোনো তদবির। সাবাস আলবেনিয়া! আমরা কি ভাবছি কিছু.....

পরিযায়ী ভোটার

বাড়ি ঘর এ রাজ্যে, কাজের সূত্রে বাস করেন অন্য রাজ্যে। এদের বলে পরিযায়ী শ্রমিক। নির্বাচন কমিশনের মতে পশ্চিমবঙ্গের ১০টি রাজ্যে এমন পরিযায়ী ভোটারের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। এসআইআর শুরুর আগে এদের সবিস্তার তথ্য জোগাড় করে রাখতে রাজ্যের সিইওদের নির্দেশ দিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। লক্ষ্য এদের কাছে যাতে পৌঁছানো যায় ভোটার নিরীক্ষণের আবেদনপত্র। ভোটের সময় কোন বুথে কত পরিযায়ী, কতজন ভোটে অংশগ্রহণ করছে সব তথ্য রাখতে চায় কমিশন। তবে শেষ পর্যন্ত বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো হবে না তো!

ভ্রষ্টশ্রী

দুর্নীতি ও স্বজন পোষণ বড় মোহময়। এ মোহে ডুবে দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট হ্যান্ডিক্রাফটস কোঅপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড বা বঙ্গশ্রী এখন ভ্রষ্টশ্রী। তারা নাকি বিশেষ একটি সংস্থাকে সুবিধা পাইয়ে দিতে টেন্ডার ছাড়াই দমকলের জন্য নিম্ন মানের জুতো কেনার তোড়জোড় করে। তবে পুরো প্রক্রিয়াটাই বাতিল করে দিয়েছে দমকল বিভাগ। এর আগে দমকলের পোশাক নিয়েও উঠেছিল অনিয়মের অভিযোগ। দমকলের উর্দিতে গ্যারাকলের ছোঁয়া, সৌজন্যে দুর্নীতিবাজ প্রশাসন। কুকীর্তির পিছনে কোনও অনুপ্রেরণা কাজ করেনি তো!

আজব আবদার

পাওনা টাকা না দিয়ে রাজ্যকে বঞ্চনা করছে রাজ্য। বাম থেকে তৃণমূল, বাংলায় এ ভাঙা রেকর্ড চলছেই। সেই আমলে জ্যোতিবাবু থেকে এই আমলে মমতা দিদি বারবার দিল্লি গিয়েও সে খিদে মেটেনি। কাজ হয়নি প্রতিবাদ, ধর্নাতেও। কংগ্রেস–বিজেপি কোনো সরকারই শোনে নি এঁদের কথা। তার মধ্যে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রী কলকাতায় এসে রাজ্যকে টাকা দেওয়ার হিসাব দিয়ে যেতেই রাজ্যের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অমিত মিত্র দ্বারস্থ হয়েছেন ব্যবসায়ীদের, মার্চেন্ট চেম্বারের এক সভায় কাতর আবেদন করেছেন, আপনারা কেন্দ্রের কাছে তদবির করুন রাজ্যের পাওনা আদায়ে। ব্যবসায়ীরা মহা ফাঁপরে। এ কেমন আবদার রে বাবা!

সাগরে খবরের কাগজের প্রতিমা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনার গঙ্গাসাগর গোবিন্দপুর লিটিল স্টার সংঘের পুজো এবার দশম বছরে পদার্পণ করল। এ উপলক্ষে তারা অভিনব প্রতিমা এবং মণ্ডপ সজ্জার মাধ্যমে দর্শনার্থীদের জন্য এক বিশেষ আকর্ষণ তৈরি করেছে। এই বছরের প্রতিমা সম্পূর্ণভাবে পুরোনো খবরের কাগজ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে, যা পরিবেশবান্ধবতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মণ্ডপের সামনে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে আসন্ন গঙ্গাসাগর সেতুর একটি মডেল, যা এই অঞ্চলের মানুষের কাছে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। এই থিমের মাধ্যমে পুজো উদ্যোক্তারা স্থানীয় সংস্কৃতি এবং উন্নয়নের প্রতি তাদের অঙ্গীকার তুলে ধরেছেন।

২৩ সেপ্টেম্বর নামখানা থেকে নৌকাযোগে প্রতিমা গোবিন্দপুর ঘাটে নিয়ে আসা হয়। সেখানে গ্রামের মহিলারা শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনি দিয়ে বরণ করে নেন। এরপর এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে প্রতিমা পূজামণ্ডপে স্থাপন করা হয়। এই শোভাযাত্রায় গ্রামের সকল বয়সের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ উৎসবের আমেজকে আরও বাড়িয়ে তোলে।

সদস্যরা আশা করছেন, খবরের কাগজের প্রতিমা এবং গঙ্গাসাগর সেতুর থিম দর্শনার্থীদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি করবে। পূজো মণ্ডপ ইতিমধ্যেই স্থানীয়দের নজর কেড়েছে এবং আগামী দিনে দর্শনার্থীদের ঢল নামবে বলে মনে করা হচ্ছে।

ডায়মন্ড কাঁচের দেবী পূজিত হবেন সুন্দরবনের পঞ্চমুখানি নদীর তীরে

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের ঝড়খালি কোষ্টাল থানা এলাকার বাঁশিরাম বাজারে অপরুপ সৌন্দর্য্যের সুন্দরবনের প্রাকৃতিক পরিবেশে পূজিত হবেন ডায়মন্ড কাঁচের দশভূজা দেবী। বাজারের পাশেই বয়ে চলেছে সুন্দরবনের পঞ্চমুখানি নদীর বিদ্যাধরীর শাখা। জেলা সহ কলকাতা শহরের বড় বড় পুজো মণ্ডপকে টেক্কা দিয়ে মেদনীপুরের হলদিয়ার মৃৎশিল্পী সুভাষ জানার হাতের যাদুতে সম্পূর্ণ ডায়মন্ড কাঁচের তৈরি প্রতিমা ও চন্দননগরে আলোক সজ্জায় ঝলমল করবে মণ্ডপে। এছাড়াও স্টীলের চামচ আর ডায়মন্ড কাঁচের সংমিশ্রণ মন্ডপের ভিতরে এবং বাইরের

জৌলুস সৌন্দর্য্য বাড়িয়ে তুলবে কয়েকগুণ। বিগত বছরগুলোর ন্যায় শাস্ত্রীয় মতে এই মন্ডপে মহা পঞ্চমীতে দেবীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে পুরোহিত অলিক চক্রবর্তীর পবিত্র মন্ত্রোচারণের মধ্যদিয়ে।

সম্পাদক ডাঃ রমেশ মাঝি জানিয়েছেন, 'আমাদের মূল উদ্দেশ্য প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে সুন্দরবন ও সুন্দরবনের বন্যপ্রাণ রক্ষা করা। এছাড়াও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা নিয়ে আগামী প্রজন্মের জন্য সবুজ পরিবেশ গড়ে তোলার আহ্বান। তাছাড়াও রয়েছে রক্তদান উৎসব। যেখানে সমাজের প্রতি আমরা দায়বদ্ধ। এক ফোঁটা রক্তে একটি জীবন বাঁচবে। রক্তদাতা সহ পুজো মণ্ডপে দর্শনার্থীদের হাতে প্রায় ২০০০ ম্যানগ্রোভ চারাগাছ তুলে দেওয়া হবে। এছাড়াও পুজো কটাদিন রয়েছে বিভিন্ন ধরণের মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সুন্দরবনের বুক থেকে হারিয়ে যাওয়া পুতুল নাচ, ঝুমুরগান, ম্যাজিক শো সহ যাত্রাপালা।'

দিগসুই গ্রামে অস্ত্রহীন দুর্গার আরাধনা

মলয় সুর : মগরার দিগসুই ডঃ বি আর আম্বেদকর সেবা সমিতির অনাথ আশ্রমে দেবী দুর্গা পূজিত হন অস্ত্রহীন রূপে। এখানে প্রথাগত নিয়মের বাইরে দেবী দুর্গার আট হাতে কোনো অস্ত্র নেই। কেবলমাত্র দুই হাতে ধরা ত্রিশূল। যা হিংসা, ক্ষোভ ও বিদ্বেষকে বিনষ্ট করবে। দেবীর বাহন সিংহ এখানে স্নিগ্ধ ও দেবীর পায়ের নিচে কৃপাপ্রার্থী মহিষ। অসুরের হাতেও কোন অস্ত্র নেই। মায়ের পায়ের নিচে দয়ালু অসুর। তার হাতে রয়েছে একটি কালো কাপড়। সেই কাপড় স্পর্শ করছে দেবীর দুই হাতে ধরা ত্রিশূল। কালো কাপড়টি এখানে অশুভ শক্তি প্রতীক। দেবীর বাহন সিংহ এখানে শান্ত। অনাথ আশ্রমে এক চালার প্রতিমা সম্প্রীতি, ভালোবাসা ও ক্ষমার প্রতীক। এখানে কোন বলি প্রথা নেই, হয় কুমারী পুজো। সেই পুজোয় রোশন

আলী, রাজু খানদের মতই পুজোতে পুরোদস্তুর হাত লাগান স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধবী বাগ, ঝুমা বাগ, ভোলা ও রাজকুমাররা। ১৪ বছর ধরে আশ্রমে দুর্গাপূজা হচ্ছে।

সেবা সমিতির প্রতিষ্ঠাতা তথা কর্ণধার সৌমেন প্রামাণিক বলেন, এখানে এখন পুজোয় উৎসবের আনন্দ অনুভব হয়। সবার দুঃখ– কষ্টের ভাগীদার হই সকলে মিলে। এখানে ৫৭ জন ছেলে ও ১২ জন মেয়ে রয়েছে। ২০০৫ সাল থেকে আশ্রম শুরু হয়েছে। সকলে পড়াশোনার পাশাপাশি হাতের কাজ শিখে উপার্জন করে। এখানে চটের ব্যাগ তৈরির কাজ শিখিয়ে স্বনির্ভর করা হচ্ছে। অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা দীপা সরকার প্রামানিক বলেন, অনাথ আশ্রমের আবাসিকদের প্রচেষ্টাতেই দুর্গাপুজোর প্রচলন হয়। তারপর থেকেই দেবী দুর্গার শান্তি ও ক্ষমার প্রতীক হিসেবে পূজিত হন। এখানে দেবী দুর্গা তার সন্তানদের আশীর্বাদ করছেন। বৃহস্পতিবার চতুর্থীর দিন সন্ধ্যায় হুগলির সাংসদ রচনা ব্যানার্জি এখানকার প্রতিমা উদ্বোধন করেন। আম্বেদকর সেবা সমিতি স্থানীয় গ্রামের গৃহবধূদের জীবনযাত্রার মান অনেক বদলে দিয়েছে।

৬০০০ পাখির বাসা দিয়ে পুজো মণ্ডপ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কোকিলের কু হু কু হু ডাক কিংবা শালিকের কিচির মিচির শব্দ পুজো মণ্ডপের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। চড়ুই থেকে চিল। শকুন থেকে শালিক। সবই আজ প্রায় বিলুপ্তির পথে। মানব সভ্যতার যত উন্নতি হয়েছে, ততই হারিয়ে গিয়েছে গ্রামগঞ্জের মাঠে–ঘাটে ঘুরে বেড়ানো পাখিরা। আধুনিক সভ্যতার ফলে সবথেকে বিলুপ্তির পথে এইসব পাখিরা। বেশ কিছু পাখি ইতিমধ্যেই অস্তিত্বের সংকটে। বিলুপ্তি প্রায় প্রজাতির পাখিদেরকে বাঁচাতে এবং সমাজ ও পরিবেশের প্রয়োজনে তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে ৭৭ তম বর্ষে ক্যানিং হাইস্কুল পাড়া সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটির এবারের ভাবনা 'উড়তে মোদের মানা'। স্বাধীনতার পর এই পূজা চালু হয়।

প্লাইউড এবং মাটি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে এবারের পুজো মন্ডপ। মাটিকে ও পরিবেশকে বাঁচাতে পুরোপুরি প্লাস্টিকের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা

হয়েছে। পাশাপাশি মণ্ডপের চারিদিকে ৬০০০ মাটির ভাঁড় দিয়ে কৃত্রিম ভাবে তৈরি করা হয়েছে পাখির বাসা। সেখানে থাকবে শালিক, শকুন, চিল, চড়ুই, ময়না, তোতা, কাক, পানকৌড়ি, বক, শঙ্খচিল, কোকিল, পেঁচা, পায়রা সহ বিভিন্ন প্রজাতির পাখি। যা পুজো মণ্ডপের অন্যতম আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু।

কমিটির সম্পাদক অরিত্র বোস বলেন, 'সমাজ ও মানব সভ্যতা এগিয়ে চলার ফলে তৈরি হচ্ছে উঁচু উঁচু টাওয়ার, বিল্ডিং বসতবাড়ি। যার জন্য বিপন্ন হচ্ছে চড়ুই শকুন ও চিলের মত পাখিরা। তাদের বাঁচাতে ও মানুষকে সচেতন করতে এবারের ভাবনা 'উড়তে মোদের মানা'। ৭৭ তম বর্ষের পুজো উপলক্ষ্যে বিভিন্ন প্রজাতির খাঁচায় বন্দি ৭৭টি জীবন্ত পাখিকে পিঞ্জর মুক্ত করা হবে উদ্বোধনের দিন মহাচতুর্থীতে।'

কলকাতা বডিগার্ড লাইন্স আবাসিক পুজা কমিটির পূজা এবার ৭৫ তম বর্ষে পদার্পণ করল। এবার এই পুজো কমিটির থিম দীঘার জগন্নাথ মন্দির। ৮৫ ফুট মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে অবিকল দীঘার জগন্নাথ মন্দিরের আদলে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি ইতিমধ্যেই এই মন্ডপের উদ্বোধন করেছেন। এই পূজা কমিটির এবারে মন্ডপ নির্মাণ করছেন চিত্তরঞ্জন জানা। শিল্প ভাবনায় আছেন আশীষ গুছাইত। শিল্পী আশীষ গুছাইত জানালেন যে, প্রায় ২০ জন সহযোগী শিল্পী নিয়ে তিনি এই মন্দির গড়ে তুলেছেন। ঝড়–বৃষ্টিতে যাতে মণ্ডপের কোন ক্ষতি না হয় তারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। মূল মণ্ডপের ভেতরে দুর্গা প্রতিমা বিরাজ করবে আর বাইরে একটি ছোট্ট মণ্ডপে জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রারও মূর্তি রাখা হবে। এই ঐতিহ্যশালী পূজা কমিটির সভাপতি হলেন শুভঙ্কর ভট্টাচার্য্য এবং সম্পাদক হলেন মহাদেব কবিরাজ।

হাওড়া জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত সিদ্ধেশ্বর শঙ্করপল্লী মঙ্গল সমিতির পুজো এ বছর ৫০ তম বর্ষে পদার্পণ করলো। সকলের নজর কেড়েছে এবছরের থিম সেকালের ইন্ডিয়া ডাক পরিষেবা এবং এখনকার সোশ্যাল মিডিয়া।

ছবি : সঞ্জয় চক্রবর্তী

জয়নগর তিলি পাড়া স্পোটিং ক্লাবের ২৮ তম বর্ষের দূর্গাপুজোর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর বিধানসভার বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস, জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার, ডাক্তার জগদিন্দু ব্যানার্জী, পুজো কমিটির সভাপতি তথা স্থানীয় কাউন্সিলার চিন্ময় দে।

বাটানগরে টেকনো ইন্টারন্যাশনাল হ্যাকাথন

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রতি বছরের মতো এই বছরেও টেকনো ইন্টারন্যাশনাল বাটানগরে আয়োজিত হল ইন্টারন্যাল 'হ্যাকাথন' প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মনোনীত করা হবে আগামী ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত জাতীয় স্তরের স্মার্ট ইন্ডিয়া হ্যাকাথন প্রতিযোগিতার জন্য। সোমবার প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব বোর্ড রুমে এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন কলেজের ভাইস চেয়ারম্যান আরএন লাহিড়ী, অধ্যক্ষ ডঃ অশোক কুমার নস্কর এবং নির্দেশক তাপস শতপথী প্রমুখ। প্রতিযোগিতার প্রাথমিক পর্বে জমা পড়া বিষয়ভাবনাগুলির

মধ্যে ঝাড়াই বাছাই করে ২৫টি দলকে চূড়ান্ত পর্যায়ে উপস্থাপনার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। উন্নত কৃষিব্যবস্থা, নারীসুরক্ষা থেকে শুরু করে স্বয়ংক্রিয় শিক্ষা পরিচালনা ব্যবস্থার মত একাধিক বিষয়ে আধুনিক ও উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা উঠে এসেছিল ছাত্রছাত্রীদের উপস্থাপনায়। প্রতিযোগিতায় ছাত্রীদের অংশগ্রহণও ছিল চোখে পড়ার মত। প্রতিযোগিতার বিচারক হিসেবে উপস্থিত বিশিষ্ট প্রযুক্তি বিশারদ ও শিক্ষাবিদেরা প্রকল্পগুলির গুণমানের ভূয়সী প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠানে ব্যাপক সাড়া পাওয়ায় ভবিষ্যতে প্রতিযোগিতাটিকে আরো বিস্তৃত আকারে আয়োজিত করার ইচ্ছে প্রকাশ করেন কলেজ কর্তৃপক্ষ।

ক্যানিংয়ের গোলকুঠি পাড়া মিলনী সংঘের পুজো শতবর্ষের দোড়গোড়া। ৯৯ তম বর্ষের ভাবনা 'কল্পনার আলপনা'। মন্ডপ সজ্জায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে গ্রাম বাংলার হারিয়ে যাওয়া আলপনা। রয়েছে চন্দন নগরের আলোকসজ্জা। পুজো কর্তা বিপ্লব ঘোষ জানিয়েছেন, 'অপরুপ দর্শনীয় প্রতিমা সকলেরই মনোরঞ্জন করে তুলবে। তাছাড়া অন্যান্য বছরের তুলনায় এবছর দর্শনার্থীদের ভীড় বাড়বে প্রচুর। কারণ পুজো উদ্বোধনের আগেই বৃষ্টি উপেক্ষা করে দর্শনার্থীদের ঢল নেমেছে। যারফলে দর্শনার্থীদের কথা মাথায় রেখে তৃতীয়াতেই মন্ডপের দ্বার খুলে দেওয়া হয়েছে।'

সোনারপুর বলাকার দুর্গোৎসব ৬৩ বর্ষে

নিজস্ব প্রতিনিধি : মহাচতুর্থীর পুণ্যলগ্নে বলাকা সংসদ ও পাঠাগার ক্লাবের পুজোর শুভ উদ্বোধন করলেন জাহাঙ্গীর খান ও বিশিষ্ট সমাজসেবী অশোক চ্যাটার্জী। ক্লাবের কর্ণধার ও সম্পাদক রণজিৎ রায় জানান, তাদের এবার ভাবনা 'চেতনা'। এখনকার সময়ে মোবাইল ফোনের জন্য সেটা সম্পন্ন বিপন্ন। ৮ থেকে ৮০ প্রত্যেকেই এখন মোবাইল ফোনে আসক্ত। এই মোবাইল ফোন ও নেটওয়ার্কের আগ্রাসি বিস্তারের জন্য পরিবেশও বিপন্ন হচ্ছে। আমাদের চারিদিকে চেনা পাখিরা আস্তে আস্তে এগিয়ে চলেছে বিলুপ্তির পথে। কিন্তু কোথাও মানুষ এ নিয়ে অচেতন।

এইসবই উপস্থাপন করা হবে মণ্ডপে।' তিনি আরো জানান, এবারের বাজেট ২২ লাখ টাকা। উৎসব শেষে বলাকা সংসদ ও পাঠাগারের তরফ থেকে দুস্থ, অসহায় মানুষদের বস্ত্র,কম্বল বিতরণ করা হয় প্রতিবছরই।

২১ সেপ্টেম্বর দেবী পক্ষের সূচনায় সাহুডাঙ্গী রামকৃষ্ণ মিশন পক্ষ থেকে ৮০০ জনকে দরিদ্র ও দুস্থ এলাকাবাসীর হাতে শাড়ি তুলে দেওয়া হয়। এদিনের এই মহতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান সম্পাদক মহারাজ স্বামী নরেসানন্দ জানান 'পুজোর আগে দরিদ্র মায়েদের হাতে পুজোর আনন্দে মেতে উঠতে পারে তার একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী ও স্বেচ্ছাসেবকরা।

তথ্য : জয়ন্ত চক্রবর্তী

আলিপুর বার্তা

শারদীয়া ১৪৩২

আধ্যাত্মিক

ড. সুবোধকুমার চৌধুরী, কৃষ্ণচন্দ্র দে

এক্সক্লুসিভ

জাদুশিল্পী পি সি সরকার জুনিয়র,
ড. জয়ন্ত চৌধুরি, জয়ন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়

গল্প লিখেছেন

কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়, অরুণোদয় ভট্টাচার্য্য, শেফালী সরকার, সুখেন্দু হীরা, পূর্বাশা মণ্ডল, সিদ্ধার্থ সিংহ, সোহম বড় পণ্ডা, শ্যামল সাহা, শৌভিক গাঙ্গুলী, সুকুমার মণ্ডল,প্রণব গুহ, অরিন্দম আচার্য, কৌশিক রায়চৌধুরী, দ্যুতিমান ভট্টাচার্য্য

প্রবন্ধ লিখেছেন

দীপককুমার বড় পণ্ডা, উজ্জ্বল সরদার, অভিমন্যু দাস, বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, অসীম কুমার মিত্র, পাঁচুগোপাল মাজী

সিনেমা

ড. শঙ্কর ঘোষ, বিধান সাহা, প্রবীর নন্দী

স্বাস্থ্য

ডা. মানস কুমার সিনহা
ডা. প্রাণকৃষ্ণ প্রামানিক

ভ্রমণ

প্রিয়ম গুহ, প্রীতম দাস, অভ্রনাথ পাল, শুভম দে

খেলা

মলয় সুর

কবিতা লিখেছেন

শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়,স্মৃতি দত্ত, নির্মল কুমার প্রধান, অশোকা পাঠক, বিবেকানন্দ নস্কর, ভরত বৈদ্য, ভীম ঘোষ, সঞ্জয় চক্রবর্তী, গৌর দত্ত পোদ্দার, আরতি দে, নন্দিতা সিনহা, পার্থসারথি সরকার, স্বস্তিকা ঘোষ, লক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্য্য, স্বপন দাস, ডা. অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, সৌমিত্র কুণ্ডু, রীতা ঘোষাল, ড. আশোক কুমার ভট্টাচার্য্য, কানাই লাল সাহু, সুজিত দেবনাথ, মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল, অসীম চক্রবর্তী, দত্তা রায়, সুদীপ কুমার চক্রবর্তী, কল্যাণ রায়চৌধুরী, কুনাল মালিক, অরুণ কুমার মান্না, টুবলু দত্ত, অভিনন্দন মাইতি, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়

কমিউনিটি সেন্টারে'র দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০২২ সালের ২০ মে মহানাগরিক 'সিটিজেনস্ পার্ক ফেজ টু'তে একটি কমিউনিটি সেন্টার তৈরির প্রস্তাব মঞ্জুর করেছিলেন বলে জানান দক্ষিণ কলকাতার ৬৮ নম্বর ওয়ার্ডের পৌর প্রতিনিধি সুদর্শনা মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন, সেই সময় মহানাগরিক জমি সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু আইনি সমস্যার কথা জানিয়েছিলেন। স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধি মহানাগরিকের জ্ঞাতার্থে জানান, কেএমডিএ থেকে সেই আড়াই বিঘা জায়গাটি ঘিরে তারা বোর্ডও টাঙিয়ে দিয়েছে। এদিকে, চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে ওই জায়গাটি কেএমডিএ থেকে কলকাতা পৌরসংস্থাকে হস্তান্তরের প্রক্রিয়াও সম্পন্ন হয়েছে। এমতাবস্থায় যেহেতু দক্ষিণ কলকাতার এই ৬৮ নম্বর ওয়ার্ডে কোনও কমিউনিটি সেন্টার নেই এবং একটি বৃহদায়তন জমিও চিহ্নিত রয়েছে এবং ২০১৮ সালে সিটিজেনস্ পার্কের দ্বারোদঘাটনের সময় থেকে স্থানীয় বাসিন্দারা কমিউনিটি সেন্টারের অপেক্ষায় রয়েছেন।

এবিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, '৬৮ নম্বর ওয়ার্ডস্থিত সিটিজেনস্ পার্কটি প্রায় ৩৪.৫ কাঠা জমিতে কলকাতা নগরোন্নয়ন সংস্থা তৈরি করে ছিল। এই পার্কটি যখন তৈরি হয়, তখন ওখানে গ্যারেজ ছিল এবং আশেপাশে প্রচুর নোংরা ঠাঁই হয়ে পড়ে ছিল। তখন স্থানীয় বাসিন্দা কলকাতা পৌরসংস্থার প্রাক্তন মহানাগরিক সুব্রত মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন, এখানে প্রাতর্ভ্রমণ বা ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়েদের খেলাধুলোর কোনও জায়গা নেই। তাই এই নোংরা আবর্জনায় ভরা এই জায়গাটি পরিষ্কার করে দিলে ভালো হয়। তখন ২০১৮ সালে জায়গাটি পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন করে কেএমডিএ পরিচালিত ওই 'সিটিজেন্স পার্ক'টি তৈরি করা হয়েছিল।

মহানাগরিক এদিন আরও জানান যে, 'সাম্প্রতিককালে কেএমডিএ–এর পক্ষে ওটাকে রক্ষণাবেক্ষণের একটু অসুবিধা হওয়ায় ওরা ২০২৪ সালের ২০ ডিসেম্বর এই পার্কের জায়গাটি কলকাতা পৌরসংস্থাকে হস্তান্তরিত করে। সুতরাং সিটিজেন্স পার্কের জায়গাটিই বর্তমানে কলকাতা পৌরসংস্থার হাতে আছে। কিন্তু স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধি ওই পার্ক লাগোয়া বাদ বাকি যে আড়াই বিঘা জায়গাটির কথাটির কথা বলছেন, যেটাতে ফেজ–টু পার্ক করার কথা। এখন উনি বলছেন ওই জায়গাতে একটি 'কমিউনিটি সেন্টার করার বিষয়ে। সুতরাং এই বিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার সম্মতি হয়ে প্রস্তাব কেএমডিএ–তে গেলে, তখন ওরা নিশ্চয়ই ওই প্রস্তাবের বিষয়ে দেখবে। তবে ওই জায়গাটির সঙ্গে কিছু দোকান ও স্টল ওখানে রয়েছে। যেটার ভাড়ার বিষয়ে আমার জানা নেই। তারপর কেএমডিএ যদি ওই জায়গাটি কলকাতা পৌরসংস্থাকে হস্তান্তরিত করে, তখন কলকাতা পৌরসংস্থা সিদ্ধান্ত নেবে, ওখানে পার্কের এক্সটেনশন করা হবে? না কী স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রয়োজনীয় 'কমিউনিটি সেন্টার হবে? সেটার বিষয় তখন সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে বলে মহানাগরিক এদিন জানান।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে হেরিটেজ গ্রেডেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি মেনে কলকাতা পৌর এলাকার ঐতিহাসিক ভবন 'গ্রেড' দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এর জন্য তৈরি হয়েছে বিশেষ কমিটি। কমিটির এক বড়ো অংশে আছেন, 'হাওড়া শিবপুরের আই আই ই এস টি'র (ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অভ ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি) আর্কিটেকচার দফতরের অধ্যাপকরা। সম্প্রতি

কলকাতা পৌরসংস্থার পৌর মহাধ্যক্ষ ধবল জৈনের উপস্থিতিতে পৌর–হেরিটেজ কমিটির বৈঠক হয়েছে। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, গ্রেড ওয়ান হেরিটেজ ভবন গুলিতে কিউ আর কোড বসানো হবে, যাতে সাধারণ মানুষ সেই ভবনের ইতিহাস ও গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারেন।

কলকাতা পৌরসংস্থার হেরিটেজ দফতর সূত্রে খবর, বর্তমানে কলকাতা শহরের বুকে ১,৩৯২টি হেরিটেজ ভবন রয়েছে। এর মধ্যে ৭১৭টি হেরিটেজ ভবন 'গ্রেড ওয়ান' তালিকায় রয়েছে। অন্যদিকে, ৩০৫টি হেরিটেজ ভবন ও স্থান রয়েছে, যেগুলির 'গ্রেডেশন' এখনও বাকি আছে। সেগুলিকেই কলকাতা পৌরসংস্থা 'গ্রেড' দিতে চলেছে। তবে পুরনো আমলের নির্দিষ্ট বিষয় ধরে এবার এই কাজ হবে না। সংশ্লিষ্ট হেরিটেজের বাজার মূল্য থেকে শুরু করে 'আর্কিটেকচারাল ভ্যালু' পরীক্ষা করা হবে। সংশ্লিষ্ট ভবনের স্থাপত্য বিষয়ক মূল্য, ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও বর্তমান বাজারমূল্য–সহ নানা দিক বিবেচনা করে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। তারপর সার্ভে রিপোর্ট এক্সপার্ট কমিটির হাতে জমা পড়বে। এরপর চূড়ান্ত হবে কাকে কোন্ গ্রেড দেওয়া হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এতোদিন কিছু পুঁথিগত বিষয়ের ওপর নির্ভর করে হেরিটেজের গ্রেড নির্ধারণ করা হতো। এবার তা পুরোটাই হবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে, প্রযুক্তির ওপর নির্ভর করে। শিবপুরের আর্কিটেকচার দফতরের অধ্যাপকরা মূলত এ কাজ করবেন। এরজন্য সমীক্ষা শুরু হবে। তারপর একটি বিশেষ সফটওয়্যারে সমস্ত তথ্য একত্রিত করে বিশ্লেষণ করা হবে। সেখানেই গ্রেডেশন চূড়ান্ত হবে। বর্তমানে শুধু দেশেই নয়, সমগ্র বিশ্বজুড়েই এই বিশেষ সফটওয়্যারের সাহায্যে হেরিটেজ নিয়ে নানা ধরনের কাজ চলছে। তা–ই বলাই যায়, এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি পরীক্ষিত। কলকাতা পৌরসংস্থাও সেই পদ্ধতি অনুসরণ করছে। এই উদ্যোগে শহরের ঐতিহ্য রক্ষার পাশাপাশি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য তা সংরক্ষণের দিকেও এক পদক্ষেপ বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল।

শারদোৎসবে ফুড স্টলের পরীক্ষা

বরুণ মণ্ডল

প্রতি বছরের মতো এবছরও শারদোৎসবের আগে কলকাতা পৌর এলাকার রাস্তার স্থায়ী–অস্থায়ী 'ফুড স্টলগুলিতে খাবারের 'গুণগত মান কী অবস্থায় আছে, তা আরোও একবার পরীক্ষা করে দেখা। সেই লক্ষ্যে এবছরেও প্রথমবার ১৮ সেপ্টেম্বরের অপরাহ্ণে উত্তর কলকাতার হেদুয়া থেকে শ্যামবাজার মোড় পর্যন্ত অংশে রাস্তার ধারের একের পর স্থায়ী–অস্থায়ী 'ফুড স্টল রেস্তোরাঁয় অভিযান চালিয়ে সন্দেহজনক ভেজাল, নিম্নমানের খাবারের নমুনা তুলে এনে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কলকাতা পৌরসংস্থার 'ফুড টেস্টিং ল্যাবরেটরি ভ্যানে খাবারের গুণগত মান পরীক্ষা করালেন কলকাতা পৌরসংস্থার উপমহানাগরিক তথা পৌর স্বাস্থ্য পরিষেবা দপ্তরের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ।

উদ্দেশ্য একটাই, পুজোর দিনগুলিতে বাইরের খাবার খেয়ে শরীর খারাপ যাতে না হয়, সেজন্য আগেভাগে ফুড স্টলগুলিকে সর্তক করা। অতীন ঘোষের বক্তব্য, 'দুর্গাপুজোর আনন্দ যাতে নিরানন্দ না হয় সেজন্য এই উদ্যোগ। তবে বর্তমানে একটা উন্নতি হয়েছে যে, 'ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস্ অথরিটির(এফএসএসএআই) অ্যাপ্রুভাল প্রোডাক্টগুলি রাস্তার স্থায়ী–অস্থায়ী সমস্ত দোকানগুলি ব্যবহার করছে। আর ফ্রিজে থাকা ওভার ডেটেড খাবার দু–একটা দোকান ছাড়া আজ কোথাও পাওয়া যায়নি। দুর্গাপুজো, কালীপুজোর সময়কালে খাবারে নিম্নমানের রঙ মেশানো, ভেজাল মশলাপাতি মেশানো, ভালো করে সিদ্ধ না করে, না ভেজে দ্রুততার সঙ্গে খাবার বিক্রি আবার নষ্ট হয়ে যাওয়া খাবার বিক্রির প্রবণতা বেড়ে যায় এটা প্রমাণিত। এই ধরনের কাজ থেকে খাবার স্টল মালিকদের আগেভাগেই সতর্ক করার জন্য পৌর স্বাস্থ্য পরিষেবা দপ্তর ও পৌর ফুড সেফটি দপ্তরের এই উদ্যোগ।

এদিন, কলকাতার রাস্তার স্থায়ী–অস্থায়ী স্টলে খাবারে ব্যবহৃত মশলাপাতির পেস্ট, সস, কাসুন্দি ইত্যাদির ম্যানুফ্যাকচা ডেট, এক্সপায়্যার ডেট, কোন কোন উপাদান সসটি তৈরি করা হয়েছে সেগুলি ভালো করে দেখেন পৌর ফুড সেফটি আধিকারিকরা। সন্দেহজনক হলেই সেটির নমুনা সংগ্রহ করে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা পৌর ফুড টেস্টিং ল্যাবরেটরি ভ্যানে গুণগতমান পরীক্ষা করা হয়। দুর্গাপুজোর দিনগুলিসহ সারা বছর ভেজালমুক্ত খাবার বিক্রিতে পৌর খাদ্য নিরাপত্তা দপ্তর ও পৌর স্বাস্থ্য পরিষেবা দপ্তর বিভিন্ন সময় শহরের ফুড স্টলগুলিতে প্রয়োজনে অভিযান চালাবে।

রাস্তার হাল পরিদর্শন

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থার কেন্দ্রীয় পৌরভবন সূত্রে খবর, বর্ষা এখনও জারি থাকায় আপাতত দুর্গা পুজোর পরিস্থিতি সামলে তারপর কলকাতা পৌর এলাকার রাস্তার সমস্যা স্থায়ী ভাবে সমাধানের জন্য পরিকল্পনা নেওয়া হবে। দুর্গা পুজোর ১০ – ১২ দিন রাস্তা ঠিক রাখতে কলকাতা পৌরসংস্থার সড়ক এবং ইঞ্জিনিয়ারিং দফতর কলকাতার পৌর এলাকার কোনও জায়গা থেকে (কেন্দ্রীয় পৌরভবনের কন্ট্রোল রুম নম্বর: ২২৮৬–১২১২, ১৩১৩, ১৪১৪, ২২৫২ –০০৩১, ০৪২৩) এই নম্বরে রাস্তা খারাপের খবর এলেই তা দ্রুততার সঙ্গে সারাইয়ের জন্য কলকাতা পৌরসংস্থার কেন্দ্রীয় কার্যালয়–সহ ছড়িয়ে থাকা কলকাতার ১৬টি বরো অফিসে তিন শিফটে 'লেবার গ্যাং মোতায়েন রাখা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় কার্যালয় এবং বরো অফিসে রাস্তা তৈরির পর্যাপ্ত সরঞ্জাম–সহ রোড রোলারও মজুত রাখা হচ্ছে। এবার

দুর্গা পুজোয় বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। তাই পৌর আধিকারিকদের তরফে সংশ্লিষ্ট সমস্ত দফতরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে রাস্তা থেকে নিকাশি পরিস্থিতির উপরে পুজোর দিন গুলিতে সর্বক্ষণ নজরদারি চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পরিত্যক্ত বাড়ির সঙ্গে যুক্ত হবে বকেয়া কর

নিজস্ব প্রতিনিধি: উত্তর কলকাতার বহুদিনের পরিত্যক্ত বাড়ি গুলো গাছপালা ও সাপের উপদ্রবে জর্জরিত। পৌরসংস্থার জঞ্জাল অপসারণ দফতরের কর্মীরা স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে মাঠে নামলে ভীষণ ভাবে বিপদের মুখে পড়তে হচ্ছে। দীর্ঘদিন যাবৎ পরিত্যক্ত

ভাবে পড়ে থাকা এই জায়গা গুলিতে প্রবেশ করতে গেলে কর্মীদের নিরাপত্তা কিভাবে দেওয়া যাবে? বিষাক্ত–বিষধর সাপ ও পোকামাকড় থেকে কিভাবে বাঁচানো যাবে?

উত্তর কলকাতা ১২ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি ডা. মীনাক্ষী গঙ্গোপাধ্যায়ের বক্তব্য, তার ওয়ার্ডের ১৪এ, রাধাকান্ত জু স্ট্রিট, কলকাতা – ৪, ও ১৯৫ রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা – ৪ বিশেষ ভাবে চিহ্নিত এলাকা। স্থানীয় বাসিন্দারা বাড়ি দু'টির প্রতি ভীত। কিন্তু তা সত্ত্বেও একসাথে কাজ করা যাচ্ছে না।

এবিষয়ে স্বাস্থ্য পরিষেবা দফতরের মেয়র পারিষদ উপমহানাগরিক অতীন ঘোষ বলেন, 'কলকাতা পৌরসংস্থার আইন বিভাগ প্রদত্ত 'স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর (এসওপি) অনুসারে বিল্ডিং দফতরের অনুমোদন সাপেক্ষে এবং ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট বিভাগের সহায়তায় পরিত্যক্ত বিল্ডিং এবং বিপজ্জনক বিল্ডিংয়ের ভিতরে ঢুকে ভেক্টর কন্ট্রোলের কাজ করা যাবে। ডা. গঙ্গোপাধ্যায় যে দু'টি ঠিকানার কথা উল্লেখ করেছেন সে প্রসঙ্গে বলি, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিটের জায়গাটিকে পরিষ্কার করার জন্য ৪৯৬ ধারায় নোটিশ জারি করা হয়েছে। এখানে সম্ভাব্য সর্পদংশন বিপদ এড়াতে জঙ্গলাবর্তী ওই জায়গাটি রাজ্য বন দফতরের সাহায্য পরিষ্কার করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। ডা. গঙ্গোপাধ্যায়কে বলি জায়গা পরিষ্কার করার জন্য এক্সিকিউটিভ হেলথ্ অফিসারকে আবেদন করতে হবে।

আর রাধাকান্ত জু স্ট্রিটও ভেক্টর কন্ট্রোলের কর্মীদের নজরদারীতে আছে। ওখানে মশার সম্ভাব্য আঁতুড়ঘর নেই। কোথাও জল জমে নেই। তবে জায়গাটিকে সম্পূর্ণ পরিষ্কার করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। ৮ আগস্ট জায়গাটির মালিকের সঙ্গে এক্সিকিউটিভ হেলথ্ অফিসার, ভেক্টর কন্ট্রোল অফিসার এবং ওয়ার্ড মেডিক্যাল অফিসারের কথাবার্তা হয়েছে। জমিটির মালিক নিজ উদ্যোগে জায়গাটি পরিষ্কার করিয়ে দেবেন বলে আশ্বস্ত করেছেন।

অতীন ঘোষ আর বলেন, যে সমস্ত ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বাড়িতে যাঁদের ৪৯৬ ধারায় নোটিশ করা হয়েছে, তাঁরা যদি নিজ জমির জঞ্জাল পরিষ্কার না করেন। তবে তাদের ৪৯৬ ধারায় কেস করে, তাদের জমির অ্যাসেসি নম্বর ধরে জমির সঠিক মালিককে সনাক্ত করা হবে। তারপর সেই অ্যাসেসি নম্বরে একটা 'আউটস্যান্ডিং' বিল করা হবে, কলকাতা পৌরসংস্থা নিজ উদ্যোগে জায়গাটি পরিষ্কার করে দেওয়ার জন্য।'

কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ও মহাধ্যক্ষ উভয়েরই নির্দেশ দেওয়া আছে যে জঞ্জাল অপসারণ দফতর, ইঞ্জিনিয়ারিং–সিভিল ডিপার্টমেন্ট বা জল সরবরাহ দফতর যেখানে যেখানে যে দফতরের বিষয় আছে, সেই দফতর নির্দিষ্ট কাজটা করে দেবেন। এবং জমিটির নিদিষ্ট অ্যাসেসি নম্বরে যে টাকাটা কলকাতা পৌরসংস্থা নির্দিষ্ট কাজে খরচ করবে, সে টাকা বকেয়া কর হিসেবে সম্পত্তি করে'র সঙ্গে যুক্ত হবে। এই সিদ্ধান্ত লাগু হওয়ার পর থেকেই এখন কলকাতার অধিকাংশ ব্যক্তিগত মালিকানা জমির মালিক তাঁরা নিজ উদ্যোগে কাজটা করে দিচ্ছে। জমির সম্পত্তি করের বিলের সঙ্গে 'আউটস্ট্যান্ডিং ট্যাক্স' যুক্ত হওয়ার ভয়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলি বেশ কিছু বন্ধ সিল করা জঙ্গলাকীর্ণ বাড়ি রয়েছে। যেখানে বিষাক্ত বিষধর সাপের উৎপাত আছে। সেক্ষেত্রে জঞ্জাল অপসারণ দফতরের পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে। উপযুক্ত হ্যান্ড গ্লাভস ও গামবুট ইত্যাদি সর্প প্রতিরোধীমূলক ব্যবস্থা নিয়ে তবেই আমরা কাজ গুলি করবো বলে স্বাস্থ্য পরিষেবা দফতরের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ জানান।

বায়োকেমিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের আধুনিকীকরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : অ্যালোপ্যাথি, আয়ুর্বেদ, ইউনানি, সিদ্ধাই ইত্যাদি চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতো 'বায়োকেমিক চিকিৎসা'ও একটি স্বতন্ত্র চিকিৎসা বিজ্ঞান। জীবরসায়ন বিজ্ঞানকে কেন্দ্র করে মাত্র ১২টি ওষুধ দ্বারা জয়যাত্রা শুরু হওয়া 'বায়োকেমিক চিকিৎসা' একটি স্বতন্ত্র অভিনব চিকিৎসা বিজ্ঞান। ২০ সেপ্টেম্বর বায়োকেমিক চিকিৎসক ডা. সি ভট্টাচার্য্য বলেন, ১৮৭৩ সালে জার্মান চিকিৎসা বিজ্ঞানী ডা. ডব্লু এইচ সুসলা এই চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কার করেন এবং ভারতীয় বায়োকেমিক চিকিৎসা বিজ্ঞানীদ্বয় ডা. কে. ভৌমিক ও

ডা. আশুতোষ দত্ত এই চিকিৎসা বিজ্ঞানকে আধুনিকরূপে উপস্থাপিত করেন। এরাজ্যে রাজ্য পঞ্জিকৃত কয়েকটি কাউন্সিলে এই বিজ্ঞান পড়ানো হয়। তার মধ্যে অন্যতম হল কোচবিহার জেলার খাগড়বাড়িস্থিত 'বায়োকেমিক এডুকেশন সেল অ্যাসোসিয়েশন নামক সংস্থাটি। এখানে পড়ার শেষে পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের ডিবিএমটি, ডিবিএমএস, ডিএমবিএস, বিবিএমএস, বিবিএমটি, বিএমবিএস, এফডব্লুটি অ্যান্ড পিইটি, আরএমপি(বিএমটি), এমডি(বিএমটি) ইত্যাদি ডিগ্রি প্রদান করা হয়। নির্দিষ্ট সময় সাপেক্ষে পঠন–পাঠনের মধ্য দিয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে, এগুলো অর্জন করতে হয়।

চেতনা : সোমবার রাতের তুমুল বৃষ্টিতে জল জমে গিয়েছিল হাজরা অটো স্ট্যান্ডের সামনে। সকলকে রেহাই দিতে ড্রেনের আটকে থাকা প্লাস্টিক পরিস্কার করে জল নিকাশীতে সাহায্য করছে খুঁদে এই হাত। শিশুটি সকলকে দিয়ে গেল সামাজিক চেতনার বার্তা। **ছবি : প্রীতম দাস**

প্রণাম: বাসন্তীর ঝড়খালীতে নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির বিবেক জ্যোতি শিক্ষাকেন্দ্রে পালিত হল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ২০৫ তম জন্মদিন।

অনুদান: বজবজ কেন্দ্রীয় দুর্গোৎসব কমিটির পরিচালনায় উদয় সংঘ বজবজ সুভাষ উদ্যান পূজা কমিটিকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির দেওয়া অনুদান ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকার প্রদান করলেন ডায়মন্ডহারবার পুলিশ জেলার সুপার বিশপ সরকার। উপস্থিত আছেন বজবজ পুরসভার চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত সহ পুলিশের ঊর্ধ্বতন আধিকারিকেরা।

সেবাব্রত : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ ২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত বিশালক্ষীতলার আমরা সবাই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে মহালয়ার পূন্যলগ্নে হয়ে গেল স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও রক্তদান শিবির। ৮ম তম বর্ষে এই শিবিরে ১৯০ জন পুরুষ ও মহিলা রক্তদান করেন। বিনামূল্যে ছানি অপারেশন এবং স্বল্প মূল্যে চশমা প্রদান, চক্ষু, চর্ম এবং সাধারণ রোগের পরিষেবা দেওয়া হয় বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের দ্বারা। শিবিরটি পরিচালনা করে বাখরাহাট আপনজন নার্সিংহোম। রক্তদান এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় অনুপ মণ্ডলের দপ্তরে। উপস্থিত ছিলেন বুড়ুল পুলিশ আউটপোস্টের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সুদীপ্ত সান্যাল, বিশিষ্ট শিক্ষক ও সমাজসেবী স্বপন হাতি, মেডিকেয়ার ইউনিট–২ নার্সিংহোমের কর্ণধার মশিউর রহমান, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সদস্য অর্পণ কুমার নস্কর, বিশিষ্ট সমাজসেবী অশোক দাস প্রমূখ। সঞ্চালনা করেন ক্রীড়াপ্রেমী মানস নস্কর। সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান সংস্থার সম্পাদক অনুপ মণ্ডল।

চিত্র ও আলোকচিত্র প্রদর্শনী

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি গগনেনদ্র শিল্পপ্রদশশালায় সৃষ্টির আয়োজিত 'মা' শীর্ষক এক চিত্র ও আলোকচিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েগেল। মা একটি ছোট্ট শব্দ। কিন্তু তার ব্যাপ্তি বিশাল। মা মানে শুধুই জন্মদাতা মা নয়, মা মানে কেবলমাত্র জগৎজননী মা দূর্গার রুপ নয়,একজন চিত্রশিল্পী তাঁর ক্যানভাসে রং তুলির মাধ্যমে বা আলোকচিত্র শিল্পী লেন্সে নারীকে কি ভাবে ফুটিয়ে তোলেন সেটাই ছিল এই প্রদর্শনীর মূল ভাবনা। এই ভাবনা কে অপরূপ ভাবে বাস্তবায়ন করে তুলেছেন শিল্পীরা। ২৬ জন চিত্রশিল্পী ও আলোকচিত্র শিল্পীর মোট ৫৮ টি কাজ এখানে ছিল। প্রতিটি কাজই অনবদ্য। বিশেষ করে রত্নাবলি দত্ত, মহুয়া দাস, অহনা মিশ্র, চন্দ্রেয়ী রায়, দেবায়ুষ দে,সুসমিত মুখোপাধ্যায়, সুমিতা মুখার্জি, দেবযানী সেন, সুব্রত ভৌমিক, পরিচয় মণ্ডল, রণিতা মন্ডল, মৌসুমী দাস, ডা:অভিজিত দে, কাকলি বোস, গোপাল দাসের পেন্টিং যথেষ্ট প্রশংসার যোগ্য। পাশাপাশি আলোকচিত্রশিল্পী সুভাষ দাশগুপ্ত, তাপস রায়, রুমঝুম রায় চৌধুরী, শিবায়ন সিনহা, অভিষেক হেমব্রম, ডা:জয়ব্রত গোস্বামী, প্রণব সরকার, তাপস রায়, শ্রীজয়ী চক্রবর্তী, সুজিত গুহদের ছবি এক কথায় অনবদ্য। পেন্টিং ও আলোকচিত্রের অপূর্ব মেলবন্ধন এই প্রদর্শনীকে এক অন্য মাত্রা এনে দেয়।

পাঞ্চজন্য শারদ সম্মান

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিগত বছরের মত এবছরও পাঞ্চজন্য শ্রেষ্ঠ শারদ সম্মান ২০২৫, সম্মানের সাথে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। শিল্পের টানে, শিল্পীর সন্ধানে শীর্ষক পাঞ্চজন্য শ্রেষ্ঠ সম্মান ২০২৫ এ বাংলার প্রথিতযশা বিচারকরা উপস্থিত থাকবেন। আমরা আনন্দিত আমাদের শারদ সম্মানে বৃহত্তর কলকাতা থেকে ৪৩২টি সামাজিক প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করেছে। ৪৩২ টি সামাজিক প্রতিষ্ঠান থেকে আমরা প্রথম পর্যায়ে ৫০টি দ্বিতীয় পর্যায়ে ২০টি এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে ১২টি সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে নির্বাচিত করবে। চূড়ান্ত পর্যায়ের ১২টি ক্লাবের মধ্যে পাঁচটি মাহেশ্বরী পুরস্কার যার আর্থিক মূল্য প্রত্যেকে ৫০০০০ টাকা ২টি উৎকর্ষণী পুরস্কার যার প্রত্যেক আর্থিক মূল্য ২৫ হাজার টাকা এবং ১টি যশোস্বী পুরস্কার যেটা সেরা সেরা, তাকে আর্থিক মূল্য ১ লক্ষ টাকা প্রদান করা হবে। জয়ন্ত গাঙ্গুলী বলেন, 'আমাদের লোকায়ত শিল্প, আমাদের ঐতিহ্যের কাছে ফিরে যাওয়াই আমাদের শারদ সম্মানের অন্যতম উদ্দেশ্য। আমরা গর্বিত, আর্থিক মূল্যে এবং নান্দনিকতার নিরিখে আমাদের শারদ সম্মান অন্যতম শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রাখে।'

রবির কিরণের 'ঝরিছে শ্রাবণধারা'

সোমনাথ পাল : সম্প্রতি শহরের এক জনপ্রিয় কফি শপে 'রবির কিরণ' সংস্থার সহযোগিতায় ভিসুয়াল অডিও থিয়েটার ও স্টুডিও পিয়ানিসিম, এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়। 'ঝরিছে শ্রাবণধারা' শীর্ষক এই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রসংগীতের আবহে ভরে ওঠে সন্ধ্যা। বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী সায়ন্তনী গুপ্ত তাঁর মাধুর্য্যমণ্ডিত কণ্ঠে মোট ১৫টি গান পরিবেশন করেন। প্রতিটি গান শ্রোতাদের গভীরভাবে স্পর্শ করে। শুধু গান নয়, বাংলা ভাষার সৌন্দর্য ফুটে ওঠে আবৃত্তি ও

ভাষা পাঠের মাধ্যমে। আবৃত্তিকার শুভম মিত্র তাঁর প্রাণবন্ত কণ্ঠে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। অনুষ্ঠানকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলেন যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পীরা। কীবোর্ডে দেবাশীষ সাহা এবং এস্রাজে দেবায়ন মজুমদার, যাদের সঙ্গত পরিবেশনাটিকে অনন্য মাত্রা দেয়। এই সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা প্রমাণ করে, শহরে রবীন্দ্রসংগীত ও আবৃত্তির প্রতি মানুষের অনুরাগ আজও অটুট। 'রবির কিরণ'–এর এই প্রয়াস কেবল বিনোদন নয়, বরং বাংলা সংস্কৃতির বিকাশ ও প্রসারের এক সুন্দর উদাহরণ হয়ে রইল।

নান্দনিক উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৮ সেপ্টেম্বর হাবড়া নান্দনিক নাট্যদলের পক্ষ থেকে 'অন্তিম পর্যায়ের নাট্যোৎসব ২০২৪–২৫'–এর আয়োজন করা হয়। হাবড়া কলতান মঞ্চে প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে ৪ দিনব্যাপী উৎসবের শুভ সূচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত অভিনেতা গোপীকান্ত চট্টোপাধ্যায়, অনুষ্ঠানের উদ্বোধক নাট্য ব্যক্তিত্ব রাজা গুহ, এলাকার পৌরপ্রধান নারায়ণচন্দ্র সাহা ও উপ–পৌরপ্রধান সীতাংশু দাস প্রমুখ। গোপীকান্ত চট্টোপাধ্যায়কে এবছরের নান্দনিক সম্মান প্রদান করা হয়। অভ্যাগতরা জেলার নাট্যচর্চার ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করে উত্তরোত্তর দলের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন। দেনাপাওনা, আমি নটি, দাঙ্গা, শাস্তি, খনন, দেবীগর্জন, তোমার চোখে, রণভূমি ও মেরি মাটি মেরা দেশ নামক মূকাভিনয় সহ মোট ৮টি নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। দলের অন্যতম সংগঠক তিমির বিশ্বাস বলেন, 'বছরভর বিভিন্ন পর্ব অতিক্রম করে আমরা অন্তিম পর্বে এসে পৌঁছলাম। সুস্থ– সংস্কৃতি রক্ষায় একটি সফল, শ্রেষ্ঠ উৎসব আমরা এলাকাবাসীকে উপহার দেবার চেষ্টা করেছি মাত্র। এই নাট্যাভিযান আমাদের জারি থাকবে।'

মাসান্তিক

পুজোর....

গন্ধ

'আয়রে ছুটে আয় পুজোর গন্ধ এসেছে...'এটা এমনি এক গন্ধ যার জন্য বাঙালি সারাবছর অপেক্ষা করে থাকে। এই গন্ধের মধ্যে প্রথমেই আসে কাঁচা বাঁশ আর মাটির গন্ধ যা দিয়ে মৃন্ময়ীর মূর্তি গড়ে ওঠে। এরপর নতুন পুজো বার্ষিকীর গ্রন্ধ। আছে নতুন জামা কাপড়ের গন্ধ। শিউলি ছাতিম বয়ে নিয়ে আসে আগমনের সুবাস। পুজো শুরু হলেই চারদিক ভরে ওঠে ধূপ ধুনোর গন্ধে মায়ের আরতির ক্ষণে। আর সেই রাজ রাজাদের আমল থেকেই আতরের গন্ধে ভরে ওঠে সকলে। এখনো এই আতর বিভিন্ন রাজবাড়ির কাছে বিক্রি হতে দেখা যায়। ফিরিয়ে নিয়ে যায় সেই নস্টালজিয়ায়।

ফুল

কাশবন তার সাথে শিউলির গন্ধ, টগরে সাদা হয়ে আছে গাছ। পুকুরে পুকুরে ভর্তি হয়ে আছে পদ্ম। এসবই জানান দেয় মা দুর্গার আগমন। বিশেষ করে পদ্ম না হলে হবে না পুজো। সন্ধিক্ষণে ১০৮ পদ্ম দিয়ে পুজো না দিলে সম্পূর্ণ হয় না মা দুর্গার আবাহন। বেশিরভাগ পদ্ম প্রস্ফুটিত হয় বর্ধমান জেলায়। এছাড়াও অপরাজিতাও লাগে পুজোতে।

দৃশ্য

জামা কাপড়ের দোকানে ভিড় হলেই বোঝা যায় মা আসছেন। এরপর লরিতে চেপে মায়ের মন্ডপে আগমন। পুজো মানেই ঠাকুর দেখা প্যান্ডেলে ভ্রমণ অনন্য শিল্পকলা চাক্ষুষ করা। আলোক ঝলমল রাস্তা, টুনি বাল্ব আর উত্তর কলকাতার অলিতে গলিতে ১০০ ওয়াটের হলুদ বাল্ব। মানুষের ভিড় উদ্দীপনা আর রাস্তার ধারে বিজ্ঞাপনের হোডিং। রেস্টুরেন্টে কে আগে ঢুকবে তার প্রতিযোগিতা। মোবাইলের ছবি তোলা ভিডিও করা সারাটা বছর যাতে স্মৃতি হয়ে থাকে। তবে যে দৃশ্যটি না হলে পুজো মনে হয় না, তা হল আড্ডা। সে বন্ধু-বান্ধব হোক বা পরিবারের সঙ্গে। ধুনচি নাচে মিতোয়ারা নবমী। সবশেষে কার্নিভালের রেশ কাটিয়ে বরণ শেষে সিঁদুর খেলে বিষাদ ঘন শোভাযাত্রা শেষ হয় গঙ্গার তীরে। উমা সিঁথি ভর্তি সিঁদুর নিয়ে সকলের সাথে সিঁদুর খেলে সন্দেশ খেতে খেতে চললেন তার স্বামীর কাছে। আর বঙ্গ নারীর লাল পেড়ে সাদা শাড়ি আর সিঁদুর মাখা মুখের এ দৃশ্য যেন শক্তির উন্মেষ ঘটায়।

শব্দ

ঠুক-ঠাক হাতুড়ি পেরেকের শব্দ দিয়ে শুরু হয় পুজোর আমেজ।তৈরি হয় কাঠামো, শুরু হয় প্যান্ডেল। তবে আকাশবাণীর বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের গলায় মহিষাসুরমর্দিনী অনুষ্ঠানের স্তোত্র এবং গানের শব্দ বয়ে নিয়ে আসে মায়ের আগমনী বার্তা। এই শব্দ বাঙালির নস্টালজিয়া। এছাড়াও পুজোর শব্দে প্রথম সারিতে রয়েছে ঢাক। ঢাকিদের হাতের বোল-ছন্দে নাচিয়ে তোলে সকলকে। ভেঁপু বা বাঁশি বাচ্চাদের এখনো পুজোর আকর্ষণ। আর আরেকটি চেনা শব্দ হল প্যান্ডেলে স্বেচ্ছাসেবকদের ও পুলিশের হুইসেল ও 'দাঁড়াবেন না', 'এগিয়ে চলুন', 'ছবি তুলবেন না', 'মণ্ডপে হাত দেবেন না'। বন্ধুকে ক্যাপ ফাটানোর শব্দ থেকে শুরু করে বিভিন্ন বনেদি বাড়ির রীতি অনুযায়ী বন্দুক দাগা আর বাজি ফাটানোর শব্দ পুজোকে আরো সমৃদ্ধ করে তোলে। পুজোর কটাদিন প্যান্ডেলে চণ্ডীপাঠ, শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি, কাঁসর-ঘণ্টা আর এর সাথে পুষ্পাঞ্জলী মন্ত্র এবং পুরনো পুজো সংখ্যার গান না হলে পুজোয় যেন খামতি থেকে যায়। তবে শেষ হয় একত্রিত কণ্ঠে 'বলো দুর্গা মাইকি জয়' দিয়ে।

শিল্প

প্রতিমা বানানো থেকে শুরু করে এখন থিম পুজোর দৌলাতে পুজো হয়ে ওঠে শিল্পের সম্ভার। প্যান্ডেল আলো শিল্প পুজোতে তাদের সম্ভার তুলে ধরে। শিল্পের মধ্যে পড়ছে ঠাকুরের যারা সাজ তৈরি করে সেই সব শিল্পীরা। যারা চালচিত্র আঁকেন সেইসব পোটোরা। বাঁশের কঞ্চি দিয়ে চালচিত্র তৈরি করে কলকাতার সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের ধারে, রাস্তাতেই চলে বিকিকিনি। যারা প্রতিমা নির্মাণ করেন তারাও পুজোর এই শিল্পের অন্তর্ভুক্ত। জামা কাপড় তৈরি থেকে শুরু করে জুতো তৈরি সবই পুজোর সময় নতুন দিগন্ত ফিরে পায়। খাবার শিল্প-এর মধ্যে রয়েছে আসলে ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নতি এবং অর্থনীতির পুষ্টিকরণ পুরোটাই বাঙালির এই শ্রেষ্ঠ উৎসবের একটি বাস্তবিক ফলাফল। এছাড়াও ইদানিং পুজোকে ঘিরে পর্যটন শিল্প বেশ মাথা চারা দিয়েছে। এই শিল্পের সাথে কিন্তু ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে সকল জাতি ধর্মের মানুষজন। তাই তো বাঙালি সারা বছর অপেক্ষা করে থাকে গিরি কন্যাকে তার বাপের বাড়িতে স্বাগত জানাতে।

ফ্যাশান

নতুন সাজ আর নতুন জামা কাপড়ে সকলের রং বেরঙের হয়ে ওঠে পুজোর সময়। ফ্যাশন ডিজাইনাররা প্রচুর নতুন নতুন ফ্যাশন দিয়ে পুজোয় তাদের সম্ভার তুলে ধরে। তবে এই পুজোতেই বাঙালি কিন্তু তার সাবেকি পোশাক ভোলেনি ধুতি পাঞ্জাবি শাড়িতে সেই ট্রাডিশন আজও অব্যাহত। বিশেষ করে অষ্টমীতে ধুতি-পাঞ্জাবি ছাড়া বাঙালির ফ্যাশন কিন্তু সম্পূর্ণ হয় না। তবে থিমের কারণে মা দুর্গার ফ্যাশনে অনেকটাই বদল এসেছে, শোলা-জরির সাজ ছেড়ে বিভিন্ন ফ্যাশনে মন্ডপে দন্ডায়মান। তবে মন্ডপে জগজননীর ফ্যাশন একেবারেই বেমানান।

যানবাহন

পুজো মানেই ঠাকুর দেখা আর তার জন্য এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ঘুরে বেড়ানো। পুজোর সময় কলকাতায় ট্রেন মেট্রো বাস ট্যাক্সি দুই চাকা সবই ব্যস্ত থাকে দর্শনার্থীদের এই প্যান্ডেল থেকে ওই প্যান্ডেলে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। বিশেষ মেট্রো-ট্রেন ব্যবস্থা করা হয় যাতে মণ্ডপ ভ্রমনে কারও অসুবিধা না হয়। তবে সবথেকে মূল্যবান জানটি হল হনটোন, সকলের কাছে এটাই বেশ পছন্দের। হাঁটতে হাঁটতে আইসক্রিম খেতে খেতে গল্প করতে করতে প্যান্ডেল ঘুরে বেড়ানো। নতুন জুতোয় পায়ে ফোঁসকা পরে বটে কিন্তু 'কুছ পরোয়া নেহি', পুজো বলে কথা। তাই পায়ের যত্ন নিন।

ভোজ

দুর্গোৎসবের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে ভুরিভোজ। আর বাঙালিকে তো ভোজ দিয়ে যায় চেনা। সারাবছর বিভিন্ন খাবার খেলেও এ কটা দিন বাঙালি খাবার এই মন থাকে সকলের। তবে একসাথে ভোগ খাওয়ার মজাটা কিন্তু বেশ অন্যরকম। পুজোর খাবার বলতে গেলে তাই প্রথমেই মনে পড়বে খিচুড়ি, লাভরা, বেগুনি, পোলাও, আলুরদম, চাটনি, পায়েস, নাড়ু। আবার অনেকের বাড়ির রীতি অনুযায়ী জোড়া ইলিশ ভাজার গন্ধ ভরিয়ে তোলে মন। তবে সব তালিকার প্রথমে আছে পাঁঠার মাংস। বিষাদের সাথে সাথে চন্দ্রপুলি, রসগোল্লা, ঘুগনি বিজয়ার সন্ধ্যার অন্যতম আর্কষণ।

কলিকাতা গ্রামের বারোয়ারী দুর্গোৎসব

অসীম কুমার মিত্র

শহর কলিকাতার উপকণ্ঠে রয়েছে আর এক কলিকাতা। হাওড়া জেলার ১নং ব্লকের অধীন নানা ঐতিহাসিক নিদর্শন সমৃদ্ধ গ্রাম কলিকাতা শহর কলিকাতার চাইতেও প্রাচীন। শহর কলকাতার মতোই গ্রাম কলিকাতাতেও রয়েছে – নিমতলা, ধর্মতলা, বৌবাজার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য স্থান। আজও দেশ-বিদেশের বহু পর্যটক কলিকাতা গ্রামে আসেন এখানকার ঐতিহাসিক স্থান নীলকুঠি, ধর্মরাজের মন্দির দেখতে। কলিকাতা গ্রামের দুর্গাপুজোও বেশ প্রাচীন। গ্রামে একটিমাত্র দুর্গাপুজো হয়। গ্রামের দেয়াশী পরিবার প্রথম এই গ্রামে দুর্গাপুজোর সূচনা করেন। ভদ্রেশ্বর দেয়াশীর পিতা উমেশ দেয়াশী সম্ভবত তাঁদের বাড়ির সদরে প্রথম দুর্গাপুজো শুরু করেন। বেশ কয়েক বছর দেয়াশী পরিবারে পুজো হওয়ার পর কোনো এক সময় এই পরিবারে আর্থিক সংকট দেখা দেওয়ায় পুজো বন্ধ হবার উপক্রম হয়। সে সময় গ্রামেরই কয়েকজনের সহযোগিতায় তৈরি হয় বারোয়ারী গ্রাম কমিটি। দেয়াশী পরিবার এই গ্রাম কমিটির হাতে পুজোর দায়িত্ব তুলে দেন। গ্রাম কমিটি পুজোর স্থান পরিবর্তন করে নিয়ে আসেন ভক্তি খাঁ-র আশ্রমে, যা আজকের 'হরিসভা তলা' নামে পরিচিত। আর

শতাব্দী প্রাচীন এই পুজোয় স্থানীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

এখানেই গত ৮৮ বছর ধরে পুজো অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। গ্রাম কমিটি এই পুজোর দায়িত্ব নেওয়ার সময় থেকেই কলিকাতা গ্রামের মাঠ বিলির টাকায় এই পুজো সম্পন্ন হচ্ছে। আজও সেই প্রথাই চালু আছে। দেয়াশী পরিবারের প্রবীন সদস্য ৮৪ বছরের গোপাল দেয়াশী আজও এই পুজোয় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। বর্তমান গ্রাম কমিটির দু'জন সক্রিয় সদস্য তারাপদ মান্না ও অর্চিতা মান্না এই পুজোর সিংহভাগ দায়িত্ব পালন করেন। সন্ধিপুজোর সময় ১০৮ টি পদ্ম ফুলকে একটি একটি করে মন্ত্রপূত করে দেবীকে নিবেদন করা হয়। বিসর্জনের পর মিষ্টি ও চাল কড়াই ভাজা বিতরণ করা হয়। শতাব্দী প্রাচীন এই পুজোয় স্থানীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন, যা সম্প্রীতির এক বাতাবরণ তৈরি করে। বিগত কয়েক বছর এই পুজো রাজ্য সরকারের পুজো অনুদানের টাকা পাচ্ছে। পুজো মণ্ডপে বস্ত্র বিতরণ ছাড়াও মাস্ক স্যানিটাইজার বিলি করা হয়। পুজোর কয়েকটা দিন সামাজিক সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানও হচ্ছে পূজামণ্ডপে। বর্তমানে থলিয়া গ্রামের মৃৎশিল্পী বিজয় চন্দ্র এখানকার প্রতিমা তৈরি করেন। চিরাচরিত প্রথা মেনে আজও দেবীর বিসর্জন হয় নিকটবর্তী রায়ঘাটে।

বসু বাড়ির ৩০০ বছরের পুজো

কোদালিয়ার বসু বাড়ির ৩০০ বছরের সাবেকি পুজোয় উদ্ভাসিত নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর স্মৃতি। সোনারপুরের কোঁদালিয়ায় নেতাজির স্মৃতি জড়িয়ে আছে বসু পরিবারের প্রায় ৩০০ বছরের এই দুর্গাপুজোর সঙ্গে। এটি শুধুমাত্র পারিবারিক উৎসব নয়, ইতিহাসের এক অমূল্য দলিল। এই পুজোর সূচনা হয়েছিল নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর বাবা জানকীনাথ বসুর হাত ধরে। কটক থেকে কোদালিয়ায় এসে বসবাস শুরু করলে তিনি এই পুজোর প্রথা চালু করেন। আজও সেই একই নিয়মে বসু পরিবারের সদস্যরা এই পুজো করে আসছেন। নেতাজির মা ভগবতী দেবীর উদ্যোগেই এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়। মন্দির প্রাঙ্গণে একদিকে দুর্গাদালান, অন্যদিকে প্রভাবতী দেবীর প্রতিষ্ঠা করা বিষ্ণু মন্দির রয়েছে, যেখানে নারায়ণ শিলা প্রতিদিন পূজিত হয়। দুর্গাপুজোর পাশাপাশি ঘটা করে লক্ষ্মী পুজোও আয়োজন করা হয়। মহালয়ার পরের দিন থেকেই ঘট বসানোর মাধ্যমে

শুরু হয় পূজার আচার। প্রথা মেনে নবমীর দিন আজও কুমড়ো বলির আয়োজন হয়। ইতিহাস বলছে, দেশে থাকলে এবং জেলে না থাকলে নেতাজি স্বয়ং এই পুজোতে হাজির থাকতেন। মায়ের সঙ্গে ঠাকুর দালানে বসে তিনি পুজোর অংশ নিতেন। শুধু তাই নয়, এই বাড়িতে এলে স্থানীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীরা ও তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। ফলে কোঁদালিয়ার এই ঠাকুরদালান হয়ে উঠেছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের এক অনন্য সাক্ষী। আগে মন্দিরেই প্রতিমা তৈরি হত। বর্তমানে প্রতিমা তৈরি হচ্ছে হরিনাভির শিল্পী শুভেন্দু চক্রবর্তীর হাতে, যাঁদের পরিবার বংশপরম্পরায় এই প্রতিমা গড়ে আসছেন। ঐতিহ্য, ভক্তি আর নেতাজির স্মৃতি বুকে নিয়ে আজও সমান মর্যাদায় অনুষ্ঠিত হয় কোঁদালিয়ার বসু পরিবারের দুর্গাপুজো।

মৎস্যজীবি গৃহবধূদের মাতৃ আরাধনা

নদীতে মাছ কাঁকড়া ধরে চলে সংসার। সুন্দরবনের জঙ্গল ঘেঁষা নদীর ধারে ম্যানগ্রোভ বসাতে ডাক পড়ে এঁদের। গ্রামে বাঘ হানা দিলে পাহারা দিতে নেমে পড়েন এঁরা সবাই। হেঁসেল সামলে সময় পেলে নেমে পড়েন সমাজের কাজে। মৈপীঠে এই নারী বাহিনী রয়েছে এবারে দুর্গাপুজোর দায়িত্বে। গ্রামে তাদের পুজো দেখতে ভিড় জমান দূর দূরান্তের মানুষ। মৈপীঠের মধ্য পূর্ব গুড়গুড়িয়া সার্বজনীন পুজো পরিচালনা করেন মহিলারা। সঙ্গে গ্রামের ছেলেরাও সাহায্য করেন। এবার পুজো ৩৮ বছরে পড়েছে। স্থানীয়রা বলেন, নদীতে মাছ-কাঁকড়া না ধরলে আমাদের পেট চলবে না। বনদপ্তর আমাদের ডাকে জঙ্গল ঘেঁষা নদীর ধারে গাছের চারা বসানোর জন্য। বাঘের গর্জন শুনেও আতঙ্ক সঙ্গে করেই কাজ করতে হয়। যেমন আমরা বনবিবির পুজো করি, তেমন মা দুর্গার

আরাধনায় ব্রতী হই। মা আমাদের রক্ষা করবে এই আশায়। পুজোর জন্য অনেক মাস আগে থাকতে প্রস্তুতি নিই। গ্রামে ঘুরে চাঁদা সংগ্রহ করি। পুজোতে সব কাজ আমরাই করি। খাওয়া দাওয়া সব একসঙ্গে হয়। অন্য পাড়ার লোকজনও আসে আমাদের পুজোয়। পুজোয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গ্রামের ছেলে মেয়েরা অংশ নেয়। প্রতিমা বিসর্জনে আমরা ধুমধাম করে মাকে নিয়ে যাই গঙ্গার দিকে। পুজো ঘিরে গ্রামের রাস্তায় মেলা বসে যায়। মণ্ডপের কাজ ঠিক মতো হচ্ছে কি না, হেঁসেল সামলে তাও খতিয়ে দেখে প্রমীলা বাহিনী। মৈপীঠের এই জমজমাট পুজো ঘিরে গ্রামে উৎসবের মেজাজ।

বলির সাথে সাথেই নুয়ে পড়ে জব গাছ

প্রতিপদ তিথিতে রাজনগর ব্লকের তাতিপাড়া হাটতলা গোস্বামীপাড়ার সার্বজনীন দুর্গোৎসবের ঘটনায়নের মাধ্যমে দুর্গাপূজা শুরু হয়ে গেল। এই দুর্গাপুজো প্রায় ৩৫০ বছরের অধিক প্রাচীন। প্রতিপদ থেকেই গোস্বামী পরিবারের সকল সদস্য নবমীর দিন পর্যন্ত নিরামিষ খাবার খান। এছাড়াও বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মঙ্গলঘটের পাশেই ইন্দুর মাটির ওপর জব গাছ রোপন করা হয় ও এই জব গাছ বড় হতে থাকে এবং অষ্টমীর বলি হওয়ার সাথে সাথেই এই জব গাছগুলো নুয়ে পড়ে। গোস্বামীপাড়ার সার্বজনীন দুর্গোৎসবে সুজির মণ্ড করে বলিদান করা হয়। স্বভাবতই গোস্বামীপাড়ার এই সার্বজনীন দুর্গোৎসব বছরের পর বছর মানুষের সাথে মানুষের মেলবন্ধন ঘটিয়ে চলেছে।

তথ্য: অভীক মিত্র

মন্ডপে ইলিশ সচেতনতা

আমাদের সমাজে চরম দারিদ্রতায় আত্মসম্মান নিয়ে মৎস্যজীবীদের বাঁচার লড়াই, মৎস্যজীবীদের জীবন এক চলমান নদী। সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের প্রতিদিন নিজেদের জীবনের সাথে লড়াই পরিবারের মায়া ত্যাগ করে আবারো পরের দিন মাছের সন্ধানে সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া। এই জীবন সংগ্রামের চড়াই উৎরাই ও আস্তে আস্তে ইলিশ ধ্বংসের মুখে সেই গল্পই এবারে তুলে ধরেছে নিউ টাউন সার্বজনীন দূর্গা উৎসব। ডায়মন্ড হারবারের এই পুজো কমিটির শারদ উৎসবের ৫৮ তম আয়োজন – বহমান। বহমান – শুধু একটি শব্দ নয় , এটি মানব জীবনে রূপক। মানব জীবনের সাথে বহমান কিভাবে ওতপ্রোতভাবে জড়িত? শিল্পী সমীর রানা ও ঋত্বিকের ভাবনায় সেই পরিকল্পনার বাস্তবায়ন হবে এই মণ্ডপে।

'বহমান'-শুধু একটি শব্দ নয়, এটি মৎস্যজীবীদের জীবনের রূপক। তারা চলেছেন, আজও চলেছেন, এবং কালও চলবেন-প্রতিটি ঢেউয়ের সঙ্গে, প্রতিটি দুঃখের পাশে, প্রতিটি আশার আলোয়। তাদের জীবন আমাদের অনেক কিছু শেখায় – কীভাবে প্রকৃতির সঙ্গে লড়ে টিকে থাকা যায়, কীভাবে অভাবেও সম্মান নিয়ে বাঁচা যায়।

পুজো মণ্ডপে ইলিশ রক্ষার বার্তা দেবে ৫৮ তম বর্ষের ডায়মন্ড হারবার নিউটাউন সর্বজনীন। মানব জীবনের আমাদের বেঁচে থাকার অন্যতম মাধ্যম কিন্তু খাওয়া-দাওয়া। আর বাঙালির খাওয়া-দাওয়ার কথা বললে তো মাছের কথা ভুলে গেলে চলবে না। মাছের নাম যদি ইলিশ হয়! তাহলে তো কোন কথাই নেই। তাই ইলিশ সহ নদী ও সমুদ্রে ক্রমশ বিলুপ্ত হতে থাকা মাছের খবরাখবর তুলে ধরা হবে মণ্ডপে। উদ্যোক্তারা জানান, 'বছরের পর বছর ধরে খোকা (ছোট) ইলিশ ধরার প্রবণতা চলছে। ফলে মাছ বড় হতে পারে না। প্রজনন কমে আসছে। ধীরে বিপন্ন হয়ে পড়ছে ইলিশ। বাজারে জোগান কমছে। দাম বাড়ছে। ভবিষ্যৎ বিপন্ন। মৎসজীবীরা বড় ইলিশ প্রায় পানই না। ইলিশ রক্ষায় দায়িত্ব সবাইকে নিতে হবে। সে বার্তাই দেওয়া হয়েছে থিমের মাধ্যমে। এই জীবনের গল্প কেবল দারিদ্র্য নয়, এক অনন্ত সংগ্রামের, সাহসের ও

আত্মবিশ্বাসের পরিচয়। জীবন যখন নদী, তখন থামা চলে না। আর মৎস্যজীবীদের জীবন – সেটাই তো প্রকৃত 'বহমান' – এক বেঁচে থাকার নাম।'

মন্ডপ নির্মাণে ব্যবহৃত বাঁশ, বাটামের পাশাপাশি বিপুল সংখ্যক প্লাইউড, কাঠ, নিরেট বাঁশ, টালি, বেত সহ ব্যাকলিট ফ্লেক্স এবং অন্যান্য সামগ্রী। পাশাপাশি চিত্রশিল্পীদের রং-তুলির নিপুণ ছোঁয়ায় প্রাণ পাচ্ছে থিম সম্পর্কিত নানা ছবি। থিমের সাথে রয়েছে মানানসই প্রতিমা এবং আকর্ষণীয় আলোকসজ্জা। রয়েছে থিম মিউজিক, যা দর্শকদের মন কেড়ে নেবে বলেই আশাবাদী পূজা উদ্যোক্তারা। পরিবেশ সচেতনতা এবং সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে মন্ডপ নির্মাণে থার্মোকলের একটি টুকরোও ব্যবহার করা হয়নি। ১০০% থার্মোকল বর্জিত ডায়মন্ড হারবার নিউটাউন সার্বজনীন দুর্গোৎসবের পুজো মণ্ডপ।

তথ্য: অরিজিৎ মণ্ডল

অসংখ্য দুর্গাপুজো ঘিরে মেতেছে ভাগীরথী তীরবর্তী প্রত্যন্ত ঝাউডাঙা

বর্ষাকাল মানেই ভাগীরথী নদীর চোখরাঙানি। এমনকি, শিউলিফোটা শরতেও প্রমত্তা নদীর রূপ বুকে কাঁপন ধরায়। এবারও যার অন্যথা হয়নি পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী প্রত্যন্ত জনপদ ঝাউডাঙায়। ফুঁসে ওঠা ভাগীরথী নদীর জলে প্লাবিত হয়েছিল বিস্তীর্ণ এলাকার মাঠঘাট, কৃষিক্ষেত্র। বিস্তর আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন এলাকাবাসী। তা সত্ত্বেও অসংখ্য দুর্গাপুজোর আয়োজনকে কেন্দ্র করে মেতে উঠেছে ঝাউডাঙাবাসী। মাত্র হাজার সাতেক বাসিন্দার ঝাউডাঙা পঞ্চায়েত এলাকায় সবমিলিয়ে ১১ টি জায়গায় দুর্গাপুজো হয়। এর মধ্যে ২ টি পুজো শতাধিক বছরের পুরনো। দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে শারদোৎসবের সূচনা হয় ঠিকই; তবে, ঝাউডাঙাবাসী সারাটা বছর অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে দীপাবলির জন্য। সেইসময় এলাকার ২টি ক্লাবের পরিচালনায় বিগবাজেটের কালীপুজোর আয়োজন করা হয়। যা বাসিন্দাদের কাছে বড়ো আকর্ষণ। তবে, এইমুহূর্তে দুর্গাপুজোর আয়োজন নিয়ে ঝাউডাঙাবাসীর শেষমুহূর্তে ব্যস্ততা তুঙ্গে। বাবুপাড়া, অধিকারীপাড়া, কাশীপুর, রুদ্রডাঙা, গঙ্গাপুর, সরিষাপাড়া, হালতাচড়া, দত্তপাড়া প্রভৃতি এলাকার বারোয়ারী পুজো উদ্যোক্তাদের মধ্যে সাজো সাজো রব। এলাকার বাসিন্দা নির্মল দে, অসিত হালদার, সন্দীপ চক্রবর্তী প্রমুখ বিভিন্ন দুর্গাপুজোর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছেন। নির্মল দে বলেন, প্রতিবারই বর্ষার সময় ভাগীরথীর নদীর জলে আমাদের ঝাউডাঙা পঞ্চায়েত এলাকার বিস্তীর্ণ অংশ প্লাবিত হয়। এবারও কৃষিজমি ডুবে গিয়ে আর্থিক ক্ষতি

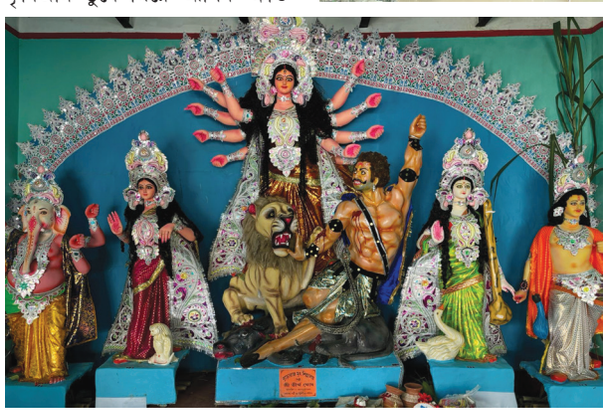

হয়েছে। তবে, তারই মধ্যে এলাকায় দুর্গাপুজোর আয়োজনও হচ্ছে। ঝাউডাঙা পঞ্চায়েত এলাকাজুড়ে বর্তমানে ১০টি বারোয়ারী দুর্গাপুজো হয়। প্রতিটি মণ্ডপে পঞ্চমীর দিন প্রতিমা আনা একটা রেওয়াজ্ আছে। বাবুপাড়ার বাসিন্দা কৃষিজীবী অনিমেষ ভট্টাচার্য্য বলেন, আমরা মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন জনপদবাসী। প্রতিবার ভাগীরথী নদীর ভাঙন আর প্লাবনের ধাক্কা সইতে হয় আমাদের। এত দুঃখকষ্টের মধ্যেও আমরা দুর্গাপুজোর এই ক'দিনের জন্য সারাটা বছর অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করে থাকি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েকশো বছর আগে ঝাউডাঙা অবিভক্ত বর্ধমানের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গেই ছিল। সেইসময় ভাগীরথী নদীর গতিপথ ছিল এই জনপদের পূর্ব দিকে। পরবর্তীতে ভাগীরথী নদী তার গতিপথ পরিবর্তন করে এবং ঝাউডাঙা মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অর্থাৎ পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী ঝাউডাঙা জনপদকে মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে ভাগীরথী নদী। এই এলাকার অদূরেই ছাড়িগঙ্গার কোল ঘেঁষে নদিয়া জেলা সীমান্ত। কিছুটা দূরেই রয়েছে বেথুয়াডহরি অভয়ারণ্য এবং কলকাতা-উত্তরবঙ্গ ৩৪ নং জাতীয় সড়ক। পূর্বস্থলী ২ নং ব্লকের অধীনস্ত ঝাউডাঙা গ্রাম পঞ্চায়েত মোট ৬টি বুথ নিয়ে গঠিত। ঝাউডাঙা একসময় পাটুলি ইউনিয়ন বোর্ডের অন্তর্ভূক্ত ছিল। পরবর্তীতে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থার অধীনে আসে। অধুনালুপ্ত পূর্বস্থলী বিধানসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক হিমাংশু দত্তের পৈতৃক বাড়ি এখানেই। ঝাউডাঙা উচ্চ বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক হিমাংশুবাবু ১৯৯৬ সালে সিপিএমের টিকিটে বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি বর্তমানে কলকাতার কসবা এলাকার বাসিন্দা। ৭৮ বছর বয়সী হিমাংশু দত্ত তাঁর গ্রামের কথা বলতে গিয়ে কিছুটা আবেগপ্রবণ হয়ে বলেন, ঝাউডাঙা পুরনো গ্রাম। একসময় আমাদের এলাকায় প্রচুর ঝাউগাছ ছিল। আমিও ছোটোবেলায় সেসব দেখেছি। আগে ঝাউডাঙায় দু'টো দুর্গাপুজো হত। এখনও গ্রামের জন্য আমার মন টানে। কিন্তু শারীরিকভাবে অক্ষম হওয়ায় আর যেতে পারি না।

তথ্য: দেবাশিস রায়

আতশ কাচে

প্রধানমন্ত্রীকে উপহার মেসির

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ৭৫ তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে দেশ বিদেশের নেতৃবৃন্দ তাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। আর্জেন্টিনার ফুটবল তারকা লিওনেল মেসি প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে নিজের সই করা একটি জার্সি উপহার হিসেবে পাঠিয়েছেন। ২০২২ সালের আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপ জয়ের সময় মেসি যে জার্সি পরে খেলেছিলেন, সেই জার্সিতে সই করেই ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে পাঠিয়েছেন মেসি।

ভারত ১৩৪

বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনাকে সরিয়ে স্পেন ফিফার বিশ্ব ফুটবল ক্রম তালিকার শীর্ষ স্থানে উঠে এসেছে। দীর্ঘ ১১ বছর পর স্পেন বিশ্ব ফুটবলের ১ নম্বর স্থানে এসেছে। ফ্রান্স দ্বিতীয় স্থানেই আছে। তৃতীয় স্থানে নেমে গেছে আর্জেন্টিনা। ইংল্যান্ড চতুর্থ স্থান ধরে রেখেছে। পঞ্চম স্থানে উঠে এসেছে পর্তুগাল। ব্রাজিল এক ধাপ নেমে ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে। সম্প্রতি কাফা নেশন্স কাপে ভারত তাজিকিস্তান ও ওমানকে হারালেও , বিশ্ব ক্রমতালিকায় ১৩৪ তম স্থানে নেমে গেছে।

প্রয়াত মৃত্যুঞ্জয়

প্রয়াত হলেন মোহনবাগানের প্রাক্তন ফুটবলার মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জী। দক্ষিণ কলকাতার গল্ফগ্রিনে নিজের বাড়িতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। তিনি ১৯৬৩ থেকে ৬৫ সাল পর্যন্ত পরপর ৩ বার ডুরান্ড কাপ জয়ী মোহনবাগান দলের সদস্য ছিলেন। ১৯৬২ থেকে ৬৫ সাল পর্যন্ত টানা চারবার লিগ জয়ী মোহনবাগান দলের গুরুত্ব পূর্ণ সদস্য ছিলেন তিনি।

২ ফুটবলারকে ডাক

সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে আসন্ন এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচের আগে দুই ফুটবলারকে জাতীয় শিবিরে ডেকে পাঠিয়েছে ভারতের টিম ম্যানেজমেন্ট। মুম্বই সিটি এফসির মিডফিল্ডার ব্র্যান্ডন ফার্নানডেজ ও নর্থ ইস্ট ইউনাইটেডের ডিফেন্ডার আশির আখতারকে শিবিরে যোগদান করতে বলা হয়েছে।

বিশ্বকাপের থিম সঙ

মহিলাদের আসন্ন একদিনের বিশ্বকাপ ক্রিকেটের থিম সঙ প্রকাশ করেছে আইসিসি। গেয়েছেন শ্রেয়া ঘোষাল। ৩০ সেপ্টেম্বর গুয়াহাটি বর্ষা পাড়া স্টেডিয়ামে ভারত ও শ্রীলঙ্কা ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ শুরু হবে।

অনন্তের নজির

ভারতের অনন্ত কুমার ভেলকুমার চিনে আয়োজিত ওয়ার্ল্ড স্পীড স্কেটিং চাম্পিয়নশিপ ২০২৫-এ পুরুষদের ৪২ কিলোমিটার ম্যারাথনে সোনা জিতে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। এই প্রতিযোগিতায় তিনি দুটি সোনা ও একটি ব্রোঞ্জ সহ মোট ৩ টি পদক জয় করলেন। ২২ বছরের আনন্দ কুমার ১০০০ মিটারে সোনা এবং ৫০০ মিটার স্প্রিন্টে ব্রোঞ্জ পান। ভারতের হয়ে তিনি প্রথম স্পীড স্কেটিং-এ বিশ্ব চাম্পিয়ন হলেন।

ভারত রানার্স

ভারতের চিরাগ শেট্টি ও সাত্বিক সাইরাজ রানকিরেড্ডি চায়না মাস্টার্স ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টে পুরুষদের ডাবলস এ রানার আপ হয়েছেন। চিনের শেনজেনে ফাইনালে দক্ষিণ কোরিয়ার কিম উন হো এবং সিও সিউং জে জুটি ২১-১৯, ২১-১৫-য় চিরাগ-সাত্বিক জুটিকে হারিয়ে দেয়। দু-সপ্তাহের মধ্যে এটি ভারতীয় জুটির ফাইনালে দ্বিতীয় পরাজয়।

ডিকি বার্ড প্রয়াত

ইংল্যান্ডের প্রাক্তন ক্রিকেট আম্পায়ার ডিকি বার্ড প্রয়াত। বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। ইয়র্কশায়ার কাউন্টি ক্রিকেট ক্লাব তাঁর মৃত্যু সংবাদ জানিয়েছে। বিশ্বের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আম্পায়ার ডিকি বার্ড ৬৬ টি টেষ্ট ও ৭৬ টি একদিনের ম্যাচ পরিচালনা করেছেন। ৩ টি বিশ্বকাপ ফাইনালে আম্পায়ার ছিলেন।

ক্রিকেটের পর সাফ ফুটবলেও
পাকিস্তানকে হারিয়ে দিল ভারতের ছোটরা

সুমনা মণ্ডল: ক্রিকেটে সিনিয়র দল পেরে উঠছে না ভারতের সঙ্গে লড়াইয়ে। এবারের এশিয়া কাপেই সূর্যকুমার যাদবের ভারতের বিরুদ্ধে পরপর দু'বার টি-২০তে মুখ পুড়েছে পাকিস্তানের। এবার হারল ছোটরা। সেটা আবার ফুটবলে। সোমবার কলম্বোয় রেসকোর্স আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে অনূর্ধ্ব-১৭ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে ভারত ৩-২ গোলে হারিয়ে দিল পাকিস্তানকে। তাতে গ্রুপ বি'র শীর্ষস্থানে পৌঁছে গেল জুনিয়র ব্লু টাইগার্সরা। ম্যাচের ৩১ মিনিটে ভারতকে এগিয়ে দেয় গাংতে। অধিনায়ক ডেনি সিং বক্সের বাঁ-প্রান্ত থেকে দুর্দান্ত ক্রস বাড়িয়েছিলেন। তা থেকে গোল করতে কোনও ভুল করেননি ভারতীয় ফরোয়ার্ড ডাল্লালমুওন গাংতে। তবে এরপরই প্রথমার্ধেই পাকিস্তান সমতায় ফেরে। ৪২ মিনিটে পেনাল্টি

পায় পাকিস্তান। মহম্মদ আবদুল্লাহের গোলে সমতায় ফেরে পাক দল। প্রথমার্ধ শেষ হয় ১-১ গোলে। দ্বিতীয়ার্ধে দ্বিতীয়ার্ধে দুই দলই গোলের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। ৬৩ মিনিটে গুনলেইবার গোলে ফের ২-১ গোলে এগিয়ে যায় ভারত। সাত মিনিট পর, পাকিস্তান ম্যাচে দ্বিতীয়বারের মতো সমতা আনেন। ইয়াসির আবারও ভারতের জন্য কাঁটা হিসেবে প্রমাণিত হন যেন। গোলরক্ষক মানসজ্যোতি বড়ুয়া আটকাতে ব্যর্থ হন। ম্যাচ হয় ২-২। তবে তা অবশ্য স্থায়ী হয়নি বেশিক্ষণ। ৭৩ মিনিটে রাহান আহমেদের গোলে ৩-২ ব্যবধানে এগিয়ে যায় ভারত। ভুটানের বিপক্ষে ভারতের শেষ ম্যাচে জয়সূচক গোল করা রাহান, পাকিস্তানের বিরুদ্ধেও জয় নিশ্চিত করে দেন। এই জয়ের ফলে ভারত তিন ম্যাচে নিখুঁত তিন জয়ের রেকর্ড নিয়ে গ্রুপ পর্ব শেষ করল। ভারত আগের দুটি ম্যাচে মালদ্বীপের বিরুদ্ধে ৬-০ এবং ভুটানের বিরুদ্ধে ১-০ গোলে জিতেছে। দ্বিতীয় স্থানে পাকিস্তান। তারা ৬ পয়েন্টে। গ্রুপের অন্য দুই দল ভুটান এবং মালদ্বীপ তিন ম্যাচের একটি ম্যাচেও জেতেনি।

পরপর ২বার লিগ চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল

দেবাশিস রায় : পুজোর কাউন্টডাউন চলছে। তার আগেই জোড়া উৎসবে মেতে উঠল লাল-হলুদ জনতা। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে লাল হলুদ উন্মাদনা। দেবীপক্ষের শুরুতেই ট্রফি ঢুকল লাল হলুদ তাঁবুতে। আগের বছরের লিগ খেতাব এবারই ঘোষণা হয়েছে আদালতের রায়ের পর। জিতেছে ইস্টবেঙ্গল। এবারের লিগ খেতাবও জিতে নিল ইস্টবেঙ্গল। পরপর দু"বার চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল। ইউনাইটেড এসসিকে ২-১ গোলে হারাতেই উৎসবের জোয়ারে ভাসল মাঠ। চ্যাম্পিয়ন হওয়া শুধুই সময়ের অপেক্ষা ছিল। সুপার ৬-এ ইউনাইটেড কলকাতা স্পোর্টস ক্লাব এবং ডায়মন্ড হারবারের বিরুদ্ধে জয়ের পর এদিন মাত্র ১ পয়েন্ট প্রয়োজন ছিল ইস্টবেঙ্গলের। লাল হলুদ জয় পাওয়ায় আর কোনও অঙ্কই থাকল না। ইস্টবেঙ্গলের হয়ে পরপর দুটি গোল করেন ডেভিড ও শ্যামল বেসরা। এই নিয়ে কলকাতা ফুটবল লিগে ৪১ বারের চ্যাম্পিয়ন হল ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রথম লিগ জয় ১৯৪২ সালে তার পরবর্তীতে ১৯৪৫, ১৯৪৬,

১৯৪৯, ১৯৫০, ১৯৫২, ১৯৬১, ১৯৬৬, ১৯৭০, ১৯৭১, ১৯৭২, ১৯৭৩, ১৯৭৪, ১৯৭৫, ১৯৭৭, ১৯৮২, ১৯৮৫, ১৯৮৭, ১৯৮৮, ১৯৮৯, ১৯৯১, ১৯৯৩, ১৯৯৫, ১৯৯৬, ১৯৯৮, ১৯৯৯, ২০০০, ২০০২, ২০০৩, ২০০৪, ২০০৬, ২০১০, ২০১১, ২০১২, ২০১৩, ২০১৪, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৭, ২০২৪ এবং ২০২৫ - সর্বমোট ৪১ বার চ্যাম্পিয়ন হল ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। এর সঙ্গে পরপর ৮ বার (২০১০-২০১৭) লিগ জয়ের কৃতিত্ব ভারতীয় ফুটবলে অন্যতম এক রেকর্ডও। ২০২৫ সালের কলকাতা ফুটবল লিগের গ্রুপ লিগ পর্বে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ১১ টি ম্যাচে ৭ টি জয়, ২ টি ড্র এবং ২ টি পরাজয়। গোল করে ৩০ টি, গোল হজম করে ১০ টি। মোট ২৩ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ এ শীর্ষে থেকে সুপার সিক্সে প্রবেশ করে। এই পর্বে ভানলালপেকা গুইতে'র সর্বোচ্চ গোল - ৫ টি। সুপার সিক্স পর্বে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ৩ টি ম্যাচে ৩ টিতেই জয় পেয়ে ৯ পয়েন্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা অর্জন করে। সুপার সিক্স পর্বে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের হয়ে সর্বোচ্চ গোলকারী জেসিন টি.কে. - ২ টি গোল। দুই পর্ব মিলিয়ে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের হয়ে সর্বোচ্চ গোলকারী ভানলালপেকা গুইতে ৬ টি গোল করেনI

ফুটবল প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনার তাড়দহ উচ্চ মাধ্যমিক হাইস্কুল ২২ ও ২৩ সেপ্টেম্বর পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর ২ টি, সপ্তম শ্রেণীর ২ টি, অষ্টম-দ্বাদশ শ্রেণীর ৪ টি ও সমগ্র স্কুল ছাত্রীদের নিয়ে ২ টি দল সহ ৪টি বিভাগে একটি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। সূচনা করেন স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক অভিজিত দাস। উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়া শিক্ষক সমীর মণ্ডল সহ অন্যান্যরা। প্রতিযোগিতা শেষে জয়ী ও বিজয়ী দল সহ অন্যান্য ফুটবল খেলোয়াড়দের হাতে ট্রফি ও খেলার সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। স্কুলের বহু ছাত্ররা নানান বিখ্যাত দলে খেলেছে। আগামীদিনে থেকে যাতে আরো বেশি প্রতিভাবান ফুটবলার গড়ে তোলা যায় সেই প্রয়াসই চালাচ্ছেন ক্রীড়া শিক্ষক সমীর মণ্ডল। তিনি জানান, 'বাঙালি ফুটবল প্রেমী। কিন্তু শুধু ফুটবলকে ভালোবাসলে হবে না। খেলতে হবে। বর্তমানে আমার স্কুলের আরো বেশি সংখ্যক ছাত্রছাত্রী যাতে আগামীদিনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকস্তরের ফুটবলে অংশ গ্রহণ করে খেলা উপহার দিয়ে স্কুলে মুখ উজ্জ্বল করতে পারে সেই চেষ্টায় নিজে নিয়োজিত করেছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আগামী দিনে তাড়দহ উচ্চমাধ্যমিক হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রীরা স্কুল, তথা দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে।'

সিএবি প্রেসিডেন্ট সৌরভ, জানালেন পরিকল্পনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় যে ফের সিএবির মসনদে বসতে চলেছেন, এটা সপ্তাহ খানেক আগেই নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। সিএবি প্রেসিডেন্ট পদে বাংলার মহারাজের বিরুদ্ধে কোনও মনোনয়নই জমা পড়েনি। তাই সৌরভের বঙ্গ ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার প্রধান হওয়াটা ছিল শুধু সময়ের অপেক্ষা। আর সোমবার থেকে শুরু হল সিএবি প্রেসিডেন্ট হিসাবে সৌরভের দ্বিতীয় পর্ব।

গতকাল শহরের এক পাঁচতারা হোটেলে অনুষ্ঠিত হয় সিএবির বার্ষিক সাধারণ সভা। সেই সভাতেই আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করা হল, সিএবি প্রেসিডেন্ট পদে এবার থেকে দায়িত্ব সামলাবেন বিসিসিআইয়ের প্রাক্তন সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। বার্ষিক সাধারণ সভা শেষ হওয়ার পরই স্বপারিষদ সৌরভ চলে আসেন ইডেন গার্ডেন্সে। সেখানে তাঁরা বাংলা ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ ও

পরবর্তী কার্যক্রম নিয়ে আলোচনাও করেন।

প্রশাসক হিসাবে সৌরভের সাফল্য অনস্বীকার্য। এর আগে বিসিসিআই ও সিএবি প্রেসিডেন্ট হিসাবে তিনি এমন কিছু উদ্যোগ নিয়েছিলেন, যার সুফল পাচ্ছে বাংলা ও ভারতীয় ক্রিকেট। এবার তিনি প্রায় ৬ বছর পরে সিএবির মসনদে ফিরলেন। দ্বিতীয়বার সিএবি প্রেসিডেন্টের পদে বসার পর সৌরভ জানিয়েছেন, তিনি বাংলার ক্রিকেট পরিকাঠামো আরও উন্নত করতে চান। সেই সঙ্গে জুনিয়র ক্রিকেটে আরও বেশি গুরুত্ব দিতে চাইছেন তিনি। সৌরভের হাত ধরেই বাংলা ক্রিকেটে চালু হয়েছিল তাঁর স্বপ্নের ভিশন প্রজেক্ট। এই প্রোজেক্ট এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যও নানা পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর। সোমবারের এজিএমে ক্লাবগুলির অনুদান আরও কিছুটা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। এবার থেকে ক্লাবগুলিকে ৮ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে। এর আগে সৌরভ সিএবির সভাপতির পদে ছিলেন ২০১৫ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত। ২০১৯ সালে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি হন তিনি। বিসিসিআইয়ের প্রধান পদে তিনি ছিলেন ২০২২ পর্যন্ত ছিলেন।

সিএবির নতুন প্যানেল

সচিব- বাবলু কোলে, যুগ্ম-সচিব- মদনমোহন ঘোষ, কোষাধ্যক্ষ- সঞ্জয় দাস, সহ-সভাপতি- নীতীশরঞ্জন দত্ত

ফুটবলেই দিশা দেখাচ্ছেন নদিয়ার রিম্পা

নিজস্ব প্রতিনিধি : একজন মেয়ের সাফল্য যে পুরো গ্রামের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দিতে পারে, তার উদাহরণ নদিয়ার হাঁসপুকুরিয়ার রিম্পা হালদার। চিনলেন না তো? না-চেনারই কথা। কারণ মহিলা ফুটবল বা ফুটবলারদের নিয়ে এদেশে আর কবেই বা মাতামাতি হয়েছে। তাই এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো যে রিম্পা শ্রীভূমি স্পোর্টিংয়ে খেলা জাতীয় মহিলা দলের একজন ফরোয়ার্ড। সম্প্রতি সিনিয়র ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলার হয়ে তিন ম্যাচে ৫ গোল এসেছে তাঁর পা থেকে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কীভাবে রিম্পা গ্রামের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দিলেন? নদিয়ার হাঁসপুকুরিয়ার অনেক মেয়ে ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এখন ফুটবলে মেতেছে। অথচ বছরদশেক আগে একথা কল্পনাও করা যেত না। মেয়েরা বল পায়ে দৌড়লেই পরিবারকে পড়তে হত অন্যান্য গ্রামবাসীদের রোষানলের মুখে। সময়ের সঙ্গে বদলেছে হাঁসপুকুরিয়া গ্রামের দৃষ্টিভঙ্গি। আর সেখানে অনুঘটকের কাজ করেছেন রিম্পা। মেয়েদের সিনিয়র জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপের গ্রুপ পর্বে সম্প্রতি দাপট দেখিয়েছে বাংলা। আর রাজ্য মহিলা ফুটবল দলের দাপট অনেকাংশে আবর্তিত হয়েছে রিম্পার পায়ে। রেলওয়েজের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক ছাড়াও রয়েছে মেঘালয় ও সিকিমের বিরুদ্ধে একটি করে গোল করেছেন হাঁসপুকুরিয়ার মেয়ে। বাংলার হয়ে সুলঞ্জনা রাউলের (৮ গোল) পরেই রয়েছেন রিম্পা (৫ গোল)। ডানপ্রান্ত দিয়ে বিদ্যুৎগতিতে দৌড়, এরপর তাঁর মাপা ক্রস খুলে দিচ্ছে গোলের দরজা। তবে ফুটবলার রিম্পা প্রথমে হতে চেয়েছিলেন অ্যাথলিট। কোচ অভীক বিশ্বাস ১০০, ২০০ মিটারে দৌড় দেখে রিম্পার মধ্যে ফুটবলারের ছায়া দেখতে পেয়েছিলেন। কোচ অভীকই অ্যাথলেটিক্স ছেড়ে রিম্পাকে ফুটবলার হওয়ার পরামর্শ দেন। পরামর্শ যে অব্যর্থ ছিল, বর্তমান সাফল্য তার প্রমাণ দিচ্ছে। কিন্তু ফুটবলার

হওয়ার স্বপ্ন যখন রিম্পার মনে ডালপালা ছড়াচ্ছে তখন তাঁর প্রধান প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায় সমাজ। ফুটবলার রিম্পাকে বাধা দেন গ্রামের মানুষেরাই। মেয়ে হয়ে ছেলেদের সঙ্গে ফুটবল 'নৈব নৈব চ'। ঘটনা প্রসঙ্গে টেলিফোনে রিম্পা বলেন, 'গ্রামবাসীরা বাবাকে নানা গঞ্জনা দিত। এমনকি গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার হুমকিও দিয়েছিল। অনুশীলন সেরে একটু রাত করে বাড়ি ফিরলেই কটূক্তি উড়ে আসত। দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করে গিয়েছি। অপেক্ষা করেছি জবাব দেওয়ার।' কোচের জহুরির চোখ রত্ন চিনতে যে ভুল করেনি। কোচই সেইসময় রিম্পার কাছে হয়ে উঠেছিলেন ত্রাতা মধুসূদন। নিজের পয়সায় নানা ক্লাবে রিম্পাকে নিয়ে যেতেন। এপ্রসঙ্গে বলা ভালো রিম্পার বাবা শ্রীবাস হালদারের পক্ষে নদীতে মাছ ধরে মেয়ের ফুটবলের জন্য খরচ জোগানো সম্ভব ছিল না। মা বাসন্তী হালদার দিনমজুর। কোচ অভীকই তাই তাকে তার লক্ষ্যে পৌঁছনোর পথ দেখান। ধীরে ধীরে রিম্পা বিকশিত হতে থাকেন। গ্রামের বাইরে খেলতে গিয়ে পুরস্কার নিয়ে আসা দেখে সমালোচকদের দৃষ্টি বদলাতে থাকে। রিম্পা বলছেন, 'পুরস্কারের থেকেও বড় ছিল গ্রামবাসীদের স্নেহ ও ভালবাসায় বরণ করে নেওয়া। তারপরে অনেক মেয়ে ফুটবল শিখতে আগ্রহী হয়। জীবনে এই প্রাপ্তির চেয়ে বড় বোধ হয় আর কিছু নেই।' বছরকয়েক আগে মাত্র ১৪ বছর বয়সে কলকাতায় এসেছিলেন রিম্পা। কলকাতা পুলিশের হয়ে কলকাতা লিগে অভিষেক। তারপরে ইস্টবেঙ্গলে। এর মধ্যে ২০২৪ সালে মেয়েদের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে সিনিয়র দলের জার্সিতে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অভিষেক ঘটে রিম্পার। গ্রামের মেয়েকে দেশের হয়ে খেলতে দেখে সমালোচকরা আরও বিস্মিত হয়ে পড়ে। সে যাইহোক, গত ৩ বছর ধরে রিম্পা শ্রীভূমি স্পোর্টিংয়ের নিয়মিত ফুটবলার। ২ বার কলকাতা লিগের সর্বোচ্চ গোলদাতাও বটে।

'ভারত-পাক দ্বৈরথ' আর মানেন না সূর্যকুমার

নিজস্ব প্রতিনিধি : অপারেশন সিঁদুর। একেবারে কোনঠাঁসা হয়ে পড়েছিল পাকিস্তান। শুধু যুদ্ধেই নয়, খেলার মাঠে দীর্ঘদিন ধরেই নাজেহাল পরিস্থিতি পাকিস্তানের। ভারতের সঙ্গে দেখা হলেই যেন হাঁটু কেঁপে যায়! যতবার দেখা, ততবার হার। এবারের এশিয়া কাপেই দু'দুবার মুখোমুখি হয়েছে ভারত-পাকিস্তান। দু'বারই হেরেছে পাকিস্তান। ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব বলে দিলেন, 'আপনারা আর এই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী শব্দটা ব্যবহার করবেন না, প্লিজ। কোনও দলের সময় ভালো নাও যেতে পারে। কিন্তু আমরা মতে, যদি দুটো দল ১৫-২০টা ম্যাচে মুখোমুখি হয় এবং ফলাফল ৭-৭ বা ৮-৭ হয়, তখন তাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বলা যেতে পারে। ১৩-০, ১০-১ ঠিক জানা নেই তফাৎ এখন ঠিক কত। তবে এই ম্যাচটা আর রাইভ্যালরি নয়'। বলার কারণ তো আছেই সূর্যকুমারের। আন্তর্জাতিক টি-২০তে মুখোমুখি লড়াইয়ে ভারতের জয় হয়ে গেল ১২টি, পাকিস্তানের স্রেফ ৩টি। পরিসংখ্যানই বলে দিচ্ছে, কতটা একতরফা লড়াই এখন এটা। রান তাড়ায় পাকিস্তানের বিপক্ষে ভারত এগিয়ে এখন ৮-০ ব্যবধানে। এর আগে ভারত-পাকিস্তান লড়াইয়ের ৭৪ বছরের ইতিহাসে কখনো টানা ৫ টির বেশি ম্যাচ জিততে পারেনি কোনো দল, এবার হল সেটাই। ভারতের বিপক্ষে শেষ ৮ ম্যাচের ৭ টিতেই হেরেছে পাকিস্তান। তিন বছর আগে টি-২০ বিশ্বকাপে দুবাইয়েই শেষবারের মতো ম্যাচ জিতেছিল তারা। এমনকি ২০০৬ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত ভারত জিতেছে ২৩টি, পাকিস্তান ১১টি। দুই দলের শেষ টানা ৬ ওয়ানডে-তে জিতেছে ভারতই। সাংবাদিকের জিজ্ঞাসা ছিল, পাকিস্তানের খেলার মান আগের ম্যাচের চেয়ে বেড়েছে কি না। এ প্রশ্নের উত্তরেই সূর্য বলতে শুরু করেন, 'আমার মনে হয় আপনাদের এই রাইভালরি নিয়ে প্রশ্ন করা বন্ধ করা উচিত।' সাংবাদিকরা বলেন, দ্বৈরথ নয়, জানতে চেয়েছেন পাকিস্তানের খেলার মান বেড়েছে কি না তা নিয়ে। এবার সূর্য বলেন, 'স্ট্যান্ডার্ড আর রাইভালরি একই কথা...।'

লক্ষ্মীপুজোর পরই আইএফএ শিল্ডের ভাবনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ফিরছে ঐতিহ্যবাহী আইএফএ শিল্ড। ২০২১ সালে শেষবার অনুষ্ঠিত এই টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল রিয়াল কাশ্মীর। পরবর্তীতে ৩ মরশুম বন্ধ ছিল তা। এবার লক্ষ্মীপুজোর পরেই হবে আইএফএ শিল্ডের। ২০ সেপ্টেম্বর এই ঘোষণা করেন আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত। কটি দল নিয়ে হবে? রাজ্য ফুটবল নিয়ামক সংস্থার সচিব জানালেন, ৬টি দল নিয়ে চলতি বছর আইএফএ শিল্ড অনুষ্ঠিত করার পরিকল্পনা হয়েছে। যার মধ্যে আইএসএলের ৩ দল এবং আইলিগের ৩ টি দল থাকবে। আইএসএল দল হিসেবে অবশ্যই সেখানে থাকছে মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল এবং মহমেডান। আর আই লিগের দল হিসেবে বাংলা থেকে ডায়মন্ড হারবারই প্রথম পছন্দ আইএফএ'র। তবে বাকি কোন ২টি দলকে ডাকা হবে, তা আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেবে আইএফএ। সময় খুবই কম। তাই লক্ষ্মীপুজো মিটতেই শিল্ড চালু করার ভাবনা, যাতে কালীপুজোর আগে তা শেষও করো যায়। টুর্নামেন্টের ফরম্যাট নিয়ে বলতে গিয়ে অনির্বাণ দত্ত জানান, ছ"টি দলকে দু"টি গ্রুপে ভাগ করা হবে। দু"টি গ্রুপের শীর্ষস্থানীয় দুই দল ফাইনাল খেলবে। শিল্ডের আয়োজন হলে সুপার কাপের আগে তা দারুণ ম্যাচ প্র্যাকটিস হবে ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান কিংবা মহমেডানের। যেহেতু 15 অক্টোবর পর্যন্ত কলকাতা ময়দান বন্ধ থাকে। তাই আইএফএ শিল্ডের খেলা যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন, কিশোরভারতী স্টেডিয়াম, নৈহাটি স্টেডিয়াম, ব্যারাকপুর স্টেডিয়াম এবং কল্যাণী স্টেডিয়ামে আয়োজন করার ভাবনা আইএফএ"র। দীর্ঘদিন ধরে শিল্ড আয়োজন করতে না-পারার জন্য সমালোচনা সহ্য করতে হয়েছে রাজ্য ফুটবলের নিয়ামক সংস্থাকে। ফলত এবার ক্যালেন্ডারে ফাঁক পেতেই আইএফএ শিল্ডের আয়োজনে উদ্যোগী তাঁরা।

লিখেছেন

গল্প

অনিন্দিতা মণ্ডল ● সুকুমার মণ্ডল
কৌশিক রায়চৌধুরী ● তৃষ্ণা বসাক
ঋতুপর্ণ বিশ্বাস ● শতদ্রু মজুমদার
কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায় ● শৌভিক গাঙ্গুলী
অমিতাভ মুখোপাধ্যায় ● শ্যামলী বসু
ও অরুণোদয় ভট্টাচার্য

ধর্ম ও দর্শন

বিশ্বদেব মুখোপাধ্যায় ● প্রণব গুহ

শতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি

সন্তোষ দত্ত ● ঋত্বিক ঘটক
নচিকেতা ঘোষ ● গুরু দত্ত
হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় ● তৃপ্তি মিত্র

উপন্যাস

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভ্রমণ

প্রিয়ম গুহ

আলোচনা

কৃষ্ণচন্দ্র দে

স্মৃতি পথে

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

নিবন্ধ

অভিযান বন্দ্যোপাধ্যায় ● মধুময় পাল
দীপককুমার বড় পণ্ডা ● জয়ন্ত চৌধুরী
নন্দলাল ভট্টাচার্য ● সুলগ্না চক্রবর্তী
ও বিধান সাহা

কবিতা

জগদীশ শর্মা ● সুনন্দ ভৌমিক
প্রভাস মজুমদার ● সৌম্য ঘোষ ● দত্তা রায়
প্রবীর মণ্ডল ● স্মৃতি দত্ত ● তানিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়
ভরত বৈদ্য ● অমর চক্রবর্তী ● স্বস্তিকা ঘোষ
ভীম ঘোষ ● প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায় ● ইলা দাস
অরুণকুমার মান্না ● আরতি দে ● অভিজিৎ মিত্র
বিবেকানন্দ নস্কর ● অশোক কুমার ভট্টাচায
অভিনন্দন মাইতি ● গৌর দত্ত পোদ্দার ● বিজন চন্দ
বিউটি পাল ● ইলা চৌধুরী ● অসীম চক্রবর্তী
স্মৃতিকণা চট্টোপাধ্যায় ● বিশ্বনাথ অধিকারী

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9088703044 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com